(পৌরাণিক নাটক)

[সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রার দলে অভিনীত]

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীতারাচাঁদ দাস
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

সন ১৩৩৮ সাল

প্রথম সংস্করণ]

এতৎ গ্রন্থকারের কৃত

আর তিনখানিনূতন নাটক—

চক্রবর্ত্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২নং নিমু গোস্বামীর লেন,

কলিকাতা।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, মদন, ব্যাস, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, বিদুর, দ্রুপদরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কর্ণাটরাজ, পুরোচন (খস্‌রাজ্যাধিপতি), ভাবানন্দ (জনৈক ছদ্মবেশী পাগল), হিড়িম্ব, বকাসুর, উড়ুম্বক, বকম্বক ও গজস্কন্ধ (রাক্ষসত্রয়, বকাসুরের সহচর), ভক্তরাম (জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ), সাধন (জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বালক), ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ, খনক, সূত্রধরগণ, রম্‌না, যমদূতগণ, ভ্রম, নাগরিকগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

কুন্তী, দ্রৌপদী, পদ্মা (বিদুরের স্ত্রী), পতিব্রতা (ভক্তরামের পত্নী, ভক্তি (জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বালিকা), হিড়িম্বা, ভ্রান্তি, খনকী, রম্‌ণী, নিষাদী, বনবালাগণ, পুরোমহিলাগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

ভূমিকা।

আজকাল অভিনয়ের জন্য অনেকানেক নাটক বাহির হইলেও প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত নাটকের এত কাটতি কেন? একথা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ সুলেখক আর দ্বিতীয় নাই। কেন না, নানাবিধ রসের সামঞ্জস্য রাখিয়া করুণরস-প্রধান নাটক রচনায় ইনি সিদ্ধ-হস্ত। নাটক ভক্তিভাবপূর্ণ ও করুণ রসাশ্রিত হইলে তাহা যেমন সহজে হৃদয় অধিকার করে, তেমনি সহজে ভুলিতে পারা যায় না; সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিত্য নূতন নাটকগুলির যশোরশ্মিতে চারিদিক উদ্ভাসিত।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত প্রত্যেক নাটকের বক্ষ দিয়া যেন করুণ-রসের নীলবসনা যমুনা কল্ কল্ রবে আপনভাবে বহিয়া যাইতেছে, আর সেই যমুনার নীলপ্রবাহে অবিরল ভক্তির শ্বেত শতদল দলে দলে স্তরে স্তরে অপূর্ব্ব শোভায় ভাসিয়া চলিয়াছে। রসের এইরূপ পরিপুষ্টি ও ভক্তিভাবের কমনীয় মাধুর্য্যে ভক্ত ও ভাবুকের মনঃপ্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং হৃদয় বিগলিত হইয়া উভয় নয়নে পবিত্র অশ্রুধারা ছুটে।

এক কথায় পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত প্রত্যেক নাটকগুলি সহজে সুন্দরভাবে অভিনয় করা যাইলেও এই **যাজ্ঞসেনী** নামক নাটকখানি অতি মনোজ্ঞ উপাদেয় হইয়াছে।

যদি সৌভাগ্য বশতঃ এই পুস্তকখানি পাঠে একজন ব্যক্তির চিত্ত বিনোদন হয় এবং দেশ বিদেশে সাদরে অভিনীত হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।

বিনীত—

প্রকাশক।

যাজ্ঞসেনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিভৃত কক্ষ।

দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।

দুঃশাসন। হাঃ হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ হোঃ!! হিঃ হিঃ হিঃ!!!

(হাস্য)

শকুনি। স্থির হও বাবা, স্থির হও—অত হাসি হেসো না; কেউ শুন্‌তে পেলে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। একটু চেপে যাও।

দুঃশাসন। ওগো মামা! এ হাসি কি চাপা যায় নাকি গো? এ যে আমোদে আটখানা হ'য়ে উঠেছি গো! আমার যে আর আনন্দ ধরে না গো! বলিহারী মামা, তোমার ঐ মাথা! ও মাথায় এত মতলব—এত বুদ্ধি তা' কে জান্‌ত গো! হাঃ হাঃ হাঃ!

(হাস্য)

শকুনি। বাবা দুঃশাসন! এই বুদ্ধি—এই মতলব যে দিন কাজে পরিণত কর্‌তে পার্‌ব, সেই দিন আমোদ ক'রো, বাবা! এখন নয়, আমাদের কৌশল বুঝ্‌তে পার্‌লে শত্রুরা সব সাম্‌লে যাবে যে! কি বল্‌ব বাবা, যদি তোমার বাবা আর তোমার দাদা আমার কথা মত কাজ কর্‌ত, তাহ'লে এতদিন কবে ও পাঁচটাকে পঞ্চত্ব পাইয়ে দিতাম।

দুঃশাসন। দুর্ব্বাসা ঋষি ষাট হাজার শিষ্য নিয়ে গিয়ে পাণ্ডবদের কিছু করতে পারেন নি, এইবারে আমার মামার মতলবে একেবারে শত্রু নিঃশেষ! যা শত্রু পরে পরে। মামা গো! আমার হাসি যে আর ধরে না গো!

শকুনি। ও বাবা! এত হাসি এখন ভাল নয়—হিতে বিপরীত ঘ'টে যেতে পারে। এখন একটু অন্যমনা হও—অপর কথা পাড়।

দুঃশাসন। মামা! বল—বল আর একবার বল—কি রকম ক'রে শত্রু মারবে? শুনে আনন্দে উথ্‌লে উঠি।

শকুনি। বাবা! জতুগৃহে ঘুমন্ত অবস্থায় কৌশলে পুড়িয়ে মারব। যদি দুর্য্যোধন মত দেয়, তবেই কাজ হাঁসিল ক'রে ফেল্‌ব। এখন এক কাজ কর; নর্ত্তকীদের ডেকে একটু নৃত্য গীতের আনন্দ উপভোগ করা যাক্ এস। ডাক নর্ত্তকী ডাক।

দুঃশাসন। কৈ গো, কোথায় আছ চন্দ্রকলা, চারুশীলা, চপলা, চঞ্চলা! চঞ্চল পদে চ'লে এসে দুটো নূতন ধরণের রসের গান গেয়ে আমোদে আমাদের মজ্‌গুল ক'রে দাও।

পুরোচন সহ নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

পুরোচন। (কুর্নীশ করিতে করিতে) সেলাম—সেলাম যুবরাজ বাহাদুর! এই যে নাচউলীদের সব সাজিয়ে গুজিয়ে এনে হাজির ক'রেছি। এখন কি অনুমতি হয়?

দুঃশাসন। ওহে পুরোচন! আজ আমাদের ভারি আনন্দ হ'য়েছে, তাই এ আনন্দের দিনে একটু নৃত্য গীত উপভোগ করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।

পুরোচন। আজ্ঞে, তবে অনুমতি করুন কি রকম নাচগান হবে?

দুঃশাসন। কেমন নাচ গান হবে বল তো মামা?

শকুনি। কেমন আর হবে? যেমন হ'য়ে থাকে। টপ্পা কি খেম্‌টা লাগাও না বাবা!

দুঃশাসন। নর্ত্তকীগণ! তোমরা তাই কর, একখানা আদি রসের গান গাও, আর চমকপ্রদ নাচ লাগাও।

নর্ত্তকীগণের— **নৃত্য গীত**

প্রণয় পরম নিধি, নিরজনে বসি বিধি,
যতনে করিলা সৃজন।
রমণী রসের খনি, প্রেমিকের প্রেম-মণি,
রতিরস নায়িকা রতন॥
মোরা প্রেমিকের প্রেম সদা চাই,
প্রেমিক পুরুষ পেলে ছুটে কাছে যাই,
সাদরে সোহাগভরে প্রণয় বিলাই
বুকে বুকে রাখি অনুক্ষণ॥
মোদের নয়নে প্রেমের লীলা,
অধরে উথলে অমিয়-খেলা,
প্রেমিকের তরে অন্তর আছে খোলা
এস বঁধু পিও মধু করিয়ে যতন॥

শকুনি। ওগো সুন্দরীরা! এ তোমাদের কেমন গান হ'ল গো? এতে তো বেশ রস পাওয়া গেল না? একটা বেশ রসাল গান গাও দেখি!

দুঃশাসন। সুন্দরীগণ! তোমরা যদি নৃত্য গীতে মাতুলকে সন্তুষ্ট করতে পার, তবে যথোচিৎ পুরস্কার পাবে।

১ম নর্ত্তকী। শুষ্কং কাষ্ঠং !

২য় নর্ত্তকী। নীরস তরুবরং !

শকুনি। না—না সুন্দরী, নীরস তরুবর নয়। টিপে দেখ না—রস টুব টুব করছে। শুষ্কং কাষ্ঠং নয় চাঁদবদনী ধনি ! ঠোকর দিয়ে দেখ—টাট্‌কা কাঁচা রস টস টস ক'রে পড়্‌ছে।

নর্ত্তকীগণের— **নৃত্য গীত**

কোথায় কে প্রেমিক আছ
বদল কর প্রাণ।
দিতে পার্‌লে নিতে পারি
মন মত প্রতিদান।
যৌবন জোয়ারে ভাসে প্রেমের তরী,
এস কাছে কে আছ হে নবীন কাণ্ডারী,
প্রণয়-তুফানে যদি দিতে পার পাড়ি
তবে পেতে পার রমণীর প্রাণ।
মোরা পরকীয়া পর-প্রণয়িনী;
প্রেমিক প্রেমিকা মিলে থাকি দিবা যামিনী,
নয়নে নয়নে রাখি করিয়ে হৃদয়মণি
বহাইয়া দিই প্রাণে প্রেমের তুফান।

বোধ হয় হ'য়েছে বিহিত কিছু
তব শত্রু উচ্ছেদের তরে।

দুঃশাসন। নর্ত্তকী সকলে, যাও স্থানান্তরে
আসিছেন মহারাজ হেথা,
অঙ্গরাজ কর্ণবীর সনে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শকুনি। এস বাবা দুর্য্যোধন! এস অঙ্গরাজ!
কি কারণে তোমাদের মলিন বদন?

দুর্য্যোধন। মাতুল! কি কহিব মরমের ব্যথা
জ্ঞাতি শত্রু সে পঞ্চ পাণ্ডবে
শত চেষ্টা করি কোনরূপে
নারিলাম করিতে নিধন।
পঞ্চ পাণ্ডবের অস্তিত্ব থাকিতে
এ চিত্ত সুস্থ নাহি হবে কদাচন।
বনবাসে কত ক্লেশে যাপিল জীবন
নির্য্যাতন করিতে তাদের
পাঠালাম মহাক্রোধী দুর্ব্বাসা ঋষিরে
ষষ্ঠী সহস্র শিষ্যের সহিত,
কিন্তু না জানি কি অপূর্ব্ব কৌশলে
সন্তুষ্ট করিল সকলেরে
শাপ না ঘটিল ভাগ্যে লাভ হ'ল বর!
বল মামা! বল ত্বরা করি
কি উপায়ে বধিব পাণ্ডবে?

শকুনি। বাপ ধন! স্থির করি মন
করহ শ্রবণ আমার বচন
যে উপায়ে হবে তব অরাতি নিধন,
তাহার উপায় এক
করিয়াছি আমি নিরূপণ
সুনিশ্চয় পারি বলিবারে
সেই মত কর্ম্ম সম্পাদিলে
অবশ্য পাণ্ডব-ভয় যাইবে তোমার।

দুঃশাসন। দাদা! মাতুলের মস্তিষ্ক মাঝারে
আসমুদ্র ব্যাপী বুদ্ধি বিরাজিত,
সেই বুদ্ধিবলে সুকৌশলে পাণ্ডব নাশিতে
কোন কষ্ট না হইবে, দাদা!
মাতুলের মন্তব্য করিয়া শ্রবণ
নিধন করিতে তব বৈরীগণে
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর নির্দ্ধারণ।

কর্ণ। হে সৌবল!
মহাবুদ্ধিমান!
পাণ্ডবের আতঙ্ক হইতে
মহারাজে কি উপায়ে করিবে নিস্তার
উপায় নির্ণয় কর তার।
জ্ঞাতি বিদ্রোহের এ বিপত্তিকালে
কৌরবের সহায় সম্পদ
তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নাহি আর;
অতএব কর স্থির পাণ্ডব বধিতে।

শকুনি ।　　অঙ্গরাজ কর্ণ মতিমান !
দুর্য্যোধনে ভ্রাতা সহ সুখী করিবারে
পাণ্ডব-উচ্ছেদ-যুক্তি করি নিরন্তর
নিরালায় বসি' এই উর্ব্বর মস্তিষ্কে ।
বহু চিন্তা, যুক্তি তর্ক গবেষণায়
করিয়াছি নিরূপণ অদ্ভুত কৌশল
শকুনির সে কূট মন্ত্রণা
কিছুতেই ব্যর্থ নাহি হবে ।
যদি অঙ্গরাজ নাহি দেন বাধা,
যদি দুর্য্যোধন হয় সুসম্মত,
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি
নাহি করে যদি পাণ্ডবে সাহায্য,
তবে অব্যর্থ অকাট্য মম মন্ত্রণায়
মরিবে পাণ্ডবগণ ।　কেহ না জানিবে,
নিমিত্তের হেতু কেহ না হইবে ;
এমন কৌশলে বৈরী বিনাশ বিধেয় ।

দুর্য্যোধন ।　বল মামা, কিবা সে কৌশল ?
যা' বলিবে তুমি হিতার্থে আমার
বধিবারে পাণ্ডব দুর্জ্জনে
সেই যুক্তি মম অভিপ্রেত—
অবশ্য তা' করিব পালন ।

দুঃশাসন ।　ওগো মামা !　চিন্তা কিবা তবে ?
নিশ্চিন্তে এই নিভৃতে
বিরল মন্ত্রণা যাহা

নির্দ্ধারিত হইয়াছে তব বুদ্ধিবলে
অকপটে তাহা এবে করহ প্রকাশ।

কর্ণ। সুবল-নন্দন! বল ত্বরা করি
কিবা স্থির করিয়াছ পাণ্ডবে বধিতে?

দুর্য্যোধন। মাতুল গো! তোমার আশ্বাস বাণী
শুনিবার তরে মম প্রাণ
সততই আছে উৎকণ্ঠিত ;
মন্তব্য প্রকাশিবে যাহা
অবশ্যই পালিব যতনে।

শকুনি। শোন বৎস দুর্য্যোধন! সুযুক্তি সুন্দর
যে উপায়ে যাবে তব পাণ্ডব—আশঙ্কা।
বারণানগরে শিবরাত্রি দিনে
শৈব মেলা উপলক্ষে
পাণ্ডবেরে দাও পাঠাইয়া তথা
উৎসব করিতে দর্শন।
সেই স্থানে গৃহমধ্যে নিশীথ সময়ে
নিদ্রিতাবস্থায় মাতা সহ পঞ্চ জনে
জতুগৃহে অগ্নিদানে করহ বিদগ্ধ।

দুর্য্যোধন। কেমনে তা' হইবে মাতুল?
পারে যদি এ রহস্য জানিতে পাণ্ডব
তাহ'লে যে সকলের দুর্নাম রটিবে?

শকুনি। কোন চিন্তা নাই দুর্য্যোধন!
কেহ নাহি পারিবে জানিতে
কোনরূপে কোন কথা ঘুণাক্ষরে কভু।

অন্ধরাজে সম্মত করিয়া
পাণ্ডবে বারণাবতে করহ প্রেরণ।
তার পূর্ব্বে যে কোন চতুর মন্ত্রী
অগ্রণী হইয়া তথা
জতুগৃহ করুক্ নির্ম্মাণ।
সেই গৃহে পাণ্ডবেরে স্থান দান কর,
উৎসব সময়ে বসতি কারণ।
তার পর সুযোগ বুঝিয়া
বহ্নিদানে বধিবে অরাতি তব।

দুর্য্যোধন। প্রকাশিয়া বল গো মাতুল!
কিরূপে সে জতুগৃহ
হইবে নির্ম্মিত?

শকুনি। শণ, সর্জ্জ, বংশখণ্ড দ্বারা
বিরচিত হবে জতুগৃহ।
তৈলাক্ত পদার্থ সহ ধূনা মিশাইয়া
গৃহগাত্র গৃহমাঝ করাও প্রস্তুত।
বাহ্য দৃশ্য দেখি সে গৃহের
কেহ যেন না পারে বুঝিতে
দাহ্যমান বস্তু উপাদানে
বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহা।
ঘৃত, তৈল, বসা আদি দ্বারা
প্রলেপ প্রদান কর সে গৃহের।
নিরাপদ বাসস্থান করি অনুমান
পাণ্ডবেরা নিরাতঙ্কে নিদ্রিত হইলে

অগ্নি দিয়া ভস্ম কর সেই জতুগৃহ,
তার সনে ভস্মীভূত হইবে পাণ্ডব।

শকুনি। এ মন্ত্রণা উত্তম তোমার,
কিন্তু মামা, কেবা যাবে তথা অগ্রে
অপূর্ব্ব কৌশলে গৃহ করিতে নির্ম্মাণ ?

পুরোচন। কুরুপতি! পেলে তব অনুমতি
আমি যেতে পারি অগ্রে বারণানগরে
পাণ্ডবের মৃত্যুগৃহ প্রস্তুত করিতে।
মনে আছে মম বহুদিন হ'তে
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ।
দুরাধর্ষ পাণ্ডুরাজ মম পিতৃরাজ্য
খস দেশ অধিকার কালে
নিহত করিল মোর পূজ্য পিতৃদেবে
বাঁধিয়া আনিল মোরে হস্তিনানগরে।
তার প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
ক'রেছি মনন, যাব বারণানগরে
জতুগৃহ করিতে নির্ম্মাণ।

দুর্য্যোধন। পার যদি পুরোচন এ কার্য্য সাধিতে
তবে ত্বরা করি তথা করহ গমন
নির্ম্মাণ করিতে সেই কূট জতুগৃহ।

শকুনি। আরো শোন—সঙ্কেত আমার
এক বর্ষ পাণ্ডবেরা করিবে বসতি তথা,
আপ্যায়িতে—শিষ্ট ব্যবহারে
বিমুগ্ধ করিতে হবে সরল পাণ্ডবে,

পুনঃ শিবচতুর্দ্দশী দিনে
রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে,
সেই গৃহে অগ্নিদান করিবে ধীমান্ !
পার যদি এ কার্য্য সাধিতে
পার যদি দুর্য্যোধনে শত্রুভয় হ'তে
কোনরূপে বিমুক্ত করিতে
পুরস্কার পাবে আশাতীত।
যাও তবে ত্বরা, ক'রো না বিলম্ব আর।

পুরোচন। রাজ-আজ্ঞা, প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর,
এই চলিলাম্ আমি বারণানগরে
জতুগৃহে তব বৈরী করিয়া বিনাশ
হাস্যমুখে আসিব ফিরিয়া।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। এস, সখা! এস গো মাতুল !
যুক্তি করি পিতার সহিত
পাঠাইব পাণ্ডবে সেথায়।
এতদিনে বুঝিলাম—
আশা হ'ল মনে এতদিনে
শত্রুভয়ে পাব অব্যাহতি।
পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে
শান্তি সুখে না পারিব রাজত্ব করিতে।
এই সূত্রে যদি অরি পারি বধিবারে

তবে এই দুর্য্যোধন অখণ্ড প্রতাপে
ধরণীর একচ্ছত্র হবে অধীশ্বর।
আর চিন্তা করে না কৌরব
সৌবল মাতুলে এবে পেয়েছি সহায়।
কি ছার সে পাণ্ডব নিচয়
প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুদ্র তৃণ সম
ভেসে যাবে পাণ্ডবেরা কালের প্রবাহে।
এস সবে হইগে প্রস্তুত
নিঃশত্রু হইয়া রাজ্য করিতে শাসন। (গমনোদ্যত)

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— গীত

তোদের আশার মুখে পড়্বে ছাই।
অতি দর্প ভাল নয় ভাই
তাও কি কোথাও শোন নাই।

দুর্য্যোধন। কে তুমি হেথায় এলে অলক্ষিতে
জান এটা মন্ত্রণা আগার
অপরের প্রবেশ নিষেধ ?

ভাবানন্দের— (পূর্ব্ব গীতাংশ)

এখানে আসিয়া সবে,
মন্ত্রণা করিছ ভেবে
কি উপায়ে পাণ্ডবে করিবে নিধন—
রাখা মারা যার হাত ভাই
তার কাছে পক্ষপাত নাই।

দুর্য্যোধন। বোধ হয় পাণ্ডবের গুপ্তচর তুমি ?
দূর হও—দূর হও—

ভাবানন্দের— (গীতাবশেষ)

আমি নই কারু গুপ্তচর,
ধর্ম্মের প্রিয় অনুচর,
ভ্রমণ করি এই চরাচর
যথন যেথা হয় মনন—
নিরপরাধ দণ্ড পাবে
সেই দুঃখে ম'রে যাই।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। ছদ্মবেশী কে এ পাগল ?

দুঃশাসন। পাণ্ডবের গুপ্তচর সম্ভব !

কর্ণ। যে হয় অন্বেষণ কর—ধর—বন্দী কর।

দুর্য্যোধন। শত্রুকে প্রশ্রয় দান অবিধি। সে বোধ হয় আমাদের এই সব মন্ত্রণা শুনে থাক্‌বে। তাকে পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য। এস সকলে, তাকে বন্দী করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর।

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। নারায়ণ! বিশ্বপাতা! তোমার ইচ্ছায় পরিচালিত পুত্তলিকা আমি। যা' করাবে তাই কর্‌ব, যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাব—যে পথে চালাবে, সেই পথেই চল্‌ব। আমার প্রিয়তম তোমাগত প্রাণ পাণ্ডবগণ কৌরবের অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে পথের ভিখারী। দেবী কুন্তী রাজরাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী। হা ধনলুব্ধ দুর্য্যোধন! তোর মন এত কলুষিত? পাণ্ডবেরা নিরীহ ব'লে, তোমার জ্ঞাতি ব'লে কি তাদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর্‌ছ? কেন? জ্ঞাতি হ'লেই কি সে শত্রু পদবাচ্য হবে—এ কথা তোমাকে কে বোঝালে? যাদের প্রেমে প্রেমের ধন পরমেশ্বর বাঁধা, তাদের অনিষ্ট সাধা কেবল নিজের বিপদ বাধা টেনে আন্‌বার জন্য। কথায় বলে রাখে কৃষ্ণ মারে কে—আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে? দুর্য্যোধন! পাণ্ডবের সঙ্গে বৈরতা সাধন সঙ্কল্প ভুলে যাও, নৈলে ভবিষ্যতে তোমার পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হ'য়ে দাঁড়াবে। নিরীহ পীড়ন কর্‌বে তুমি বলবান ব'লে, কিন্তু বলবানকে দমন কর্‌বার জন্য যে, ভগবান বিদ্যমান; অহং মদে মুগ্ধ হ'য়ে তা' কি বিস্মৃত হ'য়েছ? হা মদান্ধ! অমন শান্ত, শিষ্ট, ধার্ম্মিক, বিনয়ী পাণ্ডু-পুত্রগণের প্রতি তোমার এ জাতক্রোধ কেন? হায় জগদীশ্বর! এ তোমার কি লীলা, প্রভু? ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। তবে নিবেদন—আমার প্রাণাধিক প্রিয় পাণ্ডবগণের যেন কোন বিপদ্

না ঘটে? আর হে মধুসূদন! পাণ্ডবের এই মনোবেদন দূর ক'রে তাদের নিরাপদ কুশলে রেখো—আমার এইমাত্র মিনতি।

ব্রাহ্মণ বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, তুমি এখানে কি ভাব্‌ছ গা?

বিদুর। বালক! কে তুমি? নব-নীরদ-বিনিন্দিত-নীলেন্দিবর কান্তি সৌম্য সুশান্ত মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়-তেজোপুঞ্জ বপুধারী অপরূপ লাবণ্য মণ্ডিত তুমি কে?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, আমি গরীব বামুনের ছেলে—ভিক্ষা ক'রে বেড়াই; তোমার কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছি গো!

বিদুর। বালক! আমি যে নিজেই ভিক্ষুক, ভিক্ষুক কি কখন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে? তুমি কোন ধনীর বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা করগে বালক!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ—যে ভিক্ষুক, সে তার সমব্যবসায়ীর দুঃখ দেখে ভিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধনী যারা তারা ধনমদে মত্ত হ'য়ে মনে ভাবে—ভিক্ষা একটা ব্যবসা। তারা—ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, ভিক্ষুক দেখ্‌লে বিদ্রূপ ক'রে তাড়িয়ে দেয়। তাই আমি ধনীর দ্বারে ভিক্ষা না ক'রে দীনের দুয়ারে ভিক্ষা করি।

বিদুর। বালক! তুমি কি কখন কোন ধনীর দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা পাও নাই নাকি?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, একদিন কুরুরাজ দুর্য্যোধনের কাছে ভিক্ষায় গিয়ে ফিরে আস্‌ছি, এমন সময় পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ আমায় ডেকে ভিক্ষা দিলেন। তাই জান্‌লুম সেই দিন যে, ধনীর প্রাণে দয়া মায়া নাই; তাদের মন কেবল বিষয় সম্পদ ভোগের [illegible] উন্মত্ত—তারা

মনুষ্যত্বহীন। আর যারা কাঙ্গাল—ভিক্ষুক, তাদের হৃদয় উদার—মহৎ—দয়ামায়ার আকর। তাই আমি ধনী ছেড়ে দীনের দুয়ারে ভিখারী।

বিদুর। আমার কি আছে বালক? আমি তোমায় কি ভিক্ষা দোব?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার যা' আছে, তাই দেবে; আর তুমি যা' দেবে তাই আমি সাদরে গ্রহণ করব।

বিদুর। বালক! তুমি কে? তোমার নাম কি?

শ্রীকৃষ্ণের— গীত

আমায় যে যা ব'লে ডাকে,
আমি তার কাছেতে তাই।
কত জনে কয় কত নাম
আমার নামের সংখ্যা নাই॥

বিদুর। বালক! তুমি কোথা থাক?

(পূর্ব্ব গীতাংশ)

আমি থাকি সকল স্থানে,
সবার কাছে আপন জ্ঞানে,
আমায় ভালবাসে যে যেখানে,
তার কাছে সেথা ছুটে যাই॥

বিদুর। আমি যদি তোমায় ভালবাসি, তাহ'লে তুমি আমার কাছে থাক্‌বে?

(গীতাবশেষ)

ভালবেসে খেতে দিলে,
থাক্‌ব সদা তোমার কোলে,
আপদ্ বিপদ্ সাম্‌নে এলে
আমি তাতে না ডরাই—
আপন জনে কায় মনে
সকল দায়ে আমি তরাই॥

বিদুর। পদ্মা! পদ্মা! ঘরে কিছু আছে কি? আজ আবার এক বালক অতিথি এসে ভিক্ষা চায় যে! এক দিন নন্দবালক আমার ঘরে অতিথি হ'য়ে ক্ষুদ খেয়ে তৃপ্তিলাভ ক'রেছেন, আজ এই নবীন ভিক্ষুক বালকের তৃপ্তি সাধনোপযোগী কিছু থাকে তো নিয়ে এস।

ফল লইয়া পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। নাথ! ঘরে আর কিছু ছিল না, মাত্র এই দু'টী ফল ছিল, তাই এনেছি।

বিদুর। প্রিয়ে! ঐ ফল দু'টীই এই বালককে ভিক্ষা দাও।

পদ্মা। নাথ! এ বালক তো সামান্য বালক নয়, এ যে সেই নন্দবালকের অনুরূপ বালক, একে ফল দিতে হবে? এমন কর্ম্মফল আমাদের কি ছিল যে, এই বালককে ফল দিতে পার্‌ব?

বিদুর। প্রিয়ে! যদি দান কর্‌তে হয়, তবে ফলদান করাই উচিত। ফলদানের তুল্য পুণ্য জগতে আর নাই।

পদ্মা। তবে এই ফল দু'টী আমি এই বালককে দান করি। ওগো নবীন বালক! আমি তোমায় ফল দিলে তুমি একবার আমার কোলে আস্‌বে কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা যদি ঐ দু'টী ফলই আমাকে দাও, তাহ'লে আমি তোমাদের দু'জনেরই কোলে যাব।

পদ্মা। তবে এই ফল নিয়ে আমাদের কোলে এস। (ফল দিয়া কোলে লইলেন) আঃ মরি! কে তুমি? তুমিই তো সেই! যে একদিন এমনিভাবে এসে আমার কাছে ক্ষুদ খেয়েছিল, তুমিই তো সেই! আজ ফল নিতে এসেছ তুমি দয়াল ভগবান্? নাথ! একবার কোলে নিয়ে দেখুন—সত্য কি না?

বিদুর। কৈ দেখি! (কোলে লইলেন) তাইতো পদ্মা! এতো সেই দয়াল পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণচন্দ্রই বটেন! ছদ্মবেশে দাসের সঙ্গে ছলনা করতে এসেছ, প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, ছলনা করিনি গো, ছলনা করিনি। একটা বিপদের ভয়ে এই রকম ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিদুর। বিপদ! কার বিপদ, প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। বিপদ ভক্তের—ভক্তাধীন আমি, ভক্তের বিপদুদ্ধার করতে এই বেশে এখানে এসেছি।

বিদুর। দয়াময়! কোথায় কোন্ ভক্ত তোমার কি বিপদে প'ড়েছে?

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা আমার প্রিয়ভক্ত, তারাই সম্প্রতি জ্ঞাতিশত্রুর চক্রান্তে প'ড়ে বিপদাপন্ন।

বিদুর। সে কি! ব্যাপার কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যাপার কি দাঁড়ায়, তাই জান্‌বার জন্য তোমার কাছে এসেছি। শীঘ্র রাজসভায় গিয়ে জেনে এস পাণ্ডবেরা কি বিপদে প'ড়েছে। আর এক কথা—তুমি যে সেখানে থেকে তাদের মন্ত্রণা শুন্‌বে, তা' যেন কৌরবেরা কেউ জান্‌তে না পারে।

বিদুর। আচ্ছা, তাই হবে—আমি চল্লেম। পদ্মা! প্রভুর সেবা নিয়ে সসম্মানে সমাদর করগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। দয়াময়! দয়া ক'রে দাসীর কুটীরে চল।

শ্রীকৃষ্ণ। না, আমার এখন যাবার সময় নাই। তুমি গৃহে যাও, আমায় যে তোমরা ফল দিয়েছ, এর প্রতিফলে তোমাদের সুফল দান কর্‌তে হবে; যাই, তার আয়োজন করিগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। ছার অর্থের কি মোহিনী শক্তি! আত্মীয় অনাত্মীয় হয়, পুত্র মিত্র ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্র অর্থলোভে স্বার্থপর হ'য়ে ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব নিতে চায়! অর্থের কুহকে প'ড়ে দুর্য্যোধন যেমন লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে তাদের নির্য্যাতিত কর্‌ছে, তার পরিণামে পরমেশ্বর কথনই তার মঙ্গল কর্‌বেন না। ন্যায্য প্রাপ্য যার—তাকে একেবারে বঞ্চিত ক'রে যে সর্ব্বস্বাপহরণ কর্‌তে পারে, সে ঘোর বিশ্বাস-ঘাতক—তার সংশ্রব বর্জ্জনীয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির তো তাও সহ্য কর্‌ছে—তবু তো দুর্য্যোধন তৃপ্ত নয়? আহা, বাছারা আমার রাজার কুমার হ'য়ে ভিখারীর মত সংসারে কাল কাটাচ্ছে। এত অধর্ম্ম—এমন অন্যায়—এরূপ দুর্ব্বল-পীড়ন ধর্ম্মাধার হরি কথনই সহ্য কর্‌বেন না। দুর্য্যোধন! পাণ্ডবের নিধন সাধন ক'রে ধন গ্রহণে যেমন অভিলাষ কর্‌ছ, তার ফলে নিশ্চয় তুমি পাণ্ডব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হবে। তোমার মত কুলাঙ্গার কুপুত্র হ'তে বিশাল কৌরবকুল রক্ষকুলের মত নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে। এ কালের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য। যা' হবার তা' হবেই হবে। যাই,

আমি আর ভেবে কি কর্‌ব। যার ভাবনা—সেই ভগবানই ভক্তের সহায়।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— : গীত

হায়, কে রোধিতে পারে কালের গতি।
যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল, কাঁটায় কাঁটায় বিধির রীতি॥
আগুনে হাত দিলে পুড়িবে নিশ্চয়,
অহং মত্ত ধর্ম্মহীন যে, সেই তো দুরাশয়,
পাপে তার আয়ুক্ষয়—ধনক্ষয়—পুত্রক্ষয়
কর্ম্মফলে যার যা' হয়, কে পায় তার অব্যাহতি॥
পাণ্ডবের হিংসা ক'রে পাপ দুর্য্যোধন,
কালের বশে হবে শেষে অকালে নিধন,
কোথা রবে রাজ্য ধন, অভিমান মনোবেদন,
কর্ম্মের কর্ত্তা মধুসূদন, সকল কর্ম্মে করেন স্থিতি॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। বলি, শকুনি! যা' বল্‌লে—তা' পার্‌বে তো?

শকুনি। আজ্ঞে, তা' পার্‌ব বৈকি। যদি না পার্‌ব তবে সে কথা তুল্‌ব কেন? আপনার কোন চিন্তা নাই, মাত্র অনুমতি দিয়ে তাদের বারণানগরে পাঠিয়ে দেন।

ধৃতরাষ্ট্র। এখানে কে আছ হে?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। কি আদেশ, মহারাজ?

ধৃতরাষ্ট্র। একবার আমার প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে এস—বিশেষ প্রয়োজন বিধায় কুরুনাথ তোমাদের সভায় আহ্বান কর্‌ছেন।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শকুনি। ও রকম খবর পাঠালে তারা আস্‌বে কি?

দুঃশাসন। আস্‌বে বৈকি, মামা! তারা অতি বোকা—যাকে সাধারণ কথায় সরল বলে। বৈষয়িক ব্যাপারে যারা সরল, তাদের মত বোকাকে ঠকিয়ে সর্ব্বস্ব নিলেও পাপ নাই। বাবাকে তারা যথেষ্ট ভক্তি করে, তারা ধর্ম্মভীরু। বাবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা গুরু আজ্ঞা

লঙ্ঘন মহাপাপ ব'লে তাদের ধারণা, সুতরাং নিশ্চয়ই আস্‌বে। এখন এক কাজ কর, পিতামহ ভীষ্মদেব—কি বিদুর কাকা অথবা সঞ্জয় সহসা যেন এসে না পড়ে সে দিকেব ব্যবস্থা কবলে ভাল হয়।

শকুনি। না বাবাজী, সে জন্য কোন ভাবনা নেই—এখন তাঁরা এদিকে কেউ আস্‌বে না।

ধৃতরাষ্ট্র। না এলেই মঙ্গল, তাঁরা আস্‌বার আগে এদিককার সব ঠিক্‌ঠাক ক'রে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাতে হবে ; নৈলে সব যুক্তি পণ্ড হ'য়ে যাবে।

দুর্য্যোধন। এখন তারা সভায় এসে উপস্থিত হ'লেই তো সব কাজের সুযোগ হয়।

কর্ণ। কুরুপতির প্রেরিত দূত যখন গেছে, তখন তারা আস্‌বেই আস্‌বে।

শকুনি। তাই আসুক্ না, তার পর কৌশল ক'রে সেখানে পাঠাবার ভার আমার। যে কোন প্রকারে তাদেব বারণানগরে পাঠিয়ে জতুগৃহে রেখে পুড়িয়ে মার্‌তেই হবে।

ধৃতরাষ্ট। ওহে শকুনি! তোমার এ মতলব পাকা মতলব। পাণ্ডবদিগে ঐরূপভাবে বধ না কব্‌লে আমার দুর্য্যোধন রাজ্যধন নিয়ে শান্তি পাবে না।

কর্ণ। সথাকে নিরাপদে রাজ্যধন ভোগ কর্‌তে দেবার জন্যই আমাদের এত আয়োজন। জতুগৃহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যও তাই।

অন্তরালে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। কি বল্‌ছে সব? জতুগৃহ জতুগৃহ ব'লে কি বল্‌ছে নয়? তবে কি পাণ্ডবদের প্রাণান্তক জতুগৃহ নির্ম্মাণ কর্‌বে তারই মন্ত্রণা কর্‌ছে

না কি? ওঃ দুর্য্যোধন! তুমি কি? তোমার সুহৃদ সুতপুত্র কর্ণই বা কি? তোমার জন্মান্ধ পিতাই বা কেমন? ঈশ্বর তাঁর চক্ষুও দেন নাই, আবার জ্ঞানচক্ষুও দেন নাই? তা' না হ'লে নিরাশ্রয় পঞ্চকুমারের প্রতি এমন অত্যাচার করতে প্রাণ বিদীর্ণ হ'ত। জন্মান্ধ যদি জ্ঞানান্ধ হয়, তবে তার এমনি দুষ্টবুদ্ধিই ঘটে থাকে। যাই হোক্— আরও কি বলে গোপনে দাঁড়িয়ে সব শোনা যাক্। (তথাকরণ)

ধৃতরাষ্ট্র। কৈ—পাণ্ডবেরা এসেছে কি?

শকুনি। আর আস্‌বার সময় হ'য়েছে—এল ব'লে। এক কাজ কর সকলে, বারণাবতের কথা পাড়। সেখানকার শিব নাকি সাক্ষাৎ জাগ্রত হ'য়ে সকলকে বর দিয়ে থাকেন। সেখানে নাকি পাতাল হ'তে ভোগবতীর জল উঠে আপনিই শিবের মাথায় পতিত হয়।

দুঃশাসন। এ সময়—এই মেলা উপলক্ষে সেখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়।

কর্ণ। শিব মন্দিরে আপনিই নাকি ঘণ্টাধ্বনি হয়—কাউকে বাজাতে হয় না—এমনি জাগ্রত সে শিব।

শকুনি। ঐ যে যুধিষ্ঠির বাবাজী ভ্রাতৃগণ সহ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। এস—এস বাবারা সব, এস।

ধৃতরাষ্ট্র। কৈ—কৈ, আমার নয়নতারা পাণ্ডুর বংশধর পঞ্চপাণ্ডব আমার কৈ?

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। এই যে জ্যেষ্ঠতাত! আপনার চিরানুগত—চির আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ আপনার চরণপ্রান্তে প্রণতঃ হ'চ্ছে।

(সকলের ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম)

ধৃতরাষ্ট্র। বেঁচে থাক বাপ সব! বেঁচে থাক—দীর্ঘজীবি হও—আমার পাণ্ডুর নাম বজায় থাক্।

কর্ণ। তার পর মামা, তার পর?

শকুনি। তার পর আর কি, বাবা? মোটের উপর পৃথিবীর মধ্যে সেই বারণাবত শিবলোক তুল্য ভূকৈলাস বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে গিয়ে শিব দর্শন করলে মানবের মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ জনপ্রবাদ শোনা যায়।

দুর্য্যোধন। পিতা! আমরা সকলে সে মেলা দেখ্‌তে চাই।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বাবা! অমনধারা হাঁপালে কি চলে? যদি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ যান্, তবে তোমাদের আর যাওয়া হবে না। কেন না, তোমাদের সঙ্গে ওদের মনের মিল হবে না—সেখানে গিয়ে যদি কোন বাদ বিসম্বাদ ঘটে সেই ভয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে বাছাদের তফাৎ ক'রে রাখ্‌তে চাই। তা' ছাড়া সেই বারণাবত আমাদের এই হস্তিনা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণাধিক পাণ্ডু সে দেশ শাসন করত, তার অবর্ত্তমানে সেখানে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যাওয়াই উচিত। তোমাদের সেখানে যাওয়া না যাওয়ায় কিছু আসে যায় না।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাতঃ! ধরায় এমন পুণ্যময় স্থান কোথা?

ধৃতরাষ্ট্র। বারণাবত নগরে। সেখানে শিবরাত্রিতে যে মেলা হয়, সেই মেলায় নাকি অনেক সাধু সমাবেশ হ'য়ে থাকে, সেই সময় সে স্থান শিবলোক তুল্য হয়।

যুধিষ্ঠির। এমন স্থান দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়, জ্যেষ্ঠতাত!

ধৃতরাষ্ট্র। ইচ্ছা হয়—যাও। আমিও তো সেই কথাই বল্‌তে তোমাদের ডেকে পাঠালাম। তোমার যাওয়াই তো দরকার। যাও—ভাইগুলিকে সঙ্গে নিয়ে মেলা দেখে এসগে। যদি সেখানে গিয়ে

আহারাদির কষ্ট হয়, তবে তোমাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। ওহে শকুনি! যুধিষ্ঠির বাবাজী আমার মেলা দেখ্‌তে যেতে চায়, তুমি এদের জন্য যান বাহনাদির বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আর দুর্য্যোধন যাতে সেখানে এক বৎসরের জন্য যেতে না পায়, তার ব্যবস্থাও করবে। কেন না—সে আমার বাছাদের বড় হিংসা ক'রে থাকে—সে আমার পুত্র হ'লেও—তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। সেখানে গিয়ে কিছু হ'লে আমি বিপদে পড়্‌ব।

ভীম। (স্বগত) অন্ধরাজের মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে নাকি?

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির!
নিরুত্তর কেন প্রাণাধিক?
যাও যদি বারণানগরে
শিব-মেলা করিতে দর্শন,
যেতে পার স্বচ্ছন্দে সকলে।
দিনু অনুমতি—ভ্রাতা—মাতা সনে
ত্বরা যাও বারণানগরে।

যুধিষ্ঠির। (স্বগত) একি! একবার মাত্র
কহিলাম—যাব মোরা বারণানগরে,
শুনি তাহা জ্যেষ্ঠতাত মোর
পুনঃ পুনঃ কেন এত করে অনুরোধ?
বুঝিতে পারি না কিছু রহস্য ইহার?
কিবা জানি কি উদ্দেশ্য কাহার!

ধৃতরাষ্ট্র। ও কি যুধিষ্ঠির!
কেন নাহি কহ কোন কথা প্রাণাধিক?

যাবে কি না যাবে তথা বলহ ত্বরায় ?
নাহি যেতে চাও কেঁহই তোমরা
বাধ্য হ'য়ে পাঠাইতে হবে দুর্য্যোধনে,
তথাকার কর সংগ্রহিতে।
তোমার পিতার রাজ্য বারণানগর
তাই তোমাদের যেতে করি অনুরোধ
কার্য্য তাহে সহজে সুসিদ্ধ হবে বলি।
বিশেষতঃ আমি পূজ্য তোমাদের
আমার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য সবার।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত! পূজনীয় তুমি আমাদের
মোরা তব পদাশ্রিত অনুগত,
চিরদাস এই পাণ্ডব তোমার,
পারে কি তোমার আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন ?
ক্ষণকাল করহ অপেক্ষা
জানি অগ্রে ভ্রাতাদের অভিমত কিবা
তার পর দানিব উত্তর।

শকুনি। আচ্ছা—আচ্ছা, তা' জেনে নাও—জেনে নাও।

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতঃ ভীমসেন!
জ্যেষ্ঠতাত দেন আজ্ঞা সবাকারে
বারণানগরে গমনের তরে
শিব-মেলা করিতে দর্শন
আর রাজকর সংগ্রহ করিতে,
কহ কিবা তব অভিপ্রায় ?
অকপটে করহ প্রকাশ বৃকোদর!

ভীম। দাদা! চিরবাধ্য মোরা যে তোমার,
তুমি যাহা করিবে আদেশ
সদাসদ্ বিবেচনা নাহি করি তার
নির্ব্বিরোধে যাব তব সনে
যথা তুমি করিবে গমন।

যুধিষ্ঠির। প্রাণাধিক ধনঞ্জয়! কহ সত্য করি
কিবা তব মনোভাব, ভাই?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ করিবেন যাহা
সে বিষয়ে নিরাপত্ত আমি।

যুধিষ্ঠির। স্নেহাধার প্রিয়তম
প্রাণাধিক নকুল! প্রিয় সহদেব!
তোমাদের কিবা মত, ভ্রাতঃ?

নকুল ও সহদেবের— গীত

মোরা যে ধর্ম্মের চরণ তলে দাদা,
দিয়াছি সকল স'পিয়া।
আছি তব মুখ চাহিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া
আদেশ পালিতে র'য়েছি দাঁড়াইয়া॥
তুমি যা' বলিবে তাহাই করিব,
মরিতে বল যদি তখুনি মরিব,
অগ্রজ পদরজঃ মস্তকে ধরিব
রহিব ধর্ম্মের আশ্রয় ধরিয়া॥

বাল্যকাল হ'তে ধর্ম্মের অনুগত,
ধর্ম্ম-আজ্ঞা মোরা পালিব অবিরত,
ধর্ম্মাশ্রিত মোরা তব শরণাগত
সংসারে আছি তব করুণা পাইয়া ॥

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির! কি কহিল ভ্রাতৃগণ তব?

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত! সম্মত সকলে তারা
তব আজ্ঞামত করিতে গমন
মম সনে বারণানগরে।

ধৃতরাষ্ট্র। তবে আর বিলম্বের কিবা প্রয়োজন?
সঙ্গে ল'য়ে মাতা আর ভ্রাতাগণে
দেখে এস শিবরাত্রি মেলা—
ভূতলে অতুল স্থান বারণানগর।

যুধিষ্ঠির। প্রণমিয়া চরণে তোমার
বিদায় হ'তেছে আজি এ পঞ্চ পাণ্ডব।
এস ভাই সব!

(গমন)

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। বৎস যুধিষ্ঠির! হেন অসময়ে
কোথা যাও ভ্রাতৃগণ সনে?

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত দিলেন আদেশ
বারণানগরে শিব-মেলা করিতে দর্শন।

বিদুর। আচ্ছা, যাও—কিন্তু খুব সাবধান!

মনে রেখো এক উপদেশ
স্বযোনি অন্তক সেই শীতলের রিপু
সাবধানে রক্ষা ক'রো তাহাতে স্ব বপু।

যুধিষ্ঠির। যথাদেশ খুল্লতাত!
প্রণমি চরণে। (প্রণাম)

বিদুর। কৃপাময় কমলাক্ষ্য
কুশলে রাখুন সবাকারে।

[পাণ্ডবদের প্রস্থান।

যাই আমি বিপদের বার্ত্তা ল'য়ে.
দেখি যদি বৎসগণে পারি উদ্ধারিতে।

[প্রস্থান।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্র! কোথা গেল পাণ্ডব সকলে?

ধৃতরাষ্ট্র। কে? জ্যেষ্ঠতাতঃ! প্রণমি চরণে। (প্রণাম)
বৎস যুধিষ্ঠির মনে ক'রেছিল সাধ
ভ্রাতৃগণ সনে যেতে বারণানগরে
শিব-মেলা করিতে দর্শন।
কৈ হে শকুনি! ল'য়ে চল মোরে
পাঠাইতে হবে সবাকারে
উপযুক্ত যান বাহনাদি দিয়া
আয়োজন করি চল গিয়া।

[ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীষ্ম। কিছু না বুঝিতে পারি অন্ধের চাতুরী !
কূটবুদ্ধি কুরুগণ পাণ্ডব বিরুদ্ধে
করিয়াছে কি কোন কৌশল সৃজন ?
ভাব দেখি সবাকার হ'তেছে সংশয় !
যাই হোক্ এ বিষয়ে রবনা নিশ্চিন্ত
বিদুরের সনে সাক্ষাৎ করিয়া
গুপ্ত তথ্য জানিবারে হইগে সচেষ্ট।
ভগবান ! বিশ্বস্রষ্টা নারায়ণ !
অনাথের নাথ তুমি পাণ্ডব-বান্ধব !
পাণ্ডবের রক্ষাভার তোমার উপর
মোরা সব উপলক্ষ মাত্র।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— গীত

স্বার্থ সাধন তরে মানব নিকরে
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাহি মানে।
অর্থ আহরণে, অনর্থ সাধনে
লক্ষ্য নাহি করে ভগবানে ॥
ভুঞ্জিতে নিরাপদে সম্পদ রাজ্যধন,
ছলে চলে সদা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন,
ধার্ম্মিকে কৌশলে করিতে নিধন,
জতুগৃহ দাহ করিবে খলগণে ॥

ধর্ম্মাশ্রিত জনে সদয় ঈশ্বর,
কেবা এ জগতে আছে অবিনশ্বর,
নশ্বর জীবনে কেন নর স্বার্থপর,
বদ্ধ থাকি জনম মরণ বন্ধনে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বারণানগর।

গীতকণ্ঠে সূত্রধরগণের প্রবেশ।

সূত্রধরগণের— **নৃত্য-গীত**

বাহবা কি মজা—কি মজা
আমাদের ফিরছে বরাত।
তাড়াতাড়ি জৌঘর বানাব
পাব লাখ টাকায় এক রাত॥
হস্তিনার যে অন্ধরাজা,
আমরা সবাই তাঁরই প্রজা
খাজনা দিব গড় করিব প্রসাদ খাব ক'রে মজা—
তাঁর হুকুমে ঘর গড়িব দেখাব এক হাত॥
রাজার মন্ত্রী পুরোচন,
বলেছেন সত্য বচন,
জৌঘর বানাতে হবে দিয়ে ধূপ ধুনা আর শণ—
আগুন লাগ্‌লে জম্‌কে উঠ্‌বে পুড়ে হবে ভস্মসাৎ॥

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

হস্তিনা—খনকের বাটী।

খনকের প্রবেশ।

খনক। আর এমনধারা দিন কাটান দায় হ'য়ে উঠ্‌ল! কাজ কর্ম্ম তো একেবারেই বন্ধ—দু'টো পয়সাও উপায় উপার্জ্জন নেই—অথচ খেতে অতগুলো পেট। নিজে, গৃহিণী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে, একটা গরু, পাঁচটা ছাগল, দু'টা হাঁস, একটা ভুঁদো বেড়াল, একটা কাল কুকুর। তা' ছাড়া টিকটীকি, গিরগিটী, তেলাপোকা, ছারপোকা, পিঁপড়ে, ডেঙ্গে এদেরও খোরাক আছে, সেও বড় কম নয়। এ সব যোগাই কি ক'রে বাবা? খোঁড়াখুঁড়ীর কাজে আজকাল কেউ খরচ ক'রে খনক ডাকে না। ঘরে ঘরেই সব সেরে নেয়। আজকাল যে সে—যায় তার ব্যবসা ধ'রে আসল ব্যবসায়ীর ভাত বন্ধ ক'রে দিলে। এখন দিন-মজুরী ক'রে কায়-ক্লেশে কোন রকমে দিন কাটে। আজ আর কোন খুচ্‌রো কাজেরও ডাক্ ডোক্ নেই—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলাও তো হ'য়ে এল! তাই তো, কি করি? ভগবান্ কি আজ এতগুলি জীবকে কিছু মাপাবেন না নাকি? দোহাই ভগবান্! তুমিই ভরসা!

শশব্যস্তে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। (নেপথ্য হইতে) খনক! খনক! বাড়ীতে আছিস্?

খনক। কে ডাকে গো? এদিকে আসেন।

বিদুর। ওরে খনক! আমি রাজভ্রাতা বিদুর।

খনক। এঁ্যা! ছোট রাজা মুশাই! আসেন—আসেন—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বসেন—বসেন। ও দুনিয়ার মা! একখানা পিঁড়ে লিয়ে আয়, ছোট রাজা আস্‌ছেন।

বিদুর। না রে খনক! আমার বস্‌বার সময় নেই। একটা জরুরী কাজের জন্য তোর কাছে এসেছি। খনক রে! আজ আমি বড়ই বিপদাপন্ন হ'য়ে তোর শরণাপন্ন হ'তে এখানে এসেছি। তুই যদি আজ আমার একটা উপকার করিস্, তাহ'লে আমি এই বিপদে উদ্ধার হ'তে পারি!

খনক। ওগো ছোটরাজা মুশাই! তোমাদের উপকার পেয়ে—তোমাদের দয়ায় আমরা সব খেয়ে বেঁচে আছি, আর তোমাদের বিপদে উপকার কর্‌ব না? তোমরা যে রাজা—আর আমরা যে তোমাদের প্রজা গো! রাজার বিপদে প্রজা যদি উপকার না কর্‌বে, তাহ'লে কর্‌বে কে গো?

বিদুর। খনক! তোর রাজভক্তি দেখে আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি। কিন্তু যে কাজ কর্‌তে হবে, তা' অন্ধরাজের অগোচরে। তুই পার্‌বি কি তা' কর্‌তে?

খনক। ছোটরাজা মুশাই! ব্যাওড়াখানা কি খুলে বল দেখি, আগে শুনি?

বিদুর। ওরে, তা' তো বল্‌ব, এখন তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি—তুই সত্যি বল্‌বি তো?

খনক। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা' বল্‌ব; তুমি কি জিজ্ঞেস্ কর্‌বে কি?

বিদুর। তোকে আমি যা বল্‌ব, তা' কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বি না বল্?

খনক। না, কাউকে প্রকাশ কর্‌ব না।

বিদুর। বড় গোপন কথা—বল্‌তে বিশ্বাস হয় না; তুই আগে শপথ কর্, তবে বল্‌ব।

খনক। শপথ কর্‌ছি—তুমি রাজা সাম্‌নে—হাতে নিজের ব্যবসার যন্ত্র—আর আকাশে ঐ সূর্য্যিঠাকুর সাক্ষী, তুমি যা' বল্‌বে, সে কথা আমি কাউকে বল্‌ব না।

বিদুর। ওরে খনক! আমার মধ্যম দাদা পাণ্ডু মহারাজের ছেলেদিগে তুই জানিস্ তো?

খনক। ওগো, তাঁদিগে আবার জানি না কি গো? তাঁরা যে সবাই রাজার ছেলে—বড় রাজার ছেলেরা তাঁদের বড় হিংসে করে। কিন্তু তোমরা তো অমায়িক লোক গো!

বিদুর। তারা আজ বড়ই বিপন্ন। তাদের উদ্ধারের জন্যই আজ আমি তোর কাছে এসেছি—তোর সাহায্যপ্রার্থী হ'তে।

খনক। ছোটরাজা! তাদের কি বিপদ্ বল? প্রাণ দিয়েও উপকার কর্‌তে কাতর হব না; বল কি হ'য়েছে?

বিদুর। খনক রে! প্রাণ দিতে হবে না তোকে, মাত্র তাদের জন্য একটু পরিশ্রম ক'রে তোকে হাতের কাজ কর্‌তে হবে। তুই সুড়ঙ্গ কাট্‌তে পার্‌বি কি?

খনক। ওগো ছোটরাজা মুশাই! আমি যখন খনক জাত, তখন খনন কাজ সবই কর্‌তে পার্‌ব। তা' সুড়ঙ্গ কেন, দরকার হ'লে পুকুরও কাট্‌তে পার্‌ব।

বিদুর। তোকে একটা সুড়ঙ্গ কাট্‌তে যেতে হবে বারণানগরে।

খনক। সেখানে কেন?

বিদুর। ওরে খনক! তবে বলি শোন—অন্ধরাজ দুষ্ট মন্ত্রীদের কুমন্ত্রণায় আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চপাণ্ডবকে বারণাবতে

শিব-মেলা দর্শনের ছলে পাঠিয়েছে। সেখানে তাদের বসবাসের জন্য এক জতুগৃহ প্রস্তুত হ'য়েছে। পাপিষ্ঠগণ সঙ্কল্প ক'রেছে—ঘোর নিশীথে নিদ্রিতাবস্থায় তাদিকে আগুণে পুড়িয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত করবে, সেই পাপকার্য্য সম্পাদন করতে পাপমতি পুরোচন সেখানে অগ্রগামী হ'য়েছে।

খনক। বটে! এতদূর? তারপর—তারপর?

বিদুর। তাই তোর কাছে এসেছি—তোকে যেতে হবে সেই বারণানগরে। গঙ্গাতীর হ'তে অনায়াসে মনুষ্য গমনাগমন করতে পারে, এমনভাবে এক সুড়ঙ্গ খনন ক'রে জতুগৃহের ভিতর গিয়ে উঠ্‌তে হবে। আমি যুধিষ্ঠিরকে সঙ্কেতে সাবধান হ'তে ব'লে দিয়েছি—আর তুইও আমার নাম ক'রে বল্‌বি যে—তোমাদের বিদুর কাকার কথা মত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত ক'রে রেখেছি—যদি কখন অগ্নিভয় উপস্থিত হয়, তারা যেন সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

খনক। যে আজ্ঞে, তা' যাব—সুড়ঙ্গও খনন করব—তাঁদের খবরও দোব। কিন্তু—

বিদুর। এতে কোন কিন্তু করলে চল্‌বে না, খনক! তাহ'লে একটা ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন হবে—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হবে—দেশ শ্মশান ভূমে পরিণত হবে। এ কাজ তুই কর্—আমি তোকে প্রচুর ধন রত্ন দান করব।

খনক। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই বল্‌ছিলাম। আমি অতি গরীব, দিন আনি, দিন খাই। আমি যদি সুড়ঙ্গ কাট্‌তে সেখানে যাই, তাহ'লে কাজ সেরে ফির্‌তে মাসাধিক কাল লাগ্‌বে। তা' এই একমাস কাল আমার মাগ ছেলেরা খাবে কি?

বিদুর। সে ভার আমার—আমি তাদের খোরাক পাঠিয়ে দোব—আর এর পর যাবজ্জীবন তোদের ভরণ পোষণের ভার বহন করব।

খনক। যে আজ্ঞে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম ; আপনিও নির্ভাবনায় যান্ ; আমি দুনিয়ার মাকে সব ব'লে ক'য়ে এখনি সেখানে চ'লে যাচ্ছি।

বিদুর। এই দুইশত রৌপ্যমুদ্রা তোর স্ত্রীকে দিয়ে তুই যা'। (প্রদান) আমি নিশ্চিন্ত মনে চল্লাম—খুব সাবধান! যেন এ সম্বন্ধে কেউ কোন সন্ধান জানতে না পারে।

[প্রস্থান।

খনক। ওরে দুনিয়ার মা! এদিকে আয়—এ দিকে আয়। দেখে যা'—আজ আমরা কত টাকার মানুষ হ'য়েছি।

খনকীর প্রবেশ।

খনকী। (প্রবেশ পথ হইতে) কি রে মিন্‌সে! টাকার খেয়াল দেখ্‌ছিস্ বুঝি?

খনক। না রে পাগ্‌লী, না। এই দেখ্—জল্ জল্ করছে—রূপ-চাঁদ—চাকী—টাকা—মুদ্রা, এতে কি হয় জানিস্?

খনকী। এত টাকা পেলি? কে দিলে রে মিন্‌সে?

খনক। বরাতে ছিল, তাই পেয়েছি ; পরে বল্‌ব। এখন শোন্—এই টাকায় কি হয়।

খনকের— নৃত্য গীত

এই টাকার তরে নরে সব করতে পারে।
টাকার লোভে পুত্র হ'য়ে বাবার বুকে ছুরি মারে।
টাকায় এই জগতটা হয় বশ,
টাকার নেশায় বিষম মাদক রস,
টাকার লোভে আত্মীয় সব, চেয়ে থাকে হাঁ ক'রে।

টাকার তরে এ সংসারে ধর্ম্ম ছেড়েছে,
মা, বাপ্, ভাই, বোন্ সব ত্যজ্য ক'রেছে,
পরের টাকা পাবার নেশা যাদের ধ'রেছে
তারা প্রলোভনের ফাঁকি চালে
লুটছে রাহাজানী ক'রে ॥

খনকী। এত টাকা কি হবে ?

খনক। তোকে দিয়ে আমি বিদেশ যাব।

খনকী। ওগো ! ও কত টাকা গো !

খনক। দু'শ টাকা।

খনকী। সে ক' কুড়ি ক' টাকা গো ?

খনক। পাঁচ কুড়ীতে এক শ'—এ হ'চ্ছে দশ কুড়ি টাকা।

খনকী। ওহো-হো ! এত টাকা ? ওরে মিন্‌সে ! তবে তো তুই রাজা আর আমি রাণী রে !

খনক। ঠিক ব'লেছিস্ দুনিয়ার মা ! দেখ্—এই সংসারটা একটা রাজ্যি, এর যে কর্ত্তা সেই রাজা—আর যে গিন্নী সেই রাণী। এ রাজধানী আমাদের দেশের ঘরে ঘরেই আছে। তবে এদ্দিন যে অন্নকষ্ট ছিল, সেইটে ঘুচে গেল। এই টাকা দিয়ে তোর নামে কিছু জমি কিনিস্, তাহ'লেই এক রকম ক'রে ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে দিন কেটে যাবে। এখন আমায় বিদায় দে—আমি বিদেশে যাব—

উভয়ের— গীত

বিদায় দাও গো বিধুবদনী
আমার ঘরের ঘরণী আদরিণী।

খনকী—

ওগো যাও গো তবে এস গো গুণমণি
যত তাড়াতাড়ি পার, এসো ফিরি
মনে রেখো ঘরে আমি রইলাম একাকিনী ॥

খনক—

যে কাজের আছে ফরমাস,
সে কাজ সারতে লাগবে একটী মাস,
মাসান্তে ফিরিব ঘরে ওলো বিনোদিনী ।

খনকী—

আমি তোমার কেনা দাসী, তুমি আমার নয়নমণি ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বারাণাবনগর।

পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। হাঃ হাঃ হাঃ! এই চালেই কিস্তি মাৎ। এ যার তার চাল নয়—শকুনি মামার চাল! শকুনি মামার পাশার চাল যেমন পাকা, দাবার চালও তেমনি পাকা। মামার গাঁটে গাঁটে প্যাঁচাল মতলব। যে চাল চেলে বিপক্ষ রাজাকে কোন ঠাসা ক'রেছে, তাতে আর বাজি জিৎ না হ'য়ে যায় না। এ ব্যাপারে যদি কৃতকার্য্য হ'য়ে ফির্তে পারি, তবে মোটা পুরস্কার মিল্বে। এখন দেখা যাক্, আমার এই নসীবে কি আছে? পাণ্ডুরাজা আমার বাবাকে নিহত ক'রে আমাকে বেঁধে এনেছিল। তারই প্রতিশোধ নিতে আমি নিতান্ত নিরীহের মত কুরুকুলে প'ড়ে আছি। আমার পিতৃরাজ্য যেমন হস্তিনার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে, তেমনিধারা এই হস্তিনাকে এক দিনও যদি খস্‌রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কর্তে পারি, তার জন্য এই অপূর্ব্ব সুযোগ পেয়েছি। যদি পঞ্চপাণ্ডবকে মাতার সহিত এই জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ ক'রে ভস্মীভূত কর্তে পারি, তবে দুর্য্যোধনকে বঞ্চনা কর্তে বেশী সময় লাগ্‌বে না। দেখা যাক্—যদি আবার রাজ্যলাভ আমার ভাগ্যে থাকে? রাজ্য সুখটা যদি ফিরে পাই, সেই আশায় অন্যায় হ'লেও এ কাজে প্রবৃত্ত হ'য়েছি। স্বার্থ বড় ভয়ানক

জিনিষ! সেই স্বার্থ সাধনের জন্য আজ পাণ্ডব নিধনের সঙ্কল্প নিয়ে এখানে এসেছি; দেখি, স্বার্থসিদ্ধি হয় কি না?

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— গীত

স্বার্থ আর অর্থ চেয়ে, পরমার্থের মূল্য বেশী
সেই কথা ভুলে অতি লুব্ধ যেই দুরাশয়।
লোভে পাপ তার, পাপে মৃত্যু ঘটে ;
তাই বলি অতি লোভ ভাল নয়—ভাল নয়॥

পুরোচন। কে তুমি? এ নিভৃত নিশিতে
কোন্ প্রয়োজনে—কিসের কারণে
কিরূপে এখানে হ'লে উপস্থিত?

ভাবানন্দ— (পূর্ব্ব গীতাংশ)

অলক্ষ্যে অদৃশ্যে প্রতি বিশ্বদৃশ্যে,
যাতায়াত মোর লোক চক্ষুর অদৃশ্যে,
তোমার জীবন নাটকের শেষের দৃশ্যে
যবনিকা পতন হইবে সুনিশ্চয়॥

পুরোচন। উন্মাদের মত তব অসার প্রলাপ
শুনি পুরোচন নিজ সঙ্কল্প ভুলিবে?
ভুল—ভুল এ ধারণা তব আগন্তুক!
বাতুল—বাতুল তুমি, মূর্খ অতিশয়।
উন্মাদনা দেখাবার স্থান নহে ইহা
নহে এটা উন্মাদের মেলা
আমিও তোমার মত নহি তো উন্মাদ?

ভাবানন্দ— (গীতাবশেষ)

উন্মাদের এ উন্মাদনা হবে না বিফল,
কালে কালে কালপূর্ণ ফল্‌বে কর্ম্মফল,
রাখা, মারা যার ফলাফল, সেই ধর্ম্মফল
পাণ্ডবের প্রতি যে সদয়॥

[প্রস্থান।

পুরোচন। কেবা এই উন্মাদ প্রকৃতি
কিবা ব'লে গেল সঙ্গীতের ছলে?
বুঝিতে না পারি বাক্য এর, কিন্তু—
ভাবনায় মস্তিষ্ক মম হইল চঞ্চল।
দূর হোক্ পারি না ভাবিতে আর
পাগলের প্রলাপ বারতা যত।
সুখে নিদ্রা যাই এবে নিশ্চিন্ত অন্তরে,
যা হবার হবে তাই—যা' আছে অদৃষ্টে।
যাই এবে শয়ন আগারে। (গমনোদ্যত)

সহসা নিয়তির প্রবেশ।

নিয়তি। কোথা যাও? দাঁড়াও—
পুরোচন। এ কি! কে তুমি ভীষণা?
নিয়তি। আমায় চেন না? হাঃ হাঃ। (হাস্য)
আমি নিয়তি—নিয়তি তোমার।
পুরোচন। নিয়তি? কিসের নিয়তি তুমি?
নিয়তি। বিশ্বমাঝে যত জীব বর্ত্তমান
আমিই নিয়তি সবাকার;

জীবন নাটকে আমি করি
সকলের যবনিকা পাত।
মৃত্যুরূপা ভয়ঙ্করী আমি
তোমারো নিয়তিরূপে হেথা উপনীত।

পুরোচন। এখানে কি প্রয়োজন তব?

নিয়তি। সাক্ষাৎ করিতে তব সনে
হেথা মোর আজি আগমন।

পুরোচন। কি তব বক্তব্য? বল ত্বরা?

নিয়তির— গীত

যদি নিজের মঙ্গল চাও।
তবে ধীরে ধীরে এ পথ হ'তে ফিরে যাও।

পুরোচন। না—না, পারিব না এ পথ ত্যজিতে
আশা আছে—স্বার্থ আছে ইথে।
এ কার্য্য সাধিতে মম দৃঢ় পণ
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

নিয়তি— (গীতাংশ)

মরণে কেন এমন সাধ,
বাঁচ্‌তে কি নাই মনে সাধ
কর্ম্মফলে সব অবসাদ
বিধির লেখার পানে চাও।

(নিয়তির পট প্রদর্শন)

পুরোচন। উঃ! উঃ!! কি ভীষণ চিত্র ভয়াবহ!
সম্বর—সম্বর চিত্র, সংহাররূপিণি!

মেরো না—মেরো না মোরে
স’রে যাও—পথ ছেড়ে দাও
যাই আমি স্থানান্তরে চলি’।
সংসার সুখের পথে নবীন পথিক
এত শীঘ্র ব’ধো না আমারে,
কি—কি—শুনিলে না তবু?
ও কি—ও কি—কি দেখাও বিভীষিকা!

[পুরোচন মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির হইয়া রহিল
নিয়তি সুকৌশলে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া
মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারণাবত—কক্ষ।

কুন্তীসহ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও
সহদেবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। প্রাণাধিক ধনঞ্জয়!
স্থির চিত্তে কর অবধান—
ত্যজি' হস্তিনানগরী মাতা সহ
পঞ্চ ভাই মোরা এ বারণাবতে
এতদিন কাটাই প্রবাসে,
কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে কোন সমাচার
এ তাবৎ কেহ নাহি করিল প্রদান;
লইল না বৎসরের মধ্যে
অন্ধরাজ কিংবা আত্মজন কোন
আমাদের মঙ্গল সংবাদ।
কারণ কিছুই এর পারি না বুঝিতে।
কিবা দোষ করিয়াছি জ্যেষ্ঠতাত পাশে?
পিতামহ ভীষ্মদেব কেন বা নিশ্চিন্ত?
খুল্লতাতঃ সে বিদুর—তিনিও উদাস!
এই সব চিন্তা করি অনুক্ষণ
অন্তরে সন্দেহ মোর বাড়িল বিষম!
কি জানি কি উদ্দেশ্য কাহার?

কি কারণে বিষাদিত মোরা পঞ্চজনে
মাতা সহ বর্ষকালাবধি ?

ভীম। ধর্ম্মরাজ ! মনে হয় মোর—
কৌরবের কূটচক্রে মোরা
বিবাসিত বারণানগরে।
নিশ্চয় ইহার মধ্যে আছে প্রহেলিকা।
মনে মনে খল দুর্য্যোধন
করিয়াছে সঙ্কল্প নিশ্চয়
আমাদের অনিষ্ট সাধিতে।
তাই·বলি দাদা, এমন নিশ্চিন্তে
এই স্থানে অবস্থান নহে সুকর্ত্তব্য।
আজ হ'তে সাবধান হ'য়ে
শত্রু চক্র করিতে ছেদন
সচেষ্ট করিতে হবে আমা সবাকারে।

অর্জ্জুন। মধ্যম পাণ্ডব ! কেবা শত্রু কার ?
শত্রুতা সাধিয়া খল কৌরবেরা
কি করিতে পারে আমাদের—
চক্রধারী দানবারি থাকিতে সহায় ?
কৌরব-কৌশলে যেবা এতদিন
বিপদে পাণ্ডবে রাখে পদে পদে
সেই কৃষ্ণ পদে মতি রাখি স্থির
সুস্থিরে করহ অবস্থান।
আসে যদি বিপদ্ কথন
নারায়ণ রাখিবেন পায়ে।

নকুল । সত্য, দাদা ! সত্য এ বারতা,
রাখা-মারা কৃষ্ণের ইচ্ছায়,
সেই যবে সহায় মোদের
কিবা ভয় সে ক্রুর কৌরবে ?

সহদেব । ভয়হারী হরির স্মরণে
সকল বিপদ ভয় হবে অবসান ।

গীত

আমরা কি বিপদে ডরি,
বিপদবারী থাক্‌তে সহায় ।
আপদ্ বিপদ্ হবে নিরাপদ্
পেলে সেই কৃষ্ণের কৃপায় ॥
যাঁর ইচ্ছায় সাগরে জল,
জনম মরণ ফলাফল,
বিশ্বস্রষ্টা তিনিই কেবল,
মতি রাখ সেই হরির পায় ॥
কৃষ্ণ থাক্‌তে পাণ্ডব-বান্ধব,
কি করিবে অন্ধ কৌরব,
কর্ম্মদোষে পাপে রৌরব
বিধির লেখা ফল্‌বে ত্বরায় ॥

কুন্তী । বাপ্ সহদেব ! তোমার যে এমন জ্ঞান জন্মেছে, তা' আমি জান্‌তে পারি নাই । কৃষ্ণের প্রতি তোমাদের মতি যদি এমনি ভাবে নির্ভর করে, তবে দুর্ম্মতি কৌরবেরা তোমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না । তা' ছাড়া আমরা শিবলোক বারণানগরে বাস ক'রে নিত্য নিত্য শিবরূপ দর্শন কর্‌ছি যখন, তখন শিবদাতা শঙ্কর

কখন তাঁর কিঙ্করগণকে অশিব দান করবেন না। বৎস! ঈশ্বর মঙ্গলময়, যা' করেন মঙ্গলের জন্যে। বিপদে মধুসূদনের নাম নিও, তিনিই তোমাদের সকল বিপদে উদ্ধার করবেন।

যুধিষ্ঠির। মা! আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে—আর কৃষ্ণের যদি কৃপা থাকে, তবে আর ভয় কি? কিন্তু—

কুন্তী। কেন যুধিষ্ঠির! নির্ভয় হ'য়েও কিন্তু ব'লে ভয় পেলে কেন, বাবা?

যুধিষ্ঠির। মা! আমরা যে সময় জ্যেষ্ঠতাতের আদেশে এই বারণাবতে শিবমেলা দর্শনে আগমন করি, সেই সময় খুল্লতাতঃ বিদুর পথিমধ্যে আমায় কোন বিষয়ে সঙ্কেত ক'রেছিলেন। এখানে আসা অবধি যা' অনুমান করছি, তাতে বোধ হয় তাঁর বাক্য বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হবে। ঈশ্বর না করুন, যদি তাই হয়, তবে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির! দেবর তোমায় কি সঙ্কেত ক'রেছিলেন?

যুধিষ্ঠির। তিনি বলেছিলেন—স্বযোনি অন্তক সেই শীতলের রিপু তাহে সাবধানে রক্ষা করিবে স্ববপু। তা' স্বযোনি অন্তক বা শীতলের রিপু অগ্নি, সেই অগ্নি ভয়ে সতর্ক হ'তে সঙ্কেত ক'রেছিলেন।

কুন্তী। বাবা! এখানে সে ভয় থাকবে কিরূপে?

ভীম। আর যদিও সে ভয় থাকে, কৃষ্ণ না করুন—যদি অগ্নি ভয়ই উপস্থিত হয়, তখন ক্ষেত্র বুঝে কর্ম্মেরও ব্যবস্থা করা যাবে। তবে সাবধানের বিনাশ নাই ভেবে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বটে।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর! বল দেখি ভাই! যে গৃহে আমরা এ তাবৎকাল বসবাস করছি, এ গৃহ নিরাপদ বাসস্থান কি না?

ভীম। আমার তো নিরাপদ ব'লেই মনে হয়, দাদা!

যুধিষ্ঠির। কিসে?

ভীম। আমার বিশ্বাস জল জঙ্গল, বন বাগান, গৃহ গাছতলা সব স্থানই নিরাপদ। কেন না—আমাদের কৃষ্ণ সখা যখন সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বময়—সর্ব্বস্থানে বিরাজিত, তখন তো কোন স্থানই কৃষ্ণ ছাড়া নয়, দাদা! যে স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র অবস্থান করেন, সেখানে বিপদ্ থাকতে পারে না। সে স্থান নিত্য নিরাপদ—সম্পূর্ণ নিরাপদ্!

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! এই বাসগৃহ সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়?

অর্জ্জুন। হয়। এই বাসগৃহ আমার কৃত্রিম ব'লে বোধ হয় দাদা! মনে হয় যেন—যে উপাদানে গৃহ প্রস্তুত হ'য়ে থাকে, সে সকল উপাদান এতে নাই। কোন কৃত্রিম উপাদানে যেন এই ভবন নির্ম্মিত হ'য়েছে বলে আমার ধারণা।

যুধিষ্ঠির। আমার অনুমানও তাই। বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয় এই গৃহ—গৃহশত্রু কৌরবের কৌশলে নির্ম্মিত করান জতুগৃহ। এর প্রাচীর স্বল্প ভারযুক্ত অগ্নি সংবর্দ্ধক দ্রব্য দ্বারা গঠিত। এই গৃহ মাঝে ও প্রাচীর গাত্রের প্রলেপ সমূহ যেন তৈল, ঘৃত, বসা প্রভৃতির সংমিশ্রণে প্রস্তুত। কৌরবেরা কৌশলে আমাদের পুড়িয়ে মারবার জন্য এই কাল গৃহ প্রস্তুত ক'রেছে—আর পাপী পুরোচন এসেছে আমাদের পুড়িয়ে মারতে।

ভীম। পাপ পুরোচন এসেছে পুড়িয়ে মারতে? উঃ! খলের চরিত্র কি ভীষণ! তাই বুঝি ধূর্ত্ত, কৃতদাসের মত কৃতজ্ঞতা দেখায়? তাই বুঝি চতুর, আমাদের কৃত্রিম কৌশলের মিথ্যা চাটুবাক্যে মুগ্ধ করতে প্রয়াস পায়? দাদা! অনুমতি দাও—আমি এখনই সেই পাপী পুরোচনের গলদেশ পেষণ ক'রে তাকে সংহার ক'রে আসি। উঃ অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য—খলের খলতা—ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা—শঠের চতুরতা!!

যুধিষ্ঠির। অধীর হ'য়ো না, বৃকোদর! সহ্য কর—সহ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত। যে—যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, সে মনে মনে সেই উদ্দেশ্যই নিয়ে থাক্। আমরা আপনাপন সতর্ক হবার উপায় নির্দ্ধারণ করি এস।

অর্জ্জুন। হাঁ দাদা, যদি কোন বিপদই ঘটে, তবে তাতে রক্ষা পাবার উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি কোনরূপে এই কৃত্রিম গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হয়, তখন সে বিপদ হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি?

ছদ্মবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আমি কিন্তু সে উপায় ব'লে দিতে পারি।

যুধিষ্ঠির। তুমি? তুমি ব'লে দিতে পার? কে তুমি, বালক?

কৃষ্ণ। আমি ভিখারী ব্রাহ্মণ বালক।

যুধিষ্ঠির। তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?

কৃষ্ণ। ওগো, আমাকে একটা লোক বল্লে—তোমাদের আগুনের ভয়ে উদ্ধারের উপায় ব'লে দিতে। সে যা ব'লে দিলে, আমি তোমাদের তাই বল্‌তে এসেছি।

অর্জ্জুন। সে উপায় কি, বালক?

কৃষ্ণ। ওগো, এই ঘরের নীচে দিয়ে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ আছে, তার ভিতর দিয়ে তোমরা অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবে।

অর্জ্জুন। এখানে সুড়ঙ্গ কৈ? কোথায়?

কৃষ্ণ। (সুড়ঙ্গ পথ দেখাইয়া) এই দেখ—এই সুড়ঙ্গ পথ।

অর্জ্জুন। ও পথ এরূপভাবে কে প্রস্তুত করলে?

কৃষ্ণ। যে ক'রেছে, তা' তোমার দাদা জানেন

যুধিষ্ঠির। কৈ, আমি তো কিছুই জানি না। কে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত ক'রেছে ?

খনকের প্রবেশ।

খনক। আমি—আমি এই সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত ক'রেছি। ছোট রাজা মুশাই, আমাকে এই সুড়ঙ্গ কাট্‌তে ব'লেছিলেন, তিনি আপনাকে যা' সঙ্কেত ক'রেছেন, সে বিষয়ে সাবধান হ'তে এই পথ দিয়ে গঙ্গার ধারে চ'লে যাবেন। সেখানে পারের নৌকা থাক্‌বে, তাতেই পার হ'য়ে পালিয়ে যান্। এই রাত্রিতেই যান্—আর দেরী কর্‌বেন না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। এইবার সব বুঝ্‌লে তো ?

যুধিষ্ঠির। হাঁ—বুঝ্‌লাম খুল্লতাত বিদুরের নিয়োজিত ঐ খনক এই সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত ক'রেছে।

কৃষ্ণ। যদি কখন এই ঘরে আগুন লাগে, তাহ'লে এই পথ দিয়ে পালালেই চল্‌বে। আর একটী কথা—তোমাদের এই দুঃসময়ে মঙ্গলের জন্য পাণ্ডব জননীকে একশত আটজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে। বালক নারায়ণের সেবা দিতে হবে—তাহ'লেই তোমাদের কুশল হবে।

কুন্তী। আমার কুমারদের যদি কুশল হয়, তবে আমি বালক বালিকা, অনাথা ও ব্রাহ্মণ সেবা করাব। এখন তুমি যে ব্রাহ্মণ তাতে বালক নারায়ণ—আবার ভিখারী, তোমাকে ভোজন করাতে আমার সাধ হ'চ্ছে। আমার গৃহে ভোজন কর্‌বে কি ব্রাহ্মণ বালক ?

কৃষ্ণ। মা পাণ্ডব জননি! তোমার মত দেবী রাণীর ভবনে ভোজন কর্‌তে পেলে এ ভিখারী বালক চরিতার্থ হবে, মা!

কুন্তী। তবে পুত্রগণ! তোমরা আমার ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন কর। আর এস বিপ্রবালক! আমি তোমাকে কোলে ক'রে নিয়ে যাই। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি সুশীতল সুকোমল কমনীয় অঙ্গ তোমার ব্রাহ্মণ? তুমি ব্রহ্ম না স্বয়ং ব্রহ্ম পুরুষ?

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— গীত

ব্রহ্মই যে স্বয়ং ব্রাহ্মণ,
ব্রহ্ম ছাড়া নয় ব্রাহ্মণ,
যে ব্রহ্ম সেই ব্রাহ্মণ
করে ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম নিরূপণ।
করিতে সে ব্রহ্ম দর্শন,
আগে হ'তে হয় ব্রাহ্মণ,
পেয়েছ কোলে যে ব্রাহ্মণ
ওই ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম সনাতন॥
ব্রহ্ম বালক ব্রাহ্মণের বেশে,
এসেছেন মা তোর আবাসে,
আছ প্রবাসে বারণাবাসে
সঙ্গে ল'য়ে পুত্রগণ—
তাই তোমারে দিতে অভয়,
ব্রাহ্মণের হ'য়েছে উদয়,
যাঁর কৃপায় যায় বিপদ-ভয়,
সেই অভয়দাতা ওই নারায়ণ॥

[প্রস্থান

কৃষ্ণ। ঐ পাগলটা আমায় যা' তা' বলে—ওটা বেশ মজার পাগল। ওর কথার কোনটাই ঠিক নয়—সব এলো মেলো।

কুন্তী। তাই বটে! কি ব'লে গেল, বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

কৃষ্ণ। বুঝেও কাজ নাই। এখন চল—আমায় কিছু খেতে দেবে।

পঞ্চপুত্রের হাত ধরিয়া নিষাদীর প্রবেশ।

নিষাদী। কে কুথা খাইতে যাবিক রে? হামার লেড়কা পাঁচঠো তুহার সাথে লিয়ে কুছু খিলায়ে দিবিক রে?

কৃষ্ণ। ঐ দেখ মা, কত বালক নারায়ণ এসে জুটেছে, চল, চল, ওদেরও ভোজন কর্‌তে দেবে।

কুন্তী। তাই চল বাবা! এস বাছা, তোমার ছেলেদের নিয়ে তুমিও এস, আজ আমার ঘরে তোমরা ভোজন কর্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

বারণানগর।

পুরোচনের প্রবেশ।

রোচন। এখানে কাজের সুরু হ'তে চল্‌ছে বড় মন্দ নয়। দু'টী সঙ্গীও পেয়েছি আমোদ প্রমোদ কর্‌বার। তারা আমার সঙ্গে এমন ভাব ভালবাসা পাতিয়ে ফেলেছে যে, আমাকে ছেড়ে তারাও থাক্‌তে পারে না, আবার তাদের ছেড়ে আমিও থাক্‌তে পারি না। তাদের একজনের নাম হ'চ্ছে রম্‌না আর একটীর নাম হ'চ্ছে রম্‌ণী। তা' রম্‌নার চেয়ে রম্‌ণী আমায় ভালবাসে বেশী। সে যেন আমার বুকের ভিতর ব'সে কত রকমের সুখের ছবি দেখায়। রম্‌না দূর থেকে হাসে আর সাহস দেয়। তারা দু'জন তো খুবই আশা দিয়ে বল্‌ছে, যে জন্য এসেছি, তা' হবে—কেবল আগুন লাগাবার অপেক্ষা, তার পর সবই আমার। যাই হোক্ তারা আমার ভেতরে বাইরে দেখা দিয়ে আমায় যে রকম ঠেলে ওপরে তুলেছে, তা'তে আর নাম্‌বার উপায় নেই। এখন যা' করে খোদা ব'লে দেখা যাক্ কতদূর কি দাঁড়ায়? ঐ যে রম্‌না রমণী দু'জনেই আস্‌ছে। ওরা আমাকে একটা মজাদার চীজ্ খাইয়ে ভুলিয়ে রেখেছে—সেই সিরাজী। রমনা রমণি! আও—জলদি আও—সিরাজী পিলাও।

গীতকণ্ঠে রম্‌না ও রম্‌ণীর প্রবেশ।

উভয়ের— **নৃত্য গীত**

প্রাণ বঁধু খাও হে মধু
সিরাজী প্রাণ ভর করা।
তোমারে দিতে শুধু ওহে বঁধু
রেখেছি পিয়ালা ভরা।

সিরাজির আছে কত গুণ,
যায় অশান্তির আগুন,
দেয় পরের ঘরে আগুন,
হয়কে নয় করতে পারে নরকে করে খুন—
পিয়ে লে মজ্ গুলে হ'য়ে মাতোয়ারা ॥

(সুরা দান পুরোচন পান করিল)

পুরোচন। ব্যস্—ব্যস্! থাক্—আজ এই পর্য্যন্ত! তোমরা যাও।

[রমনা ও রমণীর প্রস্থান।

এইবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। আগামী কাল ঘরে আগুন দিয়ে—এদের পুড়িয়ে মহারাজ দুর্য্যোধনকে নিরাপদ কর্‌ব আর আমার পিতৃ-শত্রুর বংশ লোপ কর্‌ব। সূত্রধরগণ ঠিক আমার কথা মতই গৃহ প্রস্তুত ক'রেছে। লাক্ষা, ঘৃত, শণ, সর্জ্জ দিয়ে এই যে গৃহ বিরচিত, এর নাম জতুগৃহ। এই জতুগৃহে পাণ্ডবদের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভস্ম হ'য়ে যাবে। আজ তারা খুব আনন্দেই আছে—ব্রাহ্মণ ভোজন হ'চ্ছে—দান ধ্যান হ'চ্ছে—ভেবেছে তারা নিরাপদ স্থানেই আছে। কিন্তু পুরোচন যে, তাদের পুড়িয়ে মার্‌বে, তা' তারা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে নাই। এমন বোকা যারা, তাদের মার্‌তে কতক্ষণ? হাঃ হাঃ হাঃ কি আমোদ—কি আমোদ! পিতা! পিতা! বেহেস্ত হ'তে চেয়ে দেখ তুমি—যেমন পাণ্ডু তোমাকে হত্যা ক'রে তোমার পুত্রকে বেঁধে এনেছিল, আজ তার পুত্রদের পুড়িয়ে মেরে তোমার পুত্র পিতৃদ্বেষীর যোগ্য প্রতিফল দিচ্ছে কি না? আর আশীর্ব্বাদ কর যেন এই রাত্রিটা নির্ব্বিঘ্নে কেটে যায়। তার পর কাল রাত্রিতে পাণ্ডুর বংশ নির্ব্বংশ ক'রে মহানন্দে হস্তিনায় ফিরে যাব। ওঃ! তখন কি আমোদই না হ'বে?

তেমন সুখের সময় কতক্ষণে আস্‌বে? কতক্ষণে পুরোচন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মার্‌বে? মন ধৈর্য্য ধর! আর একটা দিন মাত্র মনের কথা চেপে রাখ—তার পরেই একেবারে ব্যস্‌! পাপিষ্ঠ পাণ্ডব! আজ তোরা সাধ মিটিয়ে ঘুমিয়ে নে—এ ঘুমই তোদের শেষ ঘুম। দোহাই খোদা! আমার আশা পূর্ণ কর—তোমার নামে সিন্নী দোব। ওঃ! আমার যে আর আহ্লাদ ধরে না। হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য) যাক্‌—আর বেশী আমোদে এখন কাজ নাই—কি জানি যদি দুষমনরা জান্‌তে পারে, তাহ'লে হিতে বিপরীত ঘ'টে যাবে। এখন যাই, একটু বিশ্রাম ক'রে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জতুগৃহ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী ও পঞ্চ পুত্র সহ নিষাদীর প্রবেশ।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! ছাড় সরলতা
খলের সহিত খলতাই উচিত এখন।
দাও অনুমতি মোরে আজই নিশীথে
অগ্নিদানে জতুগৃহ করিয়া বিদগ্ধ
প্রাণরক্ষা করি সবে সুড়ঙ্গে পশিয়া।
এতদূর দুরাশার বশবর্ত্তী হ'য়ে
আসিয়াছে পাপী পুরোচন
পাণ্ডবেরে পোড়াইতে জতুগৃহ মাঝে?
খুল্লতাতঃ যদি নাহি করিত জ্ঞাপন
সুড়ঙ্গ খননে যদি না পাঠাত খনকেরে
তাহ'লে ত জানিতে না পারিতাম
জতুগৃহ মাঝে মোরা করিতেছি বাস?
তাই বলি হেন গুপ্তশত্রু পুরোচনে
ক্ষমা কিংবা অবহেলা না করি এখনো
দাও অনুমতি তব অনুজ এ ভীমে
হুতাশন জ্বালি গৃহে ধূর্ত্ত পুরোচনে
ভস্ম ক'রে রেখে যাই মোরা
শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরিয়া।

অর্জ্জুন। আমিও বলি গো দাদা! দেহ অনুমতি
যোগ্য শাস্তি দানিবারে পাপী পুরোচনে।
দুর্য্যোধন পক্ষ ল'য়ে যেই হীনচেতা
পারে আমাদের ঘুমন্তে দহিতে
তাহার বিনাশ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।
একান্ত মিনতি দাদা, তব প্রতি মম
দেহ আজ্ঞা শত্রু বিনাশিতে।

নকুল। ওই কথা আমারো বক্তব্য
পুরোচন গৃহশত্রু পাণ্ডবগণের
তারে ক্ষমা করা অতি অনুচিত
দেহ অনুমতি মধ্যম পাণ্ডবে
জতুগৃহ দগ্ধ করি রক্ষিতে মোদের।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির! মতিমান তুমি বিচক্ষণ
শুনিলে তো ভীমার্জ্জুন বাণী
শুনিলে তো সহদেব কি কহে তোমারে?
পুনঃ শুন আমারো বচন
পুরোচন অতিব দুর্জ্জন
তাহার জীবন নাশে নাহি হবে পাপ,
সবাকার ইচ্ছা যাহা কর তাই বাপ্!
দাও আজ্ঞা ভীমে দহিতে এ জতুগৃহ।

ভীম। এখনো কি হেতু দাদা, রয়েছ নীরব?
এখনো কি ধর্ম্মতত্ত্ব কর নিরূপণ?
মাতা ভ্রাতা সহ জতুগৃহ মাঝে
এখনো করিছ বাঞ্ছা করিতে বসতি?

এখনো ভাবিয়া আকুল তুমি
পুরোচনে পোড়াইবে অথবা পুড়িবে ?
ভুলে যাও সকল ভাবনা
মুছে ফেল ধরমের গূঢ় তত্ত্ব সব
শাঠে শাঠ্যরীতি করিয়া স্মরণ
জতুগৃহ দাহে ভীমে আজই এখনি
অনুমতি তোমা দিতেই হইবে।

কুন্তী। যুধিষ্ঠির! দাও অনুমতি বৃকোদরে
মৃত্যুগৃহ পাণ্ডবের করিতে বিদগ্ধ ;
চল আমাদের ল'য়ে সুড়ঙ্গ দুয়ারে
সকলেই রহিয়াছে তব মুখ চেয়ে
এ বিপদে হেন ভাব উচিত না হয়,
এ কার্য্যে তোমারে আজ্ঞা দিতেই হইবে

যুধিষ্ঠির। মায়ের আদেশ ভ্রাতার বাসনা
পুরোচন সনে জতুগৃহ দাহে
অনুমতি দিতেই হইবে ?
তবে তাই হোক্—দিনু অনুমতি—
বৃকোদর! দগ্ধ কর জতুগৃহ
ভস্ম কর পাপী পুরোচনে।
বাঁচাও আত্মীয়গণে শত্রু ভয় হ'তে
রক্ষা কর সবাকারে এ বহ্নি-সঙ্কটে :

ভীম। পেয়েছি ধর্ম্মের আজ্ঞা
আর চিন্তা নাহি পাণ্ডবের।
নমি মাতৃপদে আর অগ্রজ চরণে

ভীমসেন শক্রনাশে বদ্ধ পরিকর
পোড়াইবে জতুগৃহে পাপী পুরোচনে।
তার পর জননীরে মস্তকে লইয়া
ধর্ম্মরাজ সনে ধনঞ্জয়ে স্কন্ধে করি
নকুল ও সহদেবে কক্ষে তুলে লব,
সুড়ঙ্গের পথ দিয়া গঙ্গাপার হব
পবন বিক্রমে শূন্যে উড়ি যাব
নিমিষে সহস্র যোজন করিব গমন।
রক্ষা ভার সকলের আমিই লইব।
আরে আরে পাণ্ডব অরাতি দুর্য্যোধন!
তোরও প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান পরে
পাই যদি কখন সুযোগ। এস সবে।

[মাতা সহ পাণ্ডবগণের প্রস্থান।

নিষাদ বালক। এ মায়ি! বড়ি নিদ্ লাগিয়েছে।

নিষাদী। নিদ্ লাগিয়েছে? তব্ চলিয়ে আয়—থোড়া নিদ্ যাবি; আইয়ে লেড়কা সব!

[পঞ্চপুত্র সহ নিষাদীর প্রস্থান।

পুনঃ ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এই গৃহমাঝে কে আছ কোথায়?
শোন সবে মন দিয়া বারতা আমার—
অবিলম্বে ত্যজ এই গৃহ
নতুবা ঘটিতে পারে বিষম বিপদ্।

পুনঃ কহি যাও চলি এ গৃহ হইতে
যদি কেহ নাহি শুন এ কথা আমার
অপরাধী নহি আমি তবে।
আমি আজি শত্রু বিনাশিব
বাসগৃহ করিব দাহন।
জাগ্রত নাহিক কেহ—সকলে নিদ্রিত
নিস্তব্ধ এ বিশ্ব চরাচর,
এই অবসর মম কার্য্য উদ্ধারের,
যাই—যাই আনি গিয়া জ্বলন্ত মশাল
দহিতে এ জতুগৃহ
পাপমতি পুরোচন সনে।　　(গমনোদ্যত)

মশাল হস্তে গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী
কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণের—

কোথা যাও এই নাও না অনল—
আমি এনেছি যতনে তোমার তরে।
মনের আনন্দে জ্বালাও আগুন
বাস করিয়াছ যেই জতুঘরে।
আমি দিয়েছি আনিয়া আগুন,
তুমি সাহসী হও হে দ্বিগুণ,
গুপ্ত অরাতি লুপ্ত করিয়ে
চল পলাইয়ে গঙ্গাপারে।

[প্রস্থান।

ভীম। (মশাল লইয়া) এইবার—এইবার
এইবার পেয়েছি সুযোগ
এইবার উপযুক্ত অবসর কাল।
নিস্তব্ধ জগৎ—নিস্তব্ধ নগরবাসী
নিস্তব্ধ রজনী—নিস্তব্ধ কানন বিটপী
নিস্তব্ধ প্রকৃতি—নিস্তব্ধ সে ভাগিরথী
এ হেন নিস্তব্ধ কালে নিস্তব্ধ হইয়া
সংগোপনে বহ্নিদানে অরাতি শাসিব।
এতদিনে যোগ্য কর্ম্ম পাইয়াছে ভীম
শত্রু সনে শত্রুতা সাধিতে হবে।
মন! দৃঢ় হও, প্রস্তর সমান
করদ্বয়! স্থিরভাবে করহ কর্ত্তব্য।
পদদ্বয়! অটল—অচল কেন?
ধর ক্ষিপ্রগতি পবনের মত
যেতে হবে বহুদূরে—দূরান্তরে—
বাঁচাইতে হবে আত্মীয় স্বজনে
জননী ও ভ্রাতৃগণে এ ঘোর বিপদে।
পুরোচন! পাপমতি!
যেমন করম তব লভ' ফল তার
নিজ দোষে নিজেই পুড়িয়া মর।
জ্বল্ জ্বল্ জ্বলন্ত অনলরাশি!
লক্ লক্ লেলিহান শিখা বিস্তারিয়া
গ্রাস কর জতুগৃহ সনে
দুষ্ট ধূর্ত্ত পাপী পুরোচনে।

জয় কৃষ্ণ! জয় পাণ্ডব-ভরসা!
তব নাম করিয়া স্মরণ
মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর আজ
জতুগৃহ দাহ করি শত্রু সংহারিবে।
যাই, আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন
এই দণ্ডে জতুগৃহে করি অগ্নিদান।

[অগ্নিদান করতঃ প্রস্থান।

শশব্যস্তে অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। হা আল্লা! হা খোদা! এ কি কর্‌লে? এ কি হ'ল? হায় হায়! আগুনে চারিদিক্ ঘিরে ফেলেছে! কোন্ দিকে যাই—কোন্ পথে পালাই? গেল—গেল—সব গেল! নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়্‌লাম! বেড়া আগুনে পুড়ে প্রাণ গেল! হা মহারাজ দুর্য্যোধন! তোমার শত্রু নিপাত কর্‌তে পার্‌লাম না। তাদের পুড়িয়ে মার্‌তে এসে নিজেই পুড়ে মর্‌লাম। না—না, আর পারি না—একদণ্ডও দাঁড়াতে পারি না! আগুন—আগুন—চারিদিকে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে ভীষণ আগুন! আমার পরিচ্ছদেও আগুন—মাথার চুলেও আগুন! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হ'য়ে গেল! হা পিতা! তোমার শত্রু পোড়াতে এসে নিজের বুদ্ধিদোষে নিজেই দগ্ধ হ'চ্ছি! উঃ! জ্বালা—জ্বালা—অসহ্য জ্বালা! সহ্য হয় না! যাই—যাই—দেখি যদি কোন দিকে পথ পাই! দোহাই আল্লা! দোহাই খোদা!

[প্রস্থান।

দগ্ধদেহে পঞ্চপুত্র সহ নিষাদীর প্রবেশ।

নিষাদী। আগ্ লাগিয়েছে রে লেড়কা সব! ভাগ্—ভাগ্—জলদি ভাগ্।

১ম বালক। কি ধার ভাগ্‌বে মায়ী? চৌধারে আগ্ জ্বলিয়েছে! আভি জান নিকাল যাগা মায়ি! আউর জানকা দরদ নেহি—মর্‌বে—সবভি মর্‌বে! উঃ! জ্বলিয়ে উঠ্‌ল—জ্বলিয়ে উঠ্‌ল—হাম লোক সবভি পুড়িয়ে মর্‌লে!

(সকলের আর্ত্তনাদ ও মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য

জতুগৃহ পার্শ্বস্থ ময়দান।

গীতকণ্ঠে বারণাবাসিগণের প্রবেশ।

সকলের— গীত

হায় হায় কি হ'ল যে ঘোর সর্ব্বনাশ।
যে গৃহে রাজার ছেলেরা কর্‌ছিল বনবাস—
কাল-অনলে পুড়িল তাহা, হ'ল রাজার্ বংশনাশ॥
পাণ্ডুরাজা ছিল যে পরম ধার্ম্মিক,
তাঁর পুত্র পুড়ে মরে একি বিপদ আকস্মিক,
আগুন নিবাতে নারি ধিক্ মোদের শত ধিক্,
কি কব দুঃখ অধিক, দেখে প্রাণে পাই ত্রাস॥
হায় এ দুঃসংবাদ কেমনে করিব প্রকাশ,
কি করিবে কুরুপতি শুনি এ কঠোর ভাষ,
ভীষ্ম বিদুর নিরন্তর করিবেন হা হুতাশ,
পাণ্ডবের প্রাণনাশ নয় এ অধর্ম্মের হ'ল বিকাশ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিড়িম্বক কানন।

হিড়িম্ব রাক্ষসের প্রবেশ।

হিড়িম্ব। বিরাট্ বিশাল এই অরণ্য প্রদেশে
মহানন্দে আধিপত্য ক'রেছি বিস্তার।
এই যে সুদূরব্যাপী সমগ্র কানন
ছিল পূর্ব্বে শান্তিময় সুখের রাজত্ব!
অসংখ্য মানব হেথা করিত বসতি।
রক্ত মাংস লিপ্সু আমি মহাবীর্য্যবান
বিস্তৃত আননে মোর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা
নিষ্পেষিত সবে, ক্রমে বিজন কানন।
প্রাবৃট্ জলদবৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ
সুদৃঢ় জঠর, জঙ্ঘা ভীষণ আকৃতি,
নেত্রদ্বয় পিঙ্গলাভ, রক্ত শ্মশ্রু কেশ
শঙ্কু তুল্য কর্ণযুগ—নেত্র সুবিশাল
করাল কৃতান্ত সম এ রাক্ষস মূর্ত্তি
করিলে দর্শন ভীত দেব-দৈত্য-নর।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যবে নিশীথ নিশিতে
এ হিড়িম্ব নিশাচর করিত ভ্রমণ
বসুন্ধরা থর্ থর্ হ'ত প্রকম্পিতা।

অপরিসীম সামর্থে অতি হৃষ্ট মনে
প্রত্যহ মানব-মাংস করিয়া ভোজন,
জন শূন্য হইয়াছে এ রাজ্য বিশাল,
তাই মোর নাম-অনুসারে
রাখিয়াছি নাম এর হিড়িম্বক বন।
কেহ নাহি আসে এই কাননে এখন
হিড়িম্ব রাক্ষস ভয়ে সবে সন্ত্রাসিত।
বহু-বহু দিন গত হ'ল ক্রমে ক্রমে
নরমাংস একদিন (ও) হ'ল না ভোজন।
রুধির লোলুপ এই বিকট রসনা
এ তাবৎ পশু-রক্তে আছে পরিতৃপ্ত।
কিন্তু আর তাহে মম শান্তি নাহি হয়;
অতীব মধুর সেই মানব দেহের
উত্তপ্ত শোণিত আর মাংস সুকোমল
পাই নাই এতকাল করিতে ভক্ষণ;
প্রবল বাসনা এবে মনুষ্য সংহারে,
কোথা' যাব—কোথা' পাব বাঞ্ছিত আহার?
আজ যেন নরগন্ধ হয় অনুভব
তাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত মোর বাহুর কণ্ডুতি
উর্দ্ধীকৃত প্রকম্পায়মান রুক্ষকেশ
প্রদীপ্ত বদনে সদা হ'তেছে জৃম্ভন।
সুনিশ্চয় আসিয়াছে এই বনমাঝে
কাল কবলিত কোন অভাগা মানব,
বুঝিলাম আজি তার অন্তিম সময়

তাই হেথা আগমন কৃতান্ত কৌশলে।
যাই এবে বসি গিয়া উচ্চ শালবৃক্ষে
দেখিতে পাইব তবে কে কোথা' বিচরে ?
কেরে ? কার মৃত্যু ডাকিছে কাহারে
অকালে শমনপুরে করিতে গমন ?
কার বা বাসনা হ'ল মহা মতিভ্রমে ?
অন্তরীক্ষ বিহারী এ হিড়িম্ব রাক্ষসে
কার নাহি শঙ্কা হয়—কে সে অবোধ
এসেছে বিস্তৃতাননে দিতে সুধাস্বাদ ?
যাই—যাই, দেখি গিয়া কে আছে কোথায় ?
মনুষ্যের রক্ত মাংসে হবে নির্ব্বাপিত
প্রলয়াগ্নি সম মম জঠর-অনল।

হিড়িম্বের— গীত

এত দিনে পূর্ণ হবে মনোবাসনা।
উত্তপ্ত নর-শোণিতে সুতৃপ্ত হবে রসনা॥
অনুমান হয় ঘ্রাণে, যেন কে মরিতে প্রাণে
আসে কাননে—আজ আসে কাননে—
চর্ব্বিত করি দশনে ঘুচাব জঠর-যাতনা॥

[প্রস্থান

হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। ভীষণ-দর্শনা আমি হিড়িম্ব-অনুজা
বিকটা রাক্ষসী নাম হিড়িম্বা আমার।

অগ্রজের সনে সুখে জীব হিংসা করি
স্বেচ্ছাবশে ভ্রমি এই কানন-কান্তারে।
কত স্নেহ কত যত্ন কত ভালবাসা
দাদার সোহাগ কত পাই অনুক্ষণ;
কিন্তু হায়, তৃপ্ত তাহে নহে চিত্ত মম।
নারী জীবনের সার স্বামী সঙ্গ সুখে
বঞ্চিতা অভাগী সদা মনোদুঃখে দহি।
না দেখি দাদার কোন চেষ্টা আয়োজন
সমর্পণ করে মোরে উপযুক্ত বরে।
কত বর্ষ বয়ঃক্রম নাহিক নির্ণয়।
কামরূপা নারী আমি পরমা সুন্দরী
আমার অদৃষ্টে নাহি পতি সম্মিলন?
লজ্জায় অগ্রজে কিছু পারি না কহিতে।
কিন্তু আর কতকাল মন্মথ-পীড়নে
নিপীড়িতা হব হেন বিরলে বসিয়া।
কি করি? কোথাও যদি পাই মনোমত
প্রাণকান্ত, রূপবান বলিষ্ঠ রাক্ষস,
কিংবা কোন মহাবীর সুন্দর মানব,
তাহ'লে গোপনে তারে করি পরিণয়,
পরে সুকৌশলে তাহা জানাই দাদারে।
এ উপায় বিনা আর না দেখি কিছুই?
যাই হোক্—যাই এবে দাদার নিকটে
দেখি গিয়া কিবা খাদ্য হ'য়েছে সংগ্রহ।
আর দেশে দেশে করি অন্বেষণ

দেখিব কোথায় আছে সুন্দর নাগর।
ষোড়শী যুবতী মূর্ত্তি ধরি মায়াবলে
বিমোহিয়া মন কারো, পর্ব্বত শিখরে
কিংবা কুসুম উদ্যানে—নয় নদীতীরে
কহিব প্রেমের কথা ; বুকে বুকে রাখি—
জুড়াইব অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা,
যাই এবে শালবৃক্ষে—বাসস্থান যথা।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও
কুন্তীর প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। মহাবেগে আমাদের করিয়া বহন
আনিয়াছ বহুদূরে ভ্রাতঃ বৃকোদর!
নাহি আর শত্রুভয়—নিশ্চিন্ত সম্প্রতি।
কিন্তু ভাই, নিদ্রায় নয়নে না পাই দেখিতে
ক্ষুধানল প্রজ্বলিত—অবসন্ন অঙ্গ
অতএব বৃকোদর, মম অভিমতে
এস সবে এই বনে করি অবস্থান।
অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ! রমণীয় এ কানন
চিত্ত প্রফুল্লিত এর সৌন্দর্য্য হেরিয়া
অতএব এই বনে কোন বৃক্ষতলে
আশ্রয় গ্রহণ করা মম অভিপ্রায়।

কুন্তী। রে পাণ্ডবগণ ! বাক্য নাহি সরে মুখে আর
বিশুষ্ক রসনা মম দারুণ তৃষ্ণায়
প্রাণ যেন আকুল সতত।
অতএব বৎসগণ ! পাণ্ডবের মাতা
রাজরাণী কুন্তী আজ হারাবে জীবন
পিপাসায় জল বিনা তোরা বিদ্যমানে ?
বড় কষ্ট—বড় কষ্ট সহ্য নাহি হয়
কোথায় পানীয় জল আন কেহ ত্বরা।

ভীম। স্থির হও জননী আমার !
আমিই আনিব বারি কেন চিন্তা তব।
পবন-বিক্রমে যাব জলাশয় তীরে
বিদ্যুৎ গতিতে পুনঃ হব প্রত্যাগত
কতক্ষণ—কতক্ষণ সময় সাপেক্ষ ?
অদূরে ঐ শোনা যায়
জলচর পক্ষিকুল করে কলরব
মুহূর্ত্তে সলিল ল'য়ে আসিব জননি !
ভীমার্জ্জুন পুত্র যাঁর
পিপাসায় জীবনান্ত হইবে তাঁহার ?
সবে না—সবে না তাহা ভীমের হৃদয়ে।
যে জননী বক্ষের শোণিত দানে
পুত্রের জীবন ক'রেছেন বিবর্দ্ধিত,
উপযুক্ত এবে তারা
মাতার তৃষ্ণায় জল করিতে প্রদান
অসমর্থ হ'লে হবে নরকে পশিতে।

বৃথা বাক্যে কালক্ষয় না করি এখন
এই আমি চলিলাম পানীয় আনিতে।

[প্রস্থান।

কুন্তী। ধন্য বীরপুত্র তোমা' ধরিয়াছি গর্ভে
বীরের জননী বলি' হব পরিচিতা—
তোমাদের পরাক্রমে সমগ্র জগতে।
যুধিষ্ঠির ! দেখিলে তো ভীমের বিক্রম
দেখিলে তো অকুত সাহস তার ?
আমাদের সবাকারে করিয়া বহন
কণ্টকাকীর্ণ কত নিবিড় অরণ্য
সুবৃহৎ পর্ব্বত—বিটপী করি' অতিক্রম
বায়ুবেগে উপনীত হইয়াছে হেথা।
ক্রুদ্ধ মাতঙ্গরাজ সদর্পে যেমন
কাননস্থ দ্রুমরাজি ভগ্ন ক'রে থাকে,
তদ্রূপ প্রচণ্ডতেজে বৃকোদর মোর
সুবিস্তৃত বক্ষের ঘাত প্রতিঘাতে
যেন প্রলয়ের ঝড় করিয়া সৃজন
মহা মহীরুহ আদি বিচূর্ণ করিয়া
জীবন-সঙ্কটকালে করিল উদ্ধার ;
তবু ক্লান্তি বোধ নাহি করি কিছু
পুনঃ গেল দ্রুতবেগে সলিল আনিতে।
দীর্ঘজীবি হ'ক্ ভীম করহ প্রার্থনা
ভীম তব অনুগত সহায় থাকিতে
কখন অভাব কিছু হবে না তোমার।

যুধিষ্ঠির । এ বারতা যথার্থ, জননি !
ভীম যদি না থাকিত সঙ্গে আমাদের
সহজে উদ্ধার লাভ হ'ত কি সবার ?
ভীমের সামর্থ বলে মোরা পঞ্চজন
পুনরায় প্রাণ যেন পাইনু ফিরিয়া ;
ভীমের অক্ষয় আয়ু দিন্ নারায়ণ ।

সহদেব । মা ! বড় ক্ষুধা—বড় তৃষ্ণা, না পারি দাঁড়াতে
নিদ্রায় হ'তেছে বদ্ধ দু'টী চক্ষু মোর
এই বনবৃক্ষতলে শুই একবার ।

কুন্তী । সকলেই পরিশ্রান্ত নিদ্রায় কাতর
অতএব যতক্ষণ নাহি ফিরে ভীম
সকলেই এস মোরা নিদ্রাসুখ লাভে
শারীরিক দুর্ব্বলতা করি নিবারণ ।

যুধিষ্ঠির । তাই হ'ক্ মাতা, চল ভাই সব !
অদূরে ঐ বৃক্ষতলে করিগে শয়ন
সন্তাপিত চিত্ত জ্বালা করি অবসান।

[সকলের প্রস্থান ।

অদূরে হিড়িম্ব ও হিড়িম্বার প্রবেশ ।

হিড়িম্ব । ভগ্নী হিড়িম্বে ! বহুকাল পরে অদ্য আমার আকাঙ্খিত অতি প্রিয় ভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে । সেই নরমাংস ভোজনাভিপ্রায়ে আমার অত্যন্ত আনন্দানুভব হওয়ায় রসনা লোলুপ হ'য়েছে । আমার অষ্টদন্ত তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট, সেই বিদারণ-সক্ষম দন্ত আজ মহানিষ্ক

মনুষ্য দেহে নিমজ্জিত ক'রে—তাদের কণ্ঠদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক শিরাসমূহ বিনির্গত বহুল ফেনিল উষ্ণ রক্তধারা পান করব। ঐ দেখ, ভগ্নি! অক্ষয় বটবৃক্ষ মূলে মহাসুখে নিদ্রাভিভূত সতেজ যৌবনপ্রাপ্ত পঞ্চমানব। ঐ মনুষ্য প্রবল গাত্রগন্ধে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় মহাপ্রলুব্ধ। অতএব, ভগ্নি! তুমি অনতিবিলম্বে ঐ স্থানে গমন ক'রে বিদিত হও—কে ইহারা? কি নিমিত্ত আমার অধিকৃত কানন মধ্যে নিরাতঙ্কে শায়িত? আজ আমরা দুই ভ্রাতা ভগ্নী—ঐ মনুষ্য শরীর হ'তে মাংস উত্তোলন ক'রে যথেচ্ছক্রমে ভক্ষণ করব। তুমি সত্বর আমার আদেশানুসারে কার্য্য কর। অদ্য আমরা ঐ নরমাংস ও নরশোণিত ভোজনান্তে বিবিধ তালে মহোল্লাসে নৃত্য করব। যাও—শীঘ্র যাও—বিলম্ব ক'রো না।

হিড়িম্বা। দাদা! আপনার অনুমতিক্রমে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষিত প্রদেশে গমন করব। আর ঐ রাজপুত্র সদৃশ পুরুষগণ কি জন্য এখানে নির্ভয়ে নিদ্রিত তারও তথ্যানুসন্ধান ক'রে আপনার সকাশে উপস্থিত হব।

হিড়িম্ব। কেবল তাই নয়, ভগ্নি! অবিলম্বে সকলকে সংহার ক'রে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করবে। বহুদিন হ'তে সুস্নিগ্ধ রক্তাক্ত মানব-মাংস আহার ক'রে জঠর জ্বালা শান্তি করতে পারি নাই; আজ সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেই হবে। করুণা প্রকাশ ক'রে—কি তাদের কাতর ক্রন্দন অনুনয়ে বিমুগ্ধা হ'য়ে কোনক্রমেই অব্যাহতি দান করবে না। স্মরণ রাখবে—জীবহিংসা দ্বারা আত্মার সন্তোষ সাধন আমাদের রাক্ষস-জাতির স্বধর্ম্ম ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই উপদেশ বিস্মৃত হ'য়ে কদাচ যেন ওদের রূপে—বাক্যে বা চাতুরীতে আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ো না। তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমায় সহোদরা জ্ঞানে ক্ষমা করতে সমর্থ হব না। অতএব বৃথা কালক্ষয় না ক'রে হৃষ্টান্তঃকরণে আহার্য্য আহরণে প্রবৃত্ত হও।

হিড়িম্বা। আর্য্য! ভক্ষ্য বস্তু দর্শন ক'রে ভোজন লালসায় উৎফুল্ল অন্তর না হ'য়ে মায়ায় মুগ্ধ হব? রাক্ষসী আমি—কুলধর্ম্ম পরিহার ক'রে হীনবল মানবোচিত দয়া মায়াকে হৃদয়ে স্থান দান করব? না—তা' পারব না; এই আমি ভোজ্য আহরণে যত্নবতী হই।

হিড়িম্ব। এই মহাবলবান বিরূপাকৃতি তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট প্রদীপ্তমুখ হিড়িম্ব আজ পিশিতাশন হ'য়ে তোমার প্রতি এরূপ অনুজ্ঞা প্রচার ক'রেছে। যদি ক্ষুধায় দিগ্বিদিক্ লক্ষ্য পরিশূন্য না হতাম, তাহ'লে স্বয়ং স্বকরে সকলের সংহার সাধন ক'রে সানন্দে সুকোমল মাংস উদরস্থ করতাম। কিন্তু ভগ্নি, তা' পারলাম না। যেরূপ ক্ষুধানল প্রজ্বলিত, তা'তে সহসা অন্যত্র গমন আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। আজ ঐ মানবগণ আমাদের আহার্য্যরূপে এই বনে সমাগত। অতএব ভগ্নি! তুমি নির্ভয়ে ওদের আনয়ন কর। আমি ঐ গুহামধ্যে আলস্য নিবারণ জন্য শয়ন ক'রে জৃম্ভন ত্যাগ করিগে।

[প্রস্থান।

হিড়িম্বা। যাই, দাদার আজ্ঞা পালন করতে যাই। দাদা আমার কেবল জঠর জ্বালায় বিব্রত। কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রেছে। আমার মনে কেবল চিন্তা তা' অন্য চিন্তা নয়—মহাবীর্য্যবান্ নয়নরঞ্জন নাগরের চিন্তা! আমি আহার অন্বেষণে গমন করছি—যদি সুযোগ পাই, তবে বন-বিহার, পর্ব্বত-বিহার প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত প্রাণকান্তের পদে আত্ম বিক্রয় ক'রে তাঁর দাসীত্বে নিযুক্তা হব। তবে দাদার ভয়? তা' না হয় মায়াচক্রে স্থানান্তরে প্রস্থান করব। এখন দেখি কি হয়।

(গমনোদ্যতা)

ফুলসাজে ফুলধনু করে মদনের প্রবেশ।

(মদনকে দেখিয়া) এই এক সুন্দর যুবক ! আ-মরি কি রূপলাবণ্য ! দেখে চিত্ত আকৃষ্ট হ'চ্ছে—কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ ! কি করি ? সুন্দর—অতি সুন্দর !

মদন। কি, সুন্দরি ! কি ভাব্‌ছ ?

হিড়িম্বা। তুমি কেহে সুন্দর ?

মদন। আমি প্রেমিক। তুমি ?

হিড়িম্বা। আমি প্রেমিকা।

মদন। তা' বেশ ! প্রেমিক প্রেমিকা—মিলন যোগ্য বটে। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়—আমি ছোট, সুমিলন তো হবে না ?

হিড়িম্বা। তাহ'লে কি হবে ?

মদন। তোমার প্রেমিক তুমি পাবে।

হিড়িম্বা। কেমন ক'রে পাব, সুন্দর ? হাঁহে সুন্দর ! তোমার কি সবই সুন্দর ? হাতে তোমার যে ধনুঃ অস্ত্র—তাও পুষ্প নির্ম্মিত অতি সুন্দর !

মদন। সুন্দরি ! বীরের অস্ত্র প্রাণঘাতী—দেখ্‌তেও ভয়াবহ। আর প্রেমিকের অস্ত্র প্রেমময় আবার প্রিয়দর্শন।

হিড়িম্বা। ও অস্ত্র নিয়ে তুমি কি কর, সুন্দর ?

মদন। প্রেমের খেলা খেলি।

হিড়িম্বা। প্রেমের খেলা ? সে কেমন—আমায় দেখাও না, সুন্দর ?

মদন। রাক্ষসী প্রেমের খেলা কি বুঝ্‌বে ?

হিড়িম্বা। বুঝ্‌ব সুন্দর, আজ বুঝ্‌বে ; এ রাক্ষসী এখন প্রেম

চিনেছে—প্রেমিকা হ'য়েছে। তোমার প্রেমের অস্ত্রে কেমন প্রেম-খেলা কর আমার দেখ্‌তে সাধ হ'য়েছে। একবার দেখাও না, সুন্দর?

মদনের— নৃত্য গীত

আমার এ ফুলের ধনু ফুলের শর
ফুলে গড়া মম এ জীবন।
বাঁধা থাকি প্রেমিক আমি যেখানে যৌবন॥
বীরের শরে প্রাণ হরে,
আমার শরে প্রাণ শিহরে,
প্রেমিকের এই ফুল শরে
দেখ গুণ কেমন॥

(শরক্ষেপ)

[প্রস্থান।

হিড়িম্বা। এ কি হ'ল—এ কি হ'ল? কোথায় চ'লে গেল, সে সুন্দর কোথায় গেল? শর নিক্ষেপে প্রাণ হরণ ক'রে—মন উচাটন ক'রে কোথা' গেল সে প্রেমিক সুন্দর? যাই, দেখি কোথা' গেল সে। তার পর দাদার আদেশ পালন কর্‌তে যাব। এ কি জ্বালা! মন হু হু

করে কেন? যেন কি চায়—কাকে চায়? সে কে? কোথা থাকে? পাব কি? দেখি চেষ্টা ক'রে যদি কেউ আমার প্রাণের ভাব বুঝে মনের জ্বালা নাশ করতে পারে—এমন প্রাণেশ্বর পাই কি না দেখি? এইবার রাক্ষসী মূর্ত্তি গোপন ক'রে, যুবকজন মনমোহিনী ষোড়শী কামিনীর রূপ ধারণ করিগে; তার পর তাদের কাছে যাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরোবর-তীর।

ভিখারী বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সংসারে ভক্তগণ আমায় লীলাময় বলে। তার কারণ—তারা জানে, সংসারে যা' কিছু লীলা, আমিই তার নায়ক। আমারই সৃষ্টি মানব—আবার আমার সৃষ্টিই অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীট। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, উত্তম অধম, উদ্ধত শান্ত, সমস্তই আমার সৃষ্ট। দুর্য্যোধন দুষ্ট—পাণ্ডবেরা শিষ্ট; তাই তাদের অনিষ্ট চেষ্টা ক'রে দুঃসহ কষ্ট প্রদান করছে। তারও মূল আমি। কেন না, দুর্য্যোধনকে যদি যুধিষ্ঠিরের মত মতিমান করতাম, তাহ'লে আর এ অনর্থ হ'ত না। কিন্তু আবারও বলি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিপীড়িত না হ'লেও পাণ্ডবের ধর্ম্ম, বীরত্ব, বুদ্ধি, সামর্থ, কৌশল কিছুই প্রচারিত হ'ত না। আবার এক নূতন লীলা, পাণ্ডবেরা বারণানগরে জতুগৃহের বিপদ হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে এই বনে এসে নরঘাতক রাক্ষসের লোলুপ দৃষ্টিতে পতিত। সেই মহাবীর্য্যবান ভীষণাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে—আজ তার এ তাবৎ অর্জ্জিত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ ভীম কর্ত্তৃক কালকবলে কবলিত করতে হবে। সেই জন্য ভীমের কোলে উঠে তাকে নববলে বলবান করাই আমার উদ্দেশ্য। যদিও সে রাক্ষস বিনাশে সমর্থ, তবুও তার মূলে আমি। আমারই প্রথানুসারে হিড়িম্বার মনে প্রেমাশক্তির সঞ্চার। সকল কর্ম্মের আমিই কারণ। তাই আজও কারণ স্বরূপ হ'য়ে ভীমের পথশ্রান্তি লাঘব ও রাক্ষসের নির্ঘাত আঘাতে যন্ত্রণানুভব নিবারণ জন্য তাকে স্পর্শ করব। ঐ যে, মহাবীর মাতৃভক্ত ভীমসেন জননীর পিপাসা দূর করবার জন্য

সুশীতল সলিল সংগ্রহ করতে আসছে। আহা, আজ তিন দিন অনাহার—অনিদ্রা—আবার এই অমানুষিক পথশ্রম, তথাপি বীর অটল—অচল—স্থির—ধীর—প্রশান্ত। ঐ যে সে এসে প'ড়েছে! আমি একটু অন্তরালে যাই।

[প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এই তো জলাশয়! যাক্ নিশ্চিন্ত। এইবার এইখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম ক'রে—হস্তপদাদি বিধৌত করব। কিন্তু জল সংগ্রহ করব কিরূপে? কোন পাত্র তো আমার কাছে নাই। তাই—তো কি করি? (চিন্তা) হাঁ হ'য়েছে। উত্তরীয় বসন আর্দ্র ক'রে সলিল সংগ্রহ করব। এইবার পদধৌত করি। (জলে নামিয়া তথাকরণ) আঃ, অতি শীতল! বৃক্ষলতাপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ পথে আগমন হেতু যে ক্লান্তি, তা' যেন এই বারি স্পর্শে প্রশমিত হ'য়ে গেল। আঃ! অঞ্জলি ভ'রে জলপান ক'রে পিপাসা নিবারণ করি। (জলপান) একি জল না সুধা? এত সুমিষ্ট! আঃ! সকল পিপাসার শান্তি হ'ল! এইবার এই তীরে ব'সে একটু বিশ্রাম করি। (উপবেশন)

গীতকণ্ঠে ভাবানন্দের প্রবেশ

ভাবানন্দের— গীত

এ তো নয় বিশ্রাম সময়।
পিপাসায় জননীর তব জীবন সংশয়।
সলিল লইতে এসে কেন বৃথা কালক্ষয়।

ভীম। কে কি বল্‌লে? সত্যই তো! মা যে আমার পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে আমায় জল নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন, আর আমি নিশ্চিন্ত আছি? (দাঁড়াইল)

ভাবানন্দের— (গীতাংশ)

এখনো বাপ্ নও নিশ্চিন্ত,
র'য়েছে শত্রু দুরন্ত
ঘুমন্তে করিবে অন্ত, পাণ্ডব নিচয়॥

ভীম। সে কি কথা! এখানে শত্রু কে আবার? কে তাদের জীবনান্ত কর্‌বে?

ভাবানন্দের— (গীতাংশ)

রাক্ষস আছে এই কাননে,
পড়েছে সব তার নয়নে,
নিদ্রাগত ভূ-শয়নে, তারা সমুদয়॥

ভীম। অ্যাঁ! করাল ভয়াবহ কাননে সকলেই নিদ্রিত? তাহ'লে তো তাঁদের রক্ষার জন্য আমার দ্রুত গমন প্রয়োজন?

ভাবানন্দের— (গীতাবশেষ)

দ্রুতবেশে কর গমন,
নতুবা বিপদ ভীষণ,
আসিয়ে গহন কানন
অকালে হইবে লয়॥

[প্রস্থান।

ভীম। হা কৃষ্ণ! হা দীনবন্ধু! হা অনাথনাথ! মন্দভাগ্য পাণ্ডবদের কি কোথাও নিরাপদ স্থান নাই? যেখানে যাবে, সেইখানেই

নূতন বিপদ্ আক্রমণ কর্‌বে ? এত পাপ আমাদের কি ছিল যে, তার এই প্রতিফল ভোগ কর্‌ছি ? মধুসূদন ! তোমার মনে এতও ছিল ? জতুগৃহ হ'তে উদ্ধার ক'রে এনে আজ আমার অনুপস্থিতিতে তাদের রাক্ষস কবলে নিক্ষেপ করাই কি তোমার দীনবন্ধু নামের কর্ত্তব্য ? হায় হায় ! যদি গিয়ে দেখি যে, সে স্থানে কেউ নাই, তাহ'লে ভীমের সকল পরিশ্রম বিফল হবে—সমস্ত আশার পরিসমাপ্তি হবে। হরি হে ! যারা তোমার শরণাগত, সেই পাণ্ডবদের এত নির্য্যাতন কি তোমার অবিদিত ? এত ডাক্‌ছি, একবার বিপদ্ সময় দেখাও দিলে না ? তা' না দাও নিষ্ঠুর ! ভীম তোমার সাহায্য চায় না। তুমি দীনবন্ধু হ'লে দীন পাণ্ডবদের রক্ষা করতে। বুঝেছি কৃষ্ণ, তুমি ধনীর বাধ্য, তুমি ভক্তির বাধ্য নও, তুমি অর্থের বাধ্য—তুমি চাটুবাক্যে মুগ্ধ। আচ্ছা—তোমায় চাই না—তোমার করুণা চাই না, তবে কখন তোমার নাম ছাড়্‌ব না। এই চল্‌লাম, নারায়ণ ! তোমার নাম স্মরণ ক'রে নিদ্রিতা জননী সহ অনুজগণের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হ'লাম।

(গমনোদ্যত)

কলসী হস্তে ঝুলিভরা ফল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, হ্যাঁগা, তুমি কোথায় যাচ্ছ গা ?

ভীম। কে তুমি বালক, আমার গমন পথে বাধা দান কর্‌লে ? শীঘ্র পথ ছাড়—বড় বিপদ্ !

শ্রীকৃষ্ণ। কেন গা, কি বিপদ্ ?

ভীম। আমার প্রিয়তম সহোদরগণ ও জননী রাক্ষসের মুখে বিপদাপন্ন

শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বনাশ! তুমি তাদের ছেড়ে এখানে এসেছিলে কেন?

ভীম। তাদের জন্য পিপাসার জল আহরণ করতে।

শ্রীকৃষ্ণ। জল নেবে তো পাত্র কৈ?

ভীম। পাত্র আর কৈ? এই উত্তরীয় সলিল সিক্ত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি কে বালক?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ভিখারী বালক—জল নিতে এসেছি।

ভীম। আমায় বাধা দিলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বড় কষ্ট হ'য়েছে, আর চল্‌তে পার্‌ছি না।

ভীম। আমায় কি করতে হবে শীঘ্র বল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় যদি কোলে ক'রে এই বনটা পার ক'রে দাও, তবে অতি কষ্টে বাড়ী যেতে পারি।

ভীম। এই কথা! আমি তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা! এই কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছ, তোমার মাকে—ভাইদিগে খাওয়াতে?

ভীম। কি করি, বালক! পাত্র অভাবে বাধ্য হ'য়ে নিয়ে যেতে হ'চ্ছে; নতুবা উপায় কি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার এই কলসীটি তুমি নাও। এই কলসী ভ'রে জল নিয়ে যাও।

ভীম। আর তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি আবার একটা দেখে নোব।

ভীম। তুমি এ বনে কলসী নিয়ে এসেছিলে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। জল নিতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার কথা শুনে এটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি—তুমি নাও।

ভীম। ধন্য দয়াময় জগদীশ্বর! তোমার অপার মহিমা! দাও বালক! (কলসী লইয়া জলপূর্ণ করতঃ মস্তকে লইলেন) এইবার এস বালক, তোমাকে স্কন্ধে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, তোমায় যেন রুক্ষ রুক্ষ দেখ্‌ছি। স্নান কর নাই—খাও নাই?

ভীম। বালক! সে দুঃখের কথা শুনো না। আজ তিন দিন স্নান—আহার—নিদ্রা কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন গা? কি জন্য?

ভীম। বালক! আমরা রাজপুত্র। শত্রু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে বনে বাস কর্‌ছি। যে স্থানে এতদিন ছিলাম, সেখানেও শত্রুগণ সন্ধান পেয়ে—কৌশল ক'রে আমাদের জীবননাশে উদ্যত হ'য়েছিল। তখন অনন্যোপায় হ'য়ে প্রাণরক্ষার জন্য গভীর নিশিতে গোপনে পলায়ন কর্‌লাম। কুশ-কাশ-কণ্টকাবৃত নিবিড়ারণ্য অতিক্রম ক'রে সম্প্রতি এই বনে উপস্থিত হ'য়েছি। কিন্তু এখানেও শান্তি নাই। অযাচিতভাবে অলক্ষ্যে কোথা হ'তে দুরন্ত রাক্ষস, শত্রুরূপে এসে আবার নূতন বিপদে ফেলেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁগা! তুমি যে বল্‌লে—তিন দিন খেতে পাই নাই, তার কারণ কি?

ভীম। কি করি, বালক! এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে পথে পথে ঘুরে—গহন বনে খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে না পেরে বাধ্য হ'য়ে অনশনে দিন গত কর্‌তে হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, আমি ভিক্ষা ক'রে কতকগুলি চাল আর ফল পেয়েছি। তোমরা তিন দিন উপবাসী শুনে আমার প্রাণে কষ্ট হ'চ্ছে। তোমরা যখন প্রবাসী—বনবাসী—উপবাসী, তখন অতিথি। তা' এই ফলগুলি তোমরা নিয়ে যাও, আমি চা'ল নিয়ে বাড়ী যাই।

ভীম। কে তুমি নবনী গঠিত কোমল হৃদয় দয়াল শিশু? দয়া পরবশ হ'য়ে কাঙ্গাল কুন্তী কুমারদের কঠোর কাননবাস ক্লেশ ও অনাহার যন্ত্রণায় হৃদয় বিগলিত ক'রেছ, কে তুমি পরোপকারী পরম বন্ধু? আমাদের দুঃসময়ে তোমার এই মহাদানে পরমাপ্যায়িত হ'লাম। বালক! তুমিও ভিখারী—আমরাও ভিক্ষুক। ভিক্ষুক হ'য়ে ভিখারীর ভিক্ষালব্ধ ফল গ্রহণ করব? তা'তে কোনরূপ পাপস্পর্শ করবে না তো?

শ্রীকৃষ্ণ। না গো, না—পাপ হবে কেন? আমি ভিক্ষা ক'রে এনে আমিই যখন তোমাদের অতিথি হ'লে দান করছি, তখন আর পাপ হবে কেন? প্রবঞ্চনা কি অপহরণ তো কর নাই? বরং এ ফল গ্রহণ না করলে পাপ হ'তে পারে। কেন না—আহার দানে আত্মার সন্তোষ বিধান ক'রে আত্মরক্ষায় যত্নবান না হ'লে পাপ স্পর্শ করে এ শাস্ত্র বাক্য। এখন চল, পথে যেতে যেতে তোমায় সব বুঝিয়ে বলব।

ভীম। উত্তম, তাই চল; পথেই তোমার কাছ হ'তে ফল গ্রহণ করব।

শ্রীকৃষ্ণ। চল, আমিও তোমাকে পথেই ফল দান করব।

[কৃষ্ণকে স্কন্ধে লইয়া ভীমের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বনবালাগণের প্রবেশ।

বনবালাগণের—

বন ফুল তুলি,　　বনবালা মোরা,
গাঁথিব মোহন মালা।
বনদেবী গলে,　　দিব কুতূহলে,
ঘুচিবে মনের জ্বালা।

বনে বনে থাকি মোরা বনবাসিনী,
মলয় পবনে, কুসুমের ঘ্রাণে
সতত মোরা সুহাসিনী,
কোকিলের গানে, পাপিয়ার তানে,
হরষিতা দিবা যামিনী,
স্বভাব-সোহাগে, প্রেম-অনুরাগে,
আমরা আপন ভোলা॥
বনদেবী আমাদের বনের রাণী,
তুষিতে তাঁহারে, পরম আদরে
গাহি কত মধুর রাগিনী,
সুরঙ্গে সুভঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে
কহি কত নব নব স্তুতি বাণী,
মনের হরষে, মোহিত সুরসে
বনদেবী-দাসী যত বনবালা॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনভূমি।

অদূরে বটবৃক্ষতলে কুন্তী সহ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নিদ্রিত। ভীমের প্রবেশ।

ভীম। বালক কি অন্তর্যামী? যা' ব'লে গেল, তাইতো প্রত্যক্ষ করছি। আমার উদ্বিগ্নতা অবগত হ'য়ে বালক অভয় দিয়ে বল্লে—এখনও রাক্ষস তোমার জননী বা ভ্রাতাগণের কোন অপকার সাধনে সক্ষম হয়নি। সত্য—বালকের বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। এখনও এঁরা সকলেই সুখ-নিদ্রায় সুষুপ্ত। ফল এবং জল এইখানে এখন রক্ষা করি। নিদ্রা ভঙ্গে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করবেন। কিন্তু হায়! আজ এ কি মর্ম্মবিদারক দৃশ্য দেখ্‌ছি! হা বিধাতঃ! এ কি তোমার ভাগ্যচক্রের অভাবনীয় আবর্ত্তন! নরেন্দ্রকুল ভূষণ মহাবীরেন্দ্র মহানুভব পাণ্ডুর হৃদয়-নন্দনের ফুল্ল পারিজাতরূপী নন্দনগণ ধূলায় ধূসরিত—তৃণশয্যায় শায়িত হ'য়ে সুখে নিদ্রিত। সমুদ্র মন্থনোত্থিত পীযূষরাশির পূর্ণ কলসগুলি পুরীষক্ষেত্রে বিপর্য্যস্ত! সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ন্যায়পরায়ণ দাদা ধর্ম্মরাজ আমার—দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যিনি একদিন শান্তি-সুখে নিদ্রা যেতেন না, তিনিই কিনা আজ তৃণাঙ্কুর-বিদ্ধ যাতনা অনুভব না ক'রে সুবাসিত কুঙ্কুম কস্তুরী বিলেপিত সুকোমল অঙ্গ ধূল্যবলুণ্ঠিত ক'রে বিঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত! দুধের বালক নকুল সহদেব মাদ্রী মাতার বক্ষের ধন—যুধিষ্ঠিরাদির প্রাণাধিক প্রিয় রতন—আজ অনশনে বিশুষ্ক বদনে কঠিন মৃত্তিকা শয্যায় শায়িত! আর তাই

দেখে কঠোর-হৃদয় বৃকোদর এখনও জীবিত দেহে অবস্থান কর্‌ছে ! ওহো, বজ্রধর ! পাষাণ-প্রাণ ভীমের মস্তকে এখনও তোমার বৃত্রসংহারী বজ্র নিক্ষেপ কর্‌ছ না কেন ? আর জননীর এ দুর্দ্দশা যে দেখ্‌তে পারি না দেবরাজ ! যে মা আমার পূর্ব্বে সূর্য্যোত্তাপে কাতরা হ'তেন—যিনি শত্রু বিমর্দ্দন বাসুদেবের পিতৃস্বসা—ভোজরাজের দুহিতা—বিচিত্রবীর্য্যের পত্রবধূ—পাণ্ডুরাজের সহধর্ম্মিণী, তিনিও কিনা আজ দুঃখিনীর ন্যায় দীনভাবে দিন যাপন কর্‌ছেন। এমন ভাবে মাতৃ-দুর্দ্দশা দেখা অপেক্ষা মৃত্যুও যে, আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়ঃস্কর। হা ভগবন্‌ ! হা দয়াময় ! রাজকুমারদের ভিখারীবেশে বনবাসে দিয়ে তোমার কোন্‌ অভিনব মহিমা প্রচার কর্‌ছ ? উঃ ! লীলাময় ! তোমার লীলা কি এতই কঠিন ? (সবিষাদে উপবেশন)

ভীমের— গীত

আর এ যাতনা সহে না দয়াময়।
রাজরাণী আজ ভিখারিণী-কাঙ্গালিনী,
এ দশা হেরে বিদরে হৃদয়॥
রাজ্যহারা বনবাসী রাজার তনয়,
উপবাসে ধূলায় ধূসর হায় কি দুঃসময়,
(চাঁদ ডুবিল—ডুবিল)
(চন্দ্রকুলের কুলচাঁদ ডুবিল ডুবিল)
প্রতিবাদী বিধি অতি নিরদয়।
(প্রাণে দয়া নাই—দয়া নাই)
(কাঙ্গালের দুঃখ দেখে দয়া নাই দয়া নাই)
পাষাণ হ'তেও বিধি নিরদয়॥

করুণা কটাক্ষে চাহ ভবভয়হারী,
এ বিপদে কমলাক্ষ হও দুঃখহারী,
(আর আশা নাই—আশা নাই)
(তোমার ভরসা বই আর আশা নাই আশা নাই)
অভয়দানে দাও পদাশ্রয়।
(নৈলে বাঁচিনে—বাঁচিনে)
(মায়ের দুর্গতি দেখে বাঁচিনে—বাঁচিনে)
দীনদাসে দাও হে পদাশ্রয়॥

মোহিনীবেশে হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। আজ যেন সব সুন্দর! বন সুন্দর—গাছ সুন্দর—লতা সুন্দর—পক্ষিকুল—মলয় পবন সব সুন্দর! তাই বুঝি আজ আমিও সুন্দরী। দাদার আহার চাই, আর আমার প্রেমিক নাগর চাই। ঐ তো সেই অক্ষয় বটবৃক্ষ—ঐ তোর সেই দাদার লুব্ধ নেত্রে নিপতিত নর! কিন্তু হায়, অতি সুন্দর! মানবে এত রূপ সম্ভবে? এ যেন সব দেবমূর্ত্তি! সকলেই নিদ্রিত, কেবল একজন—আ-মরি মরি! কি সুন্দর ঐ জাগ্রত যুবা! এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। ঐ গৌরবর্ণ মহাবাহু সিংহস্কন্ধ মহাজ্যোতির্ম্ময়, কম্বুগ্রীব মহাত্মাই আমার ভর্ত্তা। চন্দ্র সূর্য্য, স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্বদেব দশদিক্, তোমরা সকলে সাক্ষী—হিড়িম্বার ভর্ত্তা ঐ মনমোহন মহাপুরুষ। যদি দাসী হ'তে হয়, তবে এইরূপ পরম সুন্দর পুরুষেরই দাসী হওয়াই গৌরব। (ভীমের নিকটে গিয়া) হে পুরুষ প্রধান! আপনি কে? কোথা হ'তে এসেছেন? ভূ-শয্যায় শায়িত ঐ দেবতুল্য পুরুষগণই বা আপনার কে? আর ঐ যে তপ্ত-

কাঞ্চনবর্ণা নারী গৃহের ন্যায় বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক অন্তরে এই বনমধ্যে নিদ্রিতা, উনিই বা আপনার কে? আপনারা কি জানেন না যে, এই বন রাক্ষসের বাসভূমি?

ভীম। জান্‌লে এখানে আস্‌বই বা কেন? আর এঁরাই বা এমনভাবে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাবেন কেন? কিন্তু এমন শঙ্কাপূর্ণ রাক্ষসাধিকৃত বনমধ্যে অসামান্যা সুন্দরী তুমিই বা কে?

হিড়িম্বা। এই বনে হিড়িম্ব নামে যে রাক্ষসের বসতি, আমি তারই ভগ্নী। হে মহাপুরুষ! আমার অগ্রজ সেই নরঘাতক রাক্ষস আপনাদিগে তার ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ ক'রে দুরভিপ্রায়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার দেবোপম কান্তি ও মনোহর সৌন্দর্য্যে মোহিতা হ'য়ে আমি আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রেছি। রাক্ষসী ব'লে আমার বাক্যে অবিশ্বাস করবেন না। আমি ত্রিসত্য কর্‌ছি—এ আত্মা আপনার সেবায় সমর্পণ কর্‌ব—কর্‌ব—কর্‌ব। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি আপনাকে ভজনা কর্‌ছি, আপনি আমার প্রতি কৃপাবান হন্।

ভীম। রমণি! দ্বিতীয় পাণ্ডব কামুক বা লম্পট নয়। আমার হৃদয় এখন সাংঘাতিক শেলাঘাতে আহত—জননীর দুর্দ্দশা এবং ভ্রাতাগণের এই দুরদৃষ্ট চিন্তায় অন্তর ব্যথিত—কাতর—মর্ম্মাহত। এ সময় ওরূপ পরিহাস প্রয়োগ পরিত্যাগ ক'রে তুমি স্থানান্তরে গমন কর। এ যন্ত্রণাপেক্ষা যদি রাক্ষস কবলিত হই, তাও আমার পক্ষে শান্তিপ্রদ।

হিড়িম্বা। মহাভাগ! আপনি আমার পতি—আমায় আপনার পদসেবিকা দাসীরূপে গ্রহণ করুন। আমরা উভয়ে মনোরঙ্গে কোন গিরিদুর্গে গিয়ে সুখে বসবাস করব। আমি ব্যোমচারিণী, ইচ্ছানুসারে

অন্তরীক্ষাদি সর্ব্বস্থানে বিচরণ করি; আপনিও আমার সঙ্গে সেই সকল সুখময় প্রদেশে অতুল আনন্দে বাস করবেন।

ভীম। রাক্ষসি! ইন্দ্রিয় নিগৃহিত মুনির ন্যায় কোন্ ব্যক্তি আপন জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং অনুজগণকে পরিত্যাগ করতে পারে আমায় বল্‌তে পার? আমার ন্যায় কোন্ মনুষ্যই বা কামার্ত্ত-চিত্তে নিদ্রিত ভ্রাতৃগণ ও স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাগুরু জননীকে রাক্ষসের মুখে তার ভোজনার্থে প্রদান ক'রে সুখ লাভাশায় গমন ক'রেছে বল্‌তে পার?

হিড়িম্বা। মহাভাগ! আপনার যা' অভিরুচি, আমি তাই করব। আপনি সকলের নিদ্রাভঙ্গ করুন। আমি সচ্ছন্দে সকলেই রাক্ষসকবল হ'তে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব।

ভীম। তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে এই অরণ্য মধ্যে সুখ সুপ্ত ভ্রাতৃগণের বা জননীর নিদ্রাভঙ্গ ক'রে পাতক সঞ্চয় করতে পারব না। হে ভীরু চারুলোচনে! মনুষ্য গন্ধর্ব্ব যক্ষ বা রাক্ষস যেই হ'ক্—এ ভীম বর্ত্তমানে কেউ আমার নিদ্রিত আত্মীয়গণের অনিষ্ট করা দূরে থাক্— নিদ্রাভঙ্গ বা কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। ভদ্রে! তুমি যাও বা থাক কিংবা তোমার যা' ইচ্ছা কর অথবা তোমার ভ্রাতাকেও প্রেরণ করতে পার। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি—কারও ভয়ে ভীত হ'য়ে এঁদের সুখ নিদ্রায় বিঘ্নোৎপাদন করতে পারব না।

হিড়িম্ব। (নেপথ্য হইতে) হিড়িম্বে! হিড়িম্বে! এত বিলম্ব কেন? বড় ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা!

হিড়িম্বা। হে পুরুষপ্রবর! ঐ দেখুন—সেই দুরন্ত রাক্ষস ক্রুদ্ধচিত্তে বৃক্ষ হ'তে অবতরণ করছে। আপনি এখনও আপনার এই নিদ্রিত স্বজনগণকে জাগরিত করুন। আমি সকলকে স্বীয় নিতম্বোপরি গ্রহণ

ক'রে অবিলম্বে শূন্যপথে অদৃশ্য হ'য়ে যাব ; নতুবা রাক্ষসকবলে কোনরূপেই আপনাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।

ভীম। পৃথু নিতম্বিনি! তুমি ভীতি পরিহার কর—আমার নিশ্চয় বোধ হ'চ্ছে ঐ রাক্ষস আমার কাছে অতি তুচ্ছ। ঐ দুর্ব্বৃত্ত কথনই আমার প্রতি কোন অত্যাচার কর্‌তে সমর্থ হবে না। তুমি প্রত্যক্ষ কর—আমি তোমার সমক্ষেই ওর সংহার সাধন কর্‌ছি। এই দেখ—করীশুণ্ড সদৃশ আমার উরুদ্বয়—লৌহ মুদ্গর সম এই যুগল বাহু—এবং বিশাল গিরিশৃঙ্গ সদৃশ সুদৃঢ় বক্ষস্থল। তুমি আমায় সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে অবহেলা ক'রো না। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ মহা অত্যাচারী রাক্ষসকে মৃত্যু সদনে প্রেরণ ক'রে—আমার মাতা ও ভ্রাতাগণের নিদ্রাকালের শান্তি রক্ষা কর্‌ব। মাত্র তুমি—এঁদের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্তা থেকো। এই উপকার কর্‌লে তোমার প্রতি আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হব। ঐ—ঐ সেই রাক্ষস সমীপাগত। আয়—আয় রে মৃত্যুমুখী পতঙ্গ! আজ তোর ধ্বংসের জন্য কালরূপী বৃকোদর সদর্পে দণ্ডায়মান।

(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

হিড়িম্বের প্রবেশ।

হিড়িম্ব। কে রে? কে তুই আত্মশ্লাঘী? হিড়িম্বে! অ্যাঁ! এ কি? পাপিনি! আমার আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে এ কি বেশে এখানে এসেছিস্? কেশ পাশ কুসুমদামে ভূষিত—বদনমণ্ডল পূর্ণেন্দুবৎ সুশোভিত—রমণীয় সূক্ষ্মবসনাবৃত—নানালঙ্কার মনোহারিণী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছিস্ কেন, হিড়িম্বে? রে কামোন্মত্তা রাক্ষসি! আমার ভোজনের অন্তরায় হ'য়ে মন্মথ শরবিদ্ধ গাত্রে রাক্ষসগণের যশোশশাঙ্কে কলঙ্ক কালিমা অর্পণে বাসনা? ধিক্ কলঙ্কিনী, শতধিক্ তোকে! উত্তম—উত্তম, তুই আমার

আদেশ অমান্য ক'রে যে আসন্ন মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে—আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠানে সমুদ্যতা, অদ্যই সেই পাপমতি মানবকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে তোকেও তার অনুগামিনী কর্‌ছি।

(ভীমকে আক্রমণোদ্যত)

ভীম। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্ত নরান্তক রাক্ষস! আমার পরমারাধ্যা মাতা ও অর্চ্চনীয় দেবচরিত্র দাদা শান্তি উপভোগ কর্‌ছেন, তাঁদের শান্তিভঙ্গ করিস্‌ না ; ভীম তাঁদের শান্তিরক্ষক।

হিড়িম্ব। শান্তিরক্ষা? শান্তিরক্ষা? হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য) কোথায় এসেছিস্‌ জানিস্‌? এ কৃতান্তের করাল কবল! এখানে কারও পরিত্রাণ নাই, দুরাত্মন!

ভীম। ভীম সে জন্য বিন্দুমাত্র ভীত নয় রে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস! কিন্তু সাবধান! আমার সমক্ষে আমারই আশ্রিতা হিড়িম্বাকে তিরস্কার করিস না। কেন না—ঐ কোমলপ্রাণা রমণী স্বেচ্ছায় আমার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। মন্মথের উৎপীড়ন হ'তে নিস্কৃতি লাভাশায় আমার আশ্রিত হ'য়েছে। সে জন্য মদনই অপরাধী—হিড়িম্বা দোষ পরিশূন্যা ; তাকে তিরস্কার বৃথা।

হিড়িম্ব। ওরে অপরিণামদর্শী দুর্ব্বল মানব! তোর কাছে দোষাদোষ সপ্রমাণ জন্য আসা হয় নাই। তোদের সুরসাল সুস্নিগ্ধ মাংসে রসনার তৃপ্তি সাধন উদ্দেশ্যেই আজ প্রলয়ান্তক যমের ন্যায় আমি উপস্থিত। এই দেখ্‌—আমি এখনই তোরই সমক্ষে এই সুষুপ্ত মানবগণকে উদরস্থ করি। (গমনোদ্যত)

ভীম। কোথা'—কোথা' যাবি, অল্পাশয়? আমি অক্ষত দেহে স্বশরীরে বিদ্যমান থাক্‌তে সুষুপ্তগণের প্রতি অত্যাচার কিংবা হিড়িম্বার কোনরূপ অপকার সাধন সঙ্কল্প তোর নিতান্ত দুরাশা—প্রলাপের অন্যায়

আকাঙ্ক্ষা। রে নরঘাতক রাক্ষস, তুই একাকী আমার সহিতই সমরে প্রবৃত্ত হ'—আমিই তোকে এখনই শমন সদনে প্রেরণ করব। তোর ঐ সুবৃহৎ মস্তক, মদোন্মত্ত মাতঙ্গ সম আমার এই ভীষণ পদাঘাতে নিষ্পেশিত ক'রে ধূলিকণা সহ মিশ্রিত করতে পারি কি না, তা' তুই দেখিস্ আর নাই দেখিস্—অন্তরীক্ষবাসী ও কাননবিহারী সকলেই নিরীক্ষণ করবে। হিংস্রক! এতাবৎ মানব রক্তে যে স্থান কলুষিত ক'রে আস্‌ছিস্, আজ তোর উত্তপ্ত শোণিতে সেই স্থান পবিত্র ক'রে বনবাসিগণের ঘোরাতঙ্ক নিবারণ করব।

হিড়িম্ব। রাখ্ তোর শূন্য গর্ব্ব—রাখ্ তোর বৃথা বাক্যাড়ম্বর! কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রদান ক'রে বলবীর্য্যের পরিচয় দে। রে দুর্ব্বুদ্ধি! রে অপ্রিয়বাদি! তুই যখন আমার ভোজনের অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান, তখন অগ্রে তোরই শিরস্থিত—শিরা সমূহ বিচ্ছিন্ন ক'রে শোণিতধারা পান করাই আমার কর্ত্তব্য। তার পরে সকলকে তীক্ষ্ণ-দন্তে চর্ব্বিত ক'রে উদরসাৎ করব এবং এই পাপানুগামিনী কুলধর্ম্ম পরিত্যাগকারিণী হিড়িম্বাকে শত সহস্র খণ্ডে বিখণ্ডিত করব। দেখি, আজ তোকে হিড়িম্ব-কবলে কে রক্ষা করে? (আক্রমণ)

ভীম। আমার রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বরক্ষক নারায়ণ। আয়—আয় রে অযাচিত শত্রু! (হিড়িম্ব সহ মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে) মা আমার মহাসুখে নিদ্রা যাও—নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করুন দাদা ধর্ম্মরাজ অনুজগণের সহিত। আমি তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টাকারী কণ্টককে অপসারিত করছি। সুন্দরি! আমার অবর্ত্তমানে তুমিই এঁদের রক্ষিকারূপে নিয়োজিতা থাক। সাবধান! যেন নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটে! চল্ দুর্ব্বৃত্ত! এ স্থানে তোর জীবনান্ত করলে সকলের নিদ্রা-সুখে বাধা জন্মাতে পারে। অতএব স্থানান্তরে তোকে প্রক্ষেপ ক'রে

পুনরাক্রমণে নিহত করব। হে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ নিকর! দশদিক্-পাল! তেত্রিশকোটী দেবতা! হে জল স্থল অন্তরীক্ষবাসী প্রাণিবর্গ! সাক্ষী থাক তোমরা ধর্ম্মরাজের শান্তিভঙ্গকারী রাক্ষসের আজ কি দুর্গতি করি। ভো ভো ঋষিবৃন্দ! উদ্দেশে প্রণাম করি—আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আপনাদের তপঃবিঘ্নকারী পূজোপকরণ অপহারী কদাচারী নিশাচরকে বিনষ্ট ক'রে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হই।

[হিড়িম্বকে নিক্ষেপ করতঃ দ্রুতবেগে প্রস্থান।

ভীমের— গীত

ভো ভো দেবতা, শোন শোন কথা
বিফল না হয় যেন পণ।
বধিয়া হিড়িম্বে, যেন অবিলম্বে
করিতে পারি শান্তি স্থাপন॥
জয় চক্রধর সমরে সহায়,
নিবেদন করি প্রভু তব রাঙ্গা পায়,
রক্ষ বিনাশিব তোমারি কৃপায়,
মম অন্তর-বারতা তব পাশে নহে তো গোপন॥
অত্যাচারী এই দুরন্ত নিশাচরে,
করিব সংহার তব কৃপা বরে,
রাক্ষসে বধিবে সামান্ত নরে
ভাবে যেন আমারে এ নহে স্বপন॥

কুন্তী। (সহসা নিদ্রাভঙ্গে) অ্যাঁ! এ কি! সহসা বনস্থল প্রকম্পিত হ'ল কেন? প্রভাতকালীন জলদ-গর্জ্জনবৎ ভীষণ শব্দ শ্রুতিপথে প্রবেশ করছে যে! তবে কি ভূগর্ভস্থিত কোন উষ্ণ প্রস্রবণ

প্রকাশিত হ'চ্ছে, না ভূমিকম্পের পূর্ব্বলক্ষণ? তাই তো, আমার ভীম কি এখনও জল নিয়ে ফিরে আসে নাই? (ফল ও জলপাত্র দেখিয়া) না—না, এই যে বাছা আমার বারিপূর্ণ কলসী ও প্রচুর ফল আহরণ ক'রে সযত্নে রক্ষা ক'রেছে! তবে সে আবার কোথায় গেল? ও বাবা যুধিষ্ঠির! অর্জ্জুন! নকুল, সহদেব! ওঠ বাবা! আর কত নিদ্রা যাবে? একে নিবিড় বন অন্ধকার - তা'তে আবার রাত্রিকাল। বোধ হয় বনমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র প্রাণিগণ বিকট চীৎকারে কানন প্রতিধ্বনিত করছে। আমি একাকিনী-নারীজাতি বড় ভয় হ'চ্ছে আমার। ওঠ বাবা, ওঠ সব তোমরা। দেখ—ভীম জল নিয়ে ফিরে এসে আবার কোথায় গেল দেখ?

অর্জ্জুন। (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) ভয় কি—ভয় কি, মা! এই যে আমি জাগ্রত হ'য়েছি।

যুধিষ্ঠির। আমারও নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে, মা! ভাই অর্জ্জুন! কি ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছে নয়? আকাশে কি মেঘের সঞ্চার হ'য়েছে?

নকুল। (উঠিয়া) একি, দাদা! একি, মা! ভূমিকম্পের মত পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে কেন?

সহদেব। (উঠিয়া) মা! মা! আমার বড় ভয় হ'চ্ছে—গা কাঁপছে, একি হ'ল, মা! হয় ত বাঘ ডাক্‌ছে! আমায় কোলে নাও।

(কুন্তীর কোলে মুখ লুকাইল)

অর্জ্জুন। ভয় কি—ভয় কি ভাই সহদেব! দাদার ভাই হ'য়ে তুমি আমাদের কাছে র'য়েছ, তোমার ভয় কি, ভাই? মা, সহদেবকে কোলে নাও।

কুন্তী। (সহদেবকে কোলে লইলেন) দেখ—দেখ বৎসগণ! ঐ যেন কি একটা উজ্জ্বল জ্যোতি আমাদের নিকটে র'য়েছে নয়?

অর্জ্জুন। তাই তো! ও যে রমণী মূর্ত্তি। ওরই গাত্রস্থ অলঙ্কার হ'তে মণি, মুক্তা, হীরকাদির উজ্জ্বল আভা প্রকাশিত হ'চ্ছে।

কুন্তী। এত রাত্রে এখানে তুমি কে মা? কি উদ্দেশ্য তোমার? কোথায় থাক তুমি? নামই বা তোমার কি, মা?

হিড়িম্বা। মা গো! আমি এই কাননেই থাকি—আমার নাম হিড়িম্বা, আমি জাতিতে রাক্ষসী।

অর্জ্জুন। অঁ্যা! রাক্ষসী? তুমি রাক্ষসী? তুমিই কি তবে আমার অগ্রজকে ভক্ষণ ক'রে আমাদের নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা ক'রে আছ?

হিড়িম্বা। হে দেবতুল্য মহাভাগ! আমি রাক্ষসী সত্য, কিন্তু আপনার অগ্রজের জীবনহারিণী নই, আমি তাঁরই সহধর্ম্মিণী।

যুধিষ্ঠির। রাক্ষসি! এ কি তোমার মায়া? আমাদের অগোচরে ভীমসেন কথন্ তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রেছে?

হিড়িম্বা। তিনি করেন নাই, আমিই মনে মনে তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি। সর্ব্বদেবতাকে সাক্ষ্য ক'রে আমিই তাঁর চরণে আত্ম সমর্পণ ক'রেছি।

কুন্তী। মা! তুমি যখন তাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রেছ, তখন সতীধর্ম্মানুসারে ভীমই তোমার পতি। কিন্তু সখি! তোমার আরাধনার ধন—আমার হৃদয়ের ধন—সেই ভীমসেম কোথায়?

হিড়িম্বা। মা! উতলা হবেন না। আপনাদের নিদ্রাকালে আমার অগ্রজ আপনাদিগে দূর হ'তে দর্শন ক'রে রাক্ষসোচিত স্বভাবে আপনাদের জীবন নাশ করতে আমায় প্রেরণ ক'রেন। আমিও সেই আজ্ঞা পালনের জন্য এখানে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। কিন্তু আপনার পুত্র—সেই পরম সুন্দর কেশরী সম পরাক্রান্ত, মহাবীরকে অবলোকন

মাত্র সকলের অন্তর বিহারী মন্মথের বশীভূতা হ'য়ে স্ব-ইচ্ছায় তাঁর চরণের দাসী হ'য়েছি।

অর্জ্জুন। তার পর? দাদা এখন কোথায়, তাই বল?

হিড়িম্বা। তার পর আমার দাদার অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত ক'রে আপনাদের রক্ষার জন্য তাঁকে বল্লাম—সকলের নিদ্রাভঙ্গ করুন, আমি রাক্ষসী মায়াপ্রভাবে সকলকে সঙ্গে ল'য়ে নিমিষের মধ্যে গগনপথে অন্তর্হিত হ'চ্ছি। তা'তে তিনি আপনাদের শান্তিভঙ্গ জনিত পাতক ভয়ে নিরস্ত হ'লেন। এদিকে আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখে আমার অগ্রজ কৃতান্তসম ক্রুদ্ধচিত্তে এই স্থানে উপস্থিত হ'য়ে আপনাদের নিদ্রিতাবস্থায় আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। তখন আমার পতি—আপনার পুত্র—মহাবলেন্দ্র সিংহের মত্ত গজ আক্রমণের ন্যায় প্রবলবেগে সেই দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসের সহিত মল্ল রণে প্রবৃত্ত হ'লেন। পাছে আপনাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে, সেই আশঙ্কায় অনতিদূরে সেই প্রলয়ান্তক কৃতান্ত অথবা প্রমত্ত গজমুখ মহামল্ল যুদ্ধে নিযুক্ত হ'য়েছেন।

কুন্তী। অ্যাঁ! বল কি মা, রাক্ষসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কি?

যুধিষ্ঠির। মাগো! গ্রহবৈগুণ্য ব্যক্তির বৈকুণ্ঠবাসেও সুখ নাই। বারণাবতের সেই প্রাণ সঙ্কট বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রে যে ভীম অলৌকিক শক্তি দক্ষতায় সকলকে এই অজানিত স্থানে আনয়ন ক'রেছে, আমার সেই জীবন সম্বল—পরম অবলম্বন বাহুবল ভীম রাক্ষস কবলে নিপতিত হ'য়ে আত্মরক্ষার জন্য মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত! কিন্তু রাক্ষস-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মানবের শক্তির বহির্ভূত। ভীমের অবস্থার কথা শুনে আমার আশা ভরসা সব যেন অতল সলিলে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। ভাই অর্জ্জুন! চল ভাই, ভীমকে রক্ষা করবার জন্য আমরা সত্বর তার সকাশে গমন করি। আমাদের সাক্ষাৎ লাভ করলে সে উৎসাহিত—নিশ্চিন্ত হবে।

বিপদকালে একাকী কর্ত্তব্য নির্ণয় করা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন। মা! আপনি নকুল সহদেবকে ল'য়ে এই স্থানে অপেক্ষা করুন। মা হিড়িম্বে! তুমি এঁদের রক্ষা করবে—যেন কোনরূপ বিপদ্ না ঘটে। এস, অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। চলুন—চলুন, দাদা! আজ দেখ্‌ব—সে রাক্ষস কত সামর্থ ল'য়ে পাণ্ডবের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হ'য়েছে। যদিও মধ্যম দাদা এতক্ষণ যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে আমরা গমন মাত্রেই সেই সর্ব্বপ্রাণীর ভয়োৎপাদক দুরাত্মা ক্রূরচেতা রাক্ষসকে সংহার করবই করব। এই ভুমণ্ডল মধ্যে যক্ষ রক্ষ, নাগ নর, দৈত্যাদির ভিতর এমন বলশালী উৎসাহী বীর কেউ নাই যে ভীমার্জ্জুনের ক্রোধোদ্দীপ্ত রক্তাক্ত লোচন সন্দর্শনে ভীতি প্রযুক্ত স্তম্ভিত না হয়। আর বিলম্ব বিধেয় নয়—শীঘ্র চলুন।

হিড়িম্বা। আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা প্রদান আমার নিতান্ত প্রগল্‌ভতা। তবে এইমাত্র বলি যে, আমার দাদার শক্তি সামর্থ আমি বিশেষরূপেই বিদিত আছি। কিন্তু আমার পরম পূজ্য পতি শক্তি—সামর্থ—তেজঃ—বীর্য্য—শৌর্য্য তার চেয়ে শতগুণে অধিক ব'লেই আমার অনুমান হয়।

অর্জ্জুন। যাই হ'ক্, রাক্ষসি! না—না তুমি রাক্ষসী নও—দেবী। তোমার সাহায্যেই আজ আমরা গুপ্ত বিপদ বার্ত্তা অবগত হ'য়েছি। তুমিই পূর্ব্বাবধি অগ্রজ ভীমসেনকে সতর্ক ক'রেছিলে। যদিও তুমি রাক্ষস কুলোদ্ভবা, তথাপি দেবীর ন্যায় তোমার হৃদয়। তোমার বাক্য সত্য হ'লেও মধ্যম দাদার অনুসন্ধান ক'রে এ বিপদে তাঁর সাহায্য করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক—আমরা অবিলম্বেই প্রত্যাবৃত্ত হব। আসুন দাদা!

সহ প্রস্থান।

সহদেব। মা! মেজদাদাকে রাক্ষসে ধ'রে নিয়ে গেছে! কি হবে, মা?

কুন্তী। আর কি হবে, বাবা! ভাগ্যে যা' আছে, তাই হবে। আমার কর্ম্মফলেই বাছাদের পদে পদে এত বিপদ। আর আমি তাই স্বকর্ণে শুন্‌ছি—স্বচক্ষে দেখছি। কিন্তু তবুও তো মৃত্যু হ'চ্ছে না?

নকুল। দুঃখ ক'রো না মা! ভয় কি? আমাদের ভগবান্ রক্ষা কর্‌বেন।

হিড়িম্বা। তা' বই কি, মা! নিরাশ্রয়ের ভগবানই আশ্রয়।

কুন্তী। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্! আমার ভীমকে ভয়াল রাক্ষসের হস্তে নিষ্কৃতি দান কর। তুমি ভিন্ন তাদের সহায় আর কেউ নাই। তুমি জগতপিতা জগন্নাথ জগবন্ধু। আমার বাছাদের বন্ধু হ'য়ে এই বিপদ সিন্ধু পার ক'রে দাও।

গীত

নিবেদন হে মধুসূদন, রক্ষা কর এ বিপদে।
দুর্দ্দিনে শরণাগত মম পুত্রে রাখ শ্রীপদে॥
তুমি হে জগতের পিতা,
ক'রো না মোরে সন্তাপিতা,
চিরদিন আমি তব আশ্রিতা
সুখে, দুখে, শোকে সম্পদে॥
পুত্র মোর রাক্ষসের রণে,
রেখো তারে শ্রীচরণে,
দেখো-দেখো কৃপা নয়নে
হ'য়ো কর্ণধার এ দুঃখ নদে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বন।

যুদ্ধরত হিড়িম্ব ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম। সাবধান—সাবধান, দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস !

হিড়িম্ব। সদর্পে সানন্দে সদা সতর্ক হিড়িম্ব।
বুদ্ধিভ্রষ্ট, নরাধম, অল্পায়ু মানব !
আত্মপ্রাণ রক্ষা কর্—রক্ষা কর্ মূঢ় !
কঠোর কুলীশ সম গুরু পদাঘাতে
মস্তক বিচূর্ণ করি, শার্দ্দূল সদৃশ—(পদাঘাত)
রক্তাক্ত বদনে তোরে করিব চর্ব্বণ।
সাবধান—সাবধান, হারালি জীবন
এই বক্ষ—বক্ষ ঘাত প্রতিঘাতে
শিরীষ কুসুম সম চুর্ণিব শতধা।

(বক্ষে বক্ষে যুদ্ধ)

ভীম। (বক্ষের আঘাত ব্যর্থ করিয়া)
আয় পুনঃ—আয় পুনঃ, কেন রে নিবৃত্ত ?
কতক্ষণ—কতক্ষণ করিবি আঘাত ?
তোর মত শত শত দুর্ব্বলের বক্ষে
ভীমের এ হৃদ্‌পিণ্ড হবে না কম্পিত।
এই পুনঃ বক্ষাঘাত—(বক্ষে বক্ষে আঘাত)
শিরে শিরে সঙ্ঘর্ষণ (মাথায় মাথায় আঘাত)
সহ্য কর্—সহ্য কর্—দেখি সহিষ্ণুতা।

হিড়িম্ব। করতলে নিষ্পেষিত করি মুণ্ড তোর
ধূলি সম রেণু রেণু করি এইবার।
(হস্ত দ্বারা ভীমের মস্তক পেষণ)

ভীম। (মস্তক ছাড়াইয়া লইয়া)
পেয়েছি—পেয়েছি সন্ধান এখন।
এইবার মম-হস্তের পেষণে
বিমর্দ্দিত হবি তুই, দুষ্ট!
পেষণী যন্ত্রেতে যথা পেষিত গোধূম।
(হিড়িম্বের মস্তক নিষ্পেষণ)

হিড়িম্ব। (মস্তক ছাড়াইয়া লইয়া স্বগত)
মহাবলশালী এই দুর্জ্জয় মানব।
যুগল কর মর্দ্দনে
হিড়িম্ব-মস্তক আজ হ'ল বিঘূর্ণিত।
তাই বলি নিরুদ্যম হব না কখন।
মানবের হন্তারক রক্ষ নিশাচর
বিধির বিধান ইহা।
ভক্ষ্য বস্তু লোভ সংক্ষুব্ধ করিয়া
পরাঙ্মুখ না হব সমরে।

ভীম। কি হিড়িম্ব নিশাচর!
কি ভাবিছ মনে?
দুর্ব্বল মানবকুল করিয়া নির্ম্মূল
অতিশয় দর্প হ'য়েছিল তোর
কেমন—অহঙ্কার টুটেছে এবার?
নির্ব্বাক্—নিশ্চল কেন নিশ্চেষ্ট আহবে?

হিড়িম্ব। করুণায় প্রাণ মোর হয় বিগলিত
রূপবান যুবা তুই বীরেন্দ্র সম্ভব।
কিন্তু হায়, মহামূল্যবান জীবনের
না বুঝি' মমতা,
কেন সাধে হ'লি রে রাক্ষস বিপক্ষ ?
শোন্—শোন্—অনুগ্রহ
করিলাম তোরে,
নিদ্রিত পঞ্চ মানবে করিব ভক্ষণ
না করিলে প্রতিবাদ—নাহি দিলে বাধা
সুনিশ্চয় ক্ষমা তোরে করিবে হিড়িম্ব।

ভীম। হেন কৃপাপ্রার্থী তোর নহে বৃকোদর,
কৃপাসিন্ধু যিনি—যাঁহার কৃপায়
বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, বিহঙ্গ, মাতঙ্গ,
দেব দৈত্য, নাগ নর, রাক্ষস পিশাচ,
জল স্থল, অন্তরীক্ষ, স্থাবর জঙ্গম,
আদি, অন্ত, মধ্য, সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়,
সেই সর্ব্বময় কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর হরি
করুণার কণামাত্র করিলে অর্পণ
তোর মত দুরাচার হিংস্রক খলে
পলকে পাঠাবে ভীম সংযমনী পুরে।
সামান্য রাক্ষস তুই পশুর ঘাতক
দুর্ব্বল পীড়িত দুষ্ট, তোর অত্যাচারে
প্রভূত সামর্থযুক্ত এই বৃকোদর
শত্রু পাশে কৃপা ভিক্ষা না করে জীবনে।

ধর্ম্মদাস আমি ভবে, প্রতিজ্ঞা আমার
ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিব স্ববলে।
দুষ্টের দমন করি, শিষ্ট যুধিষ্ঠিরে
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দিব রাজ সিংহাসন।
এ প্রতিজ্ঞা—ভীমার্জ্জুন থাকিতে ধরায়
না হবে লঙ্ঘন মূঢ়! পাপী তুই—
নরহত্যা—পশুহত্যা করিয়া নিষ্ঠুর!
পবিত্র ধরণী বক্ষ কর কলুষিত,
প্রায়শ্চিত্ত কাল তার পূর্ণ এতদিনে।
অহঙ্কৃত! তোর ভার অসহ্য ধরার
সে ভার লাঘব হবে ভীম-মুষ্টাঘাতে। (প্রহার)

হিড়িম্ব। শত শত মুষ্টাঘাত—পুষ্পবৃষ্টি মম
রাক্ষসের প্রতিদ্বন্দ্বী আহার্য্য মানব?
কি দুরাশা—কি দুরাশা আকাশ কুসুম।
অটল পর্ব্বতপ্রায় হিড়িম্ব-শরীর
মানবের মুষ্টাঘাতে না হবে স্পন্দিত
কাননস্থ মহাবৃক্ষ সম্ভূত মানব
নির্ব্বাপিতে পারে কিরে সামান্য মক্ষিকা?
(মুষ্টাঘাত ও পুনঃ যুদ্ধ)

ভীম। সম্ভবে—সম্ভবে কালে সকলি সম্ভবে
অকুত সাহস তোর। আমারি সমক্ষে
আমার আত্মার অংশ অনুজ সকলে
পরম আরাধ্যাদেবী জননীরে মোর
ভক্ষিতে বাসনা তোর?

প্রাণ ভিক্ষা দিবি অনুগ্রহ করি ?
তাহাদের করিবি বিনাশ
স্বচক্ষে দেখিয়া আমি রহিব নিশ্চিন্ত ?
মন্দ নয় এই আশা—
জাগ্রতে কি দেখিছ স্বপন ?
মোহ ঘোর ভঙ্গ করি উন্মিলি' নয়ন
দেখ্ ধূর্ত্ত! কাল তোর শিয়রে আগত!
পদাঘাত করিলি আমায়—
প্রতিশোধ—এই পদাঘাত—(পদাঘাত)
ব্যস্—এইবার ভূমিসাৎ—
(হিড়িম্ব ভূপতিত হইল, ভীম তাহার বক্ষে
জানু দিয়া বসিলেন)

হিড়িম্ব। (পড়িয়া) অন্যায়—অন্যায়—সম্পূর্ণ অন্যায়
এ নহে সমর রীতি—
বীর তুই ক্ষত্রকুলে লভিয়া জনম
এইরূপে রণমাঝে আক্রম' বৈরীরে ?
এই কি হে বীরের কর্ত্তব্য ? কর্ পরিত্যাগ,
যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গত মাতি মল্লরণে
দেখাই শকতি কত হিড়িম্ব-শরীরে।
(ভীমকে সরাইয়া গাত্রোত্থান)

ভীম। দেখা—শক্তি দেখি তোর সমর কৌশল।
(উভয়ের ঘোরতর মল্লযুদ্ধ)

হিড়িম্ব। (স্বগত)
বুঝিলাম আজি মোর অন্তিম সময়

শার্দ্দূল কবলগ্রস্ত মৃগশিশু সম।
অসামান্য বীর এই মানব রূপেতে।
আমাদের রক্ষবংশে রাজা দশানন
প্রজাপতি ব্রহ্মা-বরে বলদৃপ্ত হ'য়ে
দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সদর্পে
অনেক ধার্ম্মিক নৃপে উৎপীড়ন ফলে
পরিশেষে কালচক্রে মজিল সবংশে—
মানব—বানর সহ করি বিপক্ষতা।
অনুমান হয় মোর, বুঝি সেইরূপ
হিড়িম্ব নিধন তরে কালের নিয়মে
মানব অরাতি আজি সমরে উদয়।
বুঝিলাম আজি মোর অন্তিম সময়।

ভীম। (হিড়িম্বকে জড়াইয়া ধরিয়া)
দেখ হে অমরবর্গ! তপঃ বিঘ্নকারী
হিড়িম্বের কি দুর্গতি বৃকোদর-করে।
রাক্ষস! জীবহিংসা করি কাল গত তোর
ইষ্টনাম থাকে যদি কর্‌রে স্মরণ।
না দেখি নিস্তার তোর বুঝেছি বিক্রম
এই গিরিশৃঙ্গ সম দৃঢ় নিষ্পেষণে
প্রাণবায়ু ক্ষণমধ্যে হবে বহির্গত
কোথা' দাদা ধর্ম্মরাজ!
কোথা রে অর্জ্জুন!
কোথায় মোহিনীরূপা হিড়িম্বা সুন্দরি!
দেখে যাও অগ্রজের পরিণাম তব—

সন্ত্রাসিতা হ'য়েছিলে যে দাদার ভয়ে
দেখে যাও—দেখে যাও প্রায়শ্চিত্ত তার।
দেখ চক্রধর! দেখ তুমি হৃদে থাকি' মম
পাপের কি প্রতিফল ঘোর ভয়াবহ!
নিদ্রা যাও মহাসুখে জননী আমার!
চিরদাস ভীম আজ রক্ষক সবার।
ঘুমাও—ঘুমাও সুখে দাদা ধর্ম্মরাজ!
রাজ চক্রবর্ত্তী তুমি—ভাগ্য দোষে হায়
কাননে করিছ বাস। দুঃখ না করিও,
অনুগত ভৃত্য সম ভীম বর্ত্তমানে
কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'তে দিবে না চরণে।
এসেছিল নিশাচর করিতে ভক্ষণ
ভীমার্জ্জুন দাস যার সেই ধর্ম্মরাজে।
লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
সফল সে বাক্য আজ
রাক্ষস নিধনে।
এ তাবৎ হীনবলে করিয়া বিনষ্ট
উচ্চাশায় অহঙ্কৃত ছিল নিশাচর
ভাবে নাই দর্পহারী আছে একজন
সেই নারায়ণ নিখিল পালক
কর্ত্তারূপে বিরাজিত থাকিয়া অন্তরে
উপলক্ষ করি মোরে এনেছেন হেথা
অশিষ্ট অশান্ত ক্রূর হিড়িম্ব সংহারে।
ধন্য বাহুবল মম ধন্য এতদিনে।

কিন্তু মনঃ! আত্মহারা হইয়া আনন্দে
অহঙ্কারে যেন ভ্রমে ক'রো না আশ্রয়
এখনো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে
বধ'—বধ'—বধ' যত কৃতঘ্ন রাক্ষসে।

গীত

কেন রে মন এমন ধারা তোর।
অরাতি না মরিতে কেন আনন্দে বিভোর॥
বধ' বধ' বধ' ত্বরা রক্ষ দুরাচারে,
দেশ উৎপীড়িত যার অত্যাচারে,
রাক্ষসে না বধিলে শান্তি নাই সংসারে,
ছাড় ছাড় মিছে মোহ-ঘোর॥

হিড়িম্ব। (আর্ত্তস্বরে)
যন্ত্রণা—যন্ত্রণা হায়, বিষম যন্ত্রণা!
অজস্র শোণিত-ধারা বহে ক্ষতমুখে
দুর্ব্বল মস্তিষ্ক মম শূন্য চতুর্দ্দিক!
অন্ধকার—অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার!
এতদিনে প্রায়শ্চিত্ত হইল পাপের!
বুঝিলাম আজি মোর মরণ নিকট।

ভীম। এইবার রাক্ষসের অনন্ত দুর্দ্দশা
পদদ্বয় আকর্ষণ করিয়া স্ববলে
স্কন্ধোপরি করিব সংযোগ।
বর্ত্তুলাকার কুষ্মাণ্ড যেমন
সেইরূপ নিশাচরে করিয়া কৌশলে
গতায়ু করিব এই নারকী রাক্ষসে। (তথাকরণ)

হিড়িম্ব। (বিকৃতস্বরে) গোঁ—গোঁ—গোঁ!

ভীম। এইবার পূর্ণ মনস্কাম,
যাও পাপী, অনন্ত নরকে।

[প্রস্থান।

হিড়িম্ব। (জড়িত স্বরে)
এইবার কণ্ঠাগত প্রাণ
হস্ত পদ অস্থি-গ্রন্থি শিথিল সর্ব্বাঙ্গ।
এইবার অবসান রাক্ষস-লীলার
পিপাসা! উঃ, দারুণ পিপাসা!
জল—জল—উঃ! (মৃত্যু)

যমদূতগণের প্রবেশ।

যমদূতগণের— নৃত্য-গীত

যমরাজার পিয়াবের দূত মোরা হাঁসি খিল খিল।
কইলে কথা, ঘুরিয়ে মাথা মারি ঠেসে কীল॥
মড়া বওয়া কাজে পাকা পোক্ত আমরা সকলে,
ধ'রে ঘাড়ে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নরকে দিই ফেলে,
তুল্‌লে মাথা লাগাই গুঁতা নৈলে লোহার ঢিক।
ছুড়্‌ব ক'সে, দেখ্‌ব হেসে পাপীর মুস্কিল॥

[হিড়িম্বকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বন-প্রান্ত।

কুন্তী, হিড়িম্বা, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

কুন্তী। মা হিড়িম্বে! আমি যে স্থির হ'তে পার্‌ছি না, মা! প্রাণ যে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। হ্যাঁ মা, তোমার দাদা কি অত্যন্ত নিষ্ঠুর?

হিড়িম্বা। মা! তিনি যতই নিষ্ঠুর হ'ন্, পতিগত প্রাণা হিড়িম্বার পতির কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।

কুন্তী। বুদ্ধিমতি! বিপদকালে আশ্বাস বাক্যদায়িনী মা! তোমার সতীত্ব বলে বাছা আমার নিরাপদ হ'লেও আমার মায়ের প্রাণ— দশমাস দশদিন কঠোর জঠর যন্ত্রণার শান্তিদাতা পুত্রধন—আমার যে মর্ম্মজ্বালা অসহ্য, মা!

নকুল। মা! ভয় নাই, রাক্ষস বিনষ্ট হ'য়েছে। ঐ দেখ, মেজদাদাকে সঙ্গে নিয়ে বড়দাদা আর সেজদাদা ফিরে আস্‌ছেন!

সহদেব। ও মা! মেজদাদার গায়ে রক্ত দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে, মা!

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। মা! তোমার আশীর্ব্বাদে ভীম আমার, মহাবলবান হিড়িম্ব রাক্ষসকে নিহত ক'রে হিড়িম্বারি নাম ধারণ ক'রেছে।

কুন্তী। আঃ! এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'লাম। দুখিনীর অমূল্য রত্ন তোমরা পাঁচ ভাই, নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করুন।

যুধিষ্ঠির। ভাই হিড়িম্বারি! এই রমণী হিড়িম্বের সহোদরা। এর অভিপ্রায় তুমি অবগত আছ। অতএব ভাই, গন্ধর্ব্ব বিধানে বনদেবতাকে ও চন্দ্র সূর্য্যাদি দেবগণকে সাক্ষ্য ক'রে এঁর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হও।

কুন্তী। যাও মা, তোমার অভিপ্রেত স্থানে গিয়ে পতিসেবা কর। কিন্তু মা! যেখানেই থাক, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাছাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

হিড়িম্বা। মা! প্রণাম করি। (প্রণাম) আপনার কৃপায় আমার বাসনা পূর্ণ হ'ল।

অর্জ্জুন। দিবাভাগে দাদা যেখানেই থাকুন, সন্ধ্যা সমাগমে আমাদের বিপদহারী দাদাকে আমাদের কাছে এনে দিও, নতুবা আমরা সশঙ্কিত থাক্‌ব।

ভীম। আর এক কথা—যতদিন তুমি পুত্রবতী না হও, ততদিন আমি তোমার নিকটে থাক্‌ব; পুত্রবতী হ'লেই আমার সহিত তোমার এ ভাব পরিহার কর্‌তে হবে। কেমন—সম্মত?

হিড়িম্বা। আপনার যা' অভিরুচি। এক্ষণে আসুন, আপনার রণশ্রান্তি নিবারণ করিগে।

ভীম। চল।

[হিড়িম্বা সহ প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। চল, আমরাও বিশ্রাম করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বনবালাগণের প্রবেশ।

বনবালাগণের— নৃত্য-গীত

ব'য়ে যায় আনন্দ-তুফান।
রাক্ষস নিধনে সবে শান্তি-নীরে করে স্নান॥
এই বন পুনঃ হবে উপবন,
এই স্থানে হবে সুখ নিকেতন,
ধার্ম্মিকের হবে হেথা আগমন,
শুনিব কত হরিনাম গান॥
আবার বসতি করিবে মুনি,
গাহিবে প্রণব, বেদধ্বনি,
পুণ্য-গাথা শ্রবণে শুনি
জুড়াইবে মোদের তাপিত প্রাণ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেত্রকীয় রাজসভা।

উড়ুম্বক ও বকম্বকের প্রবেশ।

উড়ু। ওরে ভাই বকম্বক!

বকম। কি রে দাদা উড়ুম্বক!

উড়ু। আমাদের এমন মাণিকযোড় নাম কেন হ'ল, ভাই?

বকম। নিজেদের গুণে—

উড়ু। কেন ভাই, আমি উড়ে উড়ে চাড়া করি ব'লে উড়ুম্বক?

বকম। হাঁ, আর আমি গোলা পায়রার মত গলা ফুলিয়ে বকম্ বকম্ করি ব'লে আমার নাম বকম্বক।

উড়ু। উড়ুম্বক বকম্বক আমরা দু'টী ভাই ঠিক যেন কিস্কিন্ধার বালী আর সুগ্রীব।

বকম। এ কোন্ দেশী কথা দাদা?

উড়ু। আরে ভাই, এ সব ভাবরাজ্যের কথা। আমার মাথা খুলে গেছে—তাই এমনধারা ভাব এসেছে।

বকম। মাথা খুলে গেছে কি দাদা? এ খোলা মাথা আবার জোড়া লাগ্‌বে তো? নৈলে যে, মাথার ঘি নষ্ট হ'য়ে ঘি শূন্য মাথা হবে যে? মাথা খোলা পেলেই কাক চিলে ঘি ঠুক্‌রে খাবে যে, দাদা!

উড়্‌। তা' নয় ভাই, তা' নয়। নূতন নূতন কথা তৈরী করবার ভাব মাথায় এলেই মাথা খুলে যায়। যথা—

লঙ্কাতে বাধিল যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ—
মহানন্দে রাবণের হ'ল রাজ্যলাভ।

বকম। এমন কথার কেতা কোথা, শিখ্‌লে, দাদা?

উড়্‌। বেড়াতে গিয়ে মানুষের কাছে শিখে এসেছি। এই তো সুরু—মহারাজ এলে আবার তুবড়ী উড়্‌বে।

বকম। তুব্‌ড়ী ছাড়্‌বি তুই, আমি ছাড়্‌ব হাউই—

উড়্‌। আয় তবে এইখানে একটু শুই—

বকম। নিশাচর কিনা, তাই দিনেই ঘুমুই।

উড়্‌। আর হ'ল না ঘুম—দেখা দিয়েছে ধ্বজা, ঐ আস্‌ছে বুঝি রাজা।

সেনাপতি গজস্কন্ধ সহ বকাসুরের প্রবেশ।

বকা। সেনাপতি গজস্কন্ধ! অতীব অসম্ভব—নিতান্ত—বিচিত্র! জনরবে শুন্‌তে পাচ্ছি—হিড়িম্বক কানন নাকি এখন শান্তিপূর্ণ নিরাতঙ্ক স্থান হ'য়েছে। বান্ধব প্রধান হিড়িম্বকে কোন মহাবল নর কিংবা যক্ষ অথবা দেব বা দানব সংহার ক'রেছে। কি আশ্চর্য্য! মূষিকের পদভারে শৈল শৃঙ্গ ভগ্নাবস্থায় ভূপতিত! মক্ষিকার পক্ষোদ্ভূত বায়ুতে দাবানল নির্ব্বাপিত—এ সব যেমন স্বপ্নের অগোচর—কল্পনার বহির্ভূত, হিড়িম্ব ধ্বংসও আমার পক্ষে তদ্রূপ অনুমিত। তোমার কি বোধ হয়, সেনাপতি?

গজ। আমার অনুভব হয়—এ কোন দুষ্ট লোকের রটনা—সম্পূর্ণ মিথ্যা—বিশ্বাসযোগ্য নয়।

উড়্। আলবৎ মিথ্যা—ষোল আনা মিথ্যা। তেমন তেজীয়ান রাক্ষসকে মার্‌তে পারে, এমন বীর এখনও মাতৃগর্ভে।

বকম। মাতৃগর্ভে কি তেমন বীরের এখনও জন্মই হয় নাই।

বকা। নিশ্চয়। রাক্ষস বা দানবের চির প্রতিদ্বন্দী অমরবৃন্দ মধ্যেই যখন তেমন শক্তি সামর্থশালী কেউই নাই, তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি অপেক্ষা পরাক্রমে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, এমন মানব কি গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কে আছে? তবে হাঁ, দেবতাপেক্ষা রক্ষবংশীয় বীরেন্দ্র বর্গের সামর্থ অত্যধিক। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত লোকবিদ্রাবণ লঙ্কাধিশ্বর দশানন অগণ্য গণ্য মান্য, সামর্থ্য-নৈপুণ্য সম্রাট্‌গণকে পরাভূত ক'রে অমরপুরবাসী সুরেন্দ্রকেও নির্য্যাতিত ক'রেছিল। কিন্তু তাঁর পরিণাম নর বানরের রণে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি। আমার বোধ হয় রাবণ সংহারে কোন দেবচক্র অন্তর্নিহিত ছিল।

উড়্। আজ্ঞে হ্যাঁ—ফাঁকে—ফাঁকিতে—চালাকিতে রাবণ বধ হ'য়েছে।

বকম। তাও অন্যের ফাঁকি নয়, আপনি যাঁর নাম করেন, সেই ঠাকরুণ অকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ঘুমের ঝোঁকে এই কাণ্ডটা বাধিয়েছিল।

বকা। সেই জন্যই তো বল্‌ছি—দৈব দুর্ব্বিপাকে রাবণ নিহত। রাবণ ব্রহ্মার নিকট বরগ্রহণকালে ভক্ষ্য নর বানরকে বিজয় বর প্রার্থনা না করায় দেবগণই কৌশলক্রমে নর ও বানররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে এইরূপ প্রতারণা ক'রেছে। কুম্ভকর্ণকে অর্দ্ধবর্ষ নিদ্রাভিভূত করাও দৈব ষড়যন্ত্র। কিন্তু হিড়িম্ব তো সে সব দৈবচক্রের বহির্ভূত। সে নিজেই ভুজবল প্রভাবে অসংখ্য মহা মহাবীরকে পরাজিত ক'রেছে। তার মৃত্যু সংবাদ মা জগদম্বার কৃপায় অলীক প্রতিপন্ন হ'ক্। আর যদি এ রটনা

সত্য মূলকই হয়, তবে এর মধ্যেও শঠতা বিরাজিত আছে। হয় তো কেউ গুপ্তভাবে গুপ্ত অস্ত্র নিক্ষেপে অথবা দেবগণ নিদ্রিতাবস্থায় বজ্র, পাশ, দণ্ড প্রভৃতি নিক্ষেপ ক'রে তাকে সংহার ক'রেছে।

উড়্। ব্যস্! পালায় কোথা? এই ঠিক অনুমান।

বকম্। হুবহু—হুবহু! সব দেবচক্র—সব দেবচক্র!

গজ। যতই দেবচক্র হ'ক্, মহারাজ! অসাবধানতা প্রযুক্তই জীবের জীবনান্ত হয়! সাবধানের বিনাশ নাই, এ কথা ধ্রুব সত্য।

বকা। যথার্থ সেনাপতি! অদ্যাবধি আমাকে বিশেষ সতর্কতাবলম্বনে অবস্থান কর্‌তে হবে। কেন না—আমার অসাধারণ ক্ষমতায় সমগ্র প্রদেশ বিত্রস্ত। আমার এ বীরত্ব-বার্ত্তা দিক্‌দিগন্তে বিঘোষিত। সত্যই যদি রাক্ষস হন্তারক বীর এসে থাকে, আর মানবগণকে আমার করাল কবল থেকে রক্ষা কর্‌তে সে বাসনা করে, তাহ'লে কি জানি কখন অলক্ষিতে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে। আচ্ছা, সেনাপতি! আমরা সকলেই মায়া-বিদ্যা বিশারদ। ইতিপূর্ব্বে আমি মায়াবলে নানাস্থান পর্য্যটন ক'রে উদর পোষণ কর্‌তাম। কিন্তু এই সাম্রাজ্য যাঁর অধিকৃত, তিনি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রেছেন এবং প্রত্যহ মহিষযুক্ত শকট পূর্ণ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও সেই শকট চালককে আমার ক্ষুধা নিবারণার্থে সমর্পণ কর্‌বেন এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আমায় সন্ধিসূত্রে বদ্ধ ক'রেছেন। তদবধি আমি বেত্রকীয় গৃহ ব্যতীত অন্যত্র গমন করি না। তোমরা সকলেই আহারান্বেষণে কত শত রাজ্য যাতাযাত কর। দেখেছ কি—বল্‌তে পার—আমার সমকক্ষ যোদ্ধা অথবা তদপেক্ষা শক্তিশালী মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নর মধ্যে কেহ আছে কি?

উড়্। আরে ছ্যাঃ! আপনার সমান কি, আপনার শতাংশ সহস্রাংশ, কি দূর ছাই—লক্ষাংশের একাংশও কাউকে দেখ্‌তে পাই না।

বকম। তা বৈ কি, যারা সব আছে, ম'রেই আছে। মিছে—মিছে—নাড়ীপট্কা—পচা কুমড়ো ; আপনার ঐ শালের কোঁড়ার মত লম্বা হাত গায়ে ঠেকেছে কি মরেছে।

গজ। সত্যই এ কথা—এ চাটুবাক্য নয়। আমার বোধ হয়—আপনার সমকক্ষ বীর অদ্যাবধি কেহ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

বকা। দেখ সেনাপতি! আমার ভূরী বাহুবল প্রভাবে কোটী কোটী স্বনামধন্য মহা মহা বীর পুরুষের ধ্বংস সাধন ক'রেছি। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ সামর্থ্য সহ্য করা দূরে থাক্, এক তৃতীয়াংশ শক্তিও আমায় প্রয়োগ কর্‌তে হয় নাই। যাক্ সে সব কথা—আচ্ছা গজস্কন্ধ! আজ কোন্ স্থানের কোন্ ব্যক্তির নিকট হ'তে আমার ভোজ্য সামগ্রী আস্‌বে দেখ তো?

গজ। উড়ুম্বক! বকম্বক! দেখে বল তো আজ কার পর্য্যায়ের দিন?

উড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ বলি—(খাতা খুলিয়া দেখিতে দেখিতে বকম্বকের প্রতি) তুইও দেখ্‌রে বকম্বক!

বকম। আমি কি দেখ্‌ব? আমার তো এ প্রসাদী খাতা—মরার হিসাব আর তোর তো জ্যান্তর হিসাব—তুই গোড়া দেখ্‌বি—আমি আগা দেখ্‌ব।

উড়ু। আহা, এই খাতাটাই তুই দেখে ব'লে দে না ভাই! যমরাজার এক চিত্রগুপ্ত—আর আমরা বক রাজার জোড়া চিত্রগুপ্ত।

বকম। আমার চশমা নেই, দেখ্‌তে পাব না—তুই দেখে বল্।

উড়্। (দেখিয়া) আজ্ঞে, আজ একচক্রা নগরের ভক্তরাম শর্ম্মার পালার দিন।

বকা। ব্রাহ্মণ?

বকম। শর্ম্মা যখন, তখন ব্রাহ্মণ না হ'য়ে যায় না।

বকা। তার বাড়ীতে কে কে আছে?

গজ। তারা পতি পত্নী আর তাদের একটী ছেলে, একটী মেয়ে।

বকা। আচ্ছা যাও, তোমরা স্ব স্ব কার্য্যে গমন কর।

উড়্। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

[বক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বকা। আজ আমার পূর্ণানন্দ! ব্রহ্মহত্যা কর্‌ব—ব্রহ্মহত্যা কর্‌ব। ব্রাহ্মণগণ আমার চিরবিদ্বেষী—আমার অভীষ্ট কার্য্যের তারা প্রবল অন্তরায়। যত শীঘ্র ধরা হ'তে ব্রাহ্মণবংশ লোপ হয়, ততই আমাদের রাক্ষস জাতির মঙ্গলের কারণ। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা আমাদের অভীপ্সিত কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম। আজ সেই পথের পথিক হব, ব্রাহ্মণের মাংসে উদর পরিতোষ কর্‌ব। কে এমন দুঃসাহসিক ব্রাহ্মণভক্ত আছে, কে আজ বকের করাল কবলে ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর্‌বে? বিপ্রগণ কি মহামূর্খ? উপবাসে শীর্ণদেহে সুখাদ্য ঘৃতাদি পবিত্র বস্তু ভস্ম মধ্যে নিক্ষেপ করে। যে ঘৃত ভোজনে অঙ্গের লাবণ্য—দেহের সামর্থ বর্দ্ধিত হয়, সেই হবি কিনা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রদান করে। আবার বলে—যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হ'চ্ছে। আজ দেখ্‌ব—যজ্ঞকারী যাজ্ঞিককে কেমন ক'রে যজ্ঞেশ্বর বিপন্মুক্ত করে? আজ যজ্ঞেশ্বর বকের সমক্ষে উপস্থিত হ'লে তাকেও দেখাব যে, রাক্ষসের কি অত্যদ্ভুত প্রতাপ! যাই, এখন হ'তে সুরাপানে মত্ত হই গে, নচেৎ ভোজনে ব্যাঘাত সংঘটিত হ'তে পারে।

ভ্রম ও ভ্রান্তির প্রবেশ।

উভয়ের— **নৃত্য-গীত**

এস আজ খেল্‌ব মোরা তোমার সনে।
আর থাক্‌তে হবে না তোমায় অনশনে—
খাবার নিয়ে আস্‌ছে মানুষ ব'সো ব'সো হে আসনে॥
আমাদের নাইক কোন ভজন ভাজন,
চাই মোরা শুধুই ভোজন—শুধুই ভোজন,
যখন যা' হয় প্রয়োজন, তার আয়োজন
যোগাই মোরা এই দু'জনে—
আজ হ'তে তোমার বুকে কর্‌ব বাসা পাত্‌ব আসন॥

[প্রস্থান।

বকা। নাহি জানি কেবা এই দুই জন?
মূরতি দেখিয়া দোঁহাকার
কি যেন কি শক্তিবলে ধাঁধিল নয়ন।
কথা শুনে মনে হয় সত্যবাদী এরা
যা' বলিল—আমারো বাসনা তাই
ভোজন—ভোজন চাই—চাই না ভজন,
প্রয়োজন প্রচুর ভোজন
করিয়াছি তার আয়োজন।
আজি সেই ব্রাহ্মণের পালা
মম খাদ্য ল'য়ে শকটারোহণে
আসিতে হইবে তারে সুনিশ্চয়।
ব্রাহ্মণে খাইব—শকটের মহিষ খাইব

পায়স পিষ্টক কিছু না ত্যজিব
ভোজনে আনন্দ মোর।
যাই দেখি গিয়া নগর ভিতরে
মম খাদ্য তরে ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন
করিতেছে কিবা ব্যবস্থা এখন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভক্তরামের বাটী।

ভক্তরামের প্রবেশ।

ভক্ত। দৈনন্দিন নিত্যক্রিয়ার এতক্ষণে পরিসমাপ্তি হ'ল। ঊষাকালে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান ক'রে স্নানাহ্নিক, হোম, পূজা সমাপনান্তে শিষ্যগণকে শাস্ত্র উপদেশ শিক্ষা প্রদান কর্‌লাম। কিন্তু এখনও একজন অতিথির শুভ সন্দর্শনে সন্তোষ লাভ কর্‌তে পার্‌লাম না। এজন্য ব্রাহ্মণী বা আমি এখনও জলগ্রহণ কর্‌তে পাই নাই। অভ্যাগত অতিথি নারায়ণ। সেই অতিথি নারায়ণের সেবা না হ'লে এ দগ্ধ উদরকে আহার্য্য দানে তৃপ্ত কর্‌তে পার্‌ছি না। প্রচণ্ড তাপে মার্ত্তণ্ডদেব বিমানের মধ্যপথে—জঠরানলও তাই এত প্রজ্বলিত। কিন্তু অতিথি কৈ? কোথায় অতিথিরূপী নারায়ণ! হতভাগ্যের পর্ণকুটীরে পদার্পণ ক'রে আমাদের আনন্দ দান কর। আমি সাধুগণের মুখে নানা প্রসঙ্গে শ্রুত হ'য়েছি যে, সংসারে উৎকৃষ্টতম গতিলাভ কর্‌তে হ'লে ইষ্টদেবকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে হয়। ব্রাহ্মণ-কুলে—ব্রাহ্মণ-ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেছি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত সুকর্ম্ম সমাধা আমার সাধ্যাতীত। তত্রাচ ব্রাহ্মণ-নন্দন ভক্তরাম ইষ্টরূপী নারায়ণকে হৃষ্ট রাখ্‌বার জন্য অতিথিরূপী নারায়ণের শুশ্রূষা সৎকার না ক'রে কোন দিন অন্নগ্রহণ করে নাই। আজ এই দ্বিপ্রহর সমাগমে যদি অতিথি না পাই, তাহ'লে অনশনেই দিন অতিবাহিত কর্‌তে হবে। তত্রাচ বিনা অতিথি সেবায় জলগ্রহণও কর্‌ব না। কোথায় সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ কল্পতরু গুরো! সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বময়! কৃপা ক'রে একবার আমার হৃদিমধ্যস্থিত ষোড়শদল পদ্মে সমারূঢ় হ'য়ে

মনোবাসনা পূর্ণ কর। হে ব্রহ্মা! হে বিষ্ণু! হে মহেশ্বর! হে সর্ব্বদেব দেবি! সাক্ষাৎ দিব্যজ্ঞান রূপী পাতকীতারণ ভবাব্ধি কর্ণধার! আমি ভক্তিহীন—সাধন শক্তিবিহীন, অথচ মুক্তি প্রয়াসী। হে চৈতন্যময়! চরাচর-মুক্তিদাতা! আমার এই সংসারের অনিত্যতা মুক্ত ক'রে তোমার চরণ প্রান্তে মিশিয়ে নাও; এই আমার সকাতর মিনতি।

"সর্ব্বসিদ্ধিং প্রদং গুরু গিরিশং গোবিন্দরূপং।
বন্দেহং নিত্যগোপালং মদ্‌গুরু ভক্তবৎসলম্॥"

ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবানন্দের— গীত

ভাবের বশে ভাব ভবে ভবারাধ্য ধন।
বাসনা পুরিবে তোমার, হইবে অসাধ্য সাধন॥
ভক্ত ধ্রুব প্রহ্লাদে,
রেখেছেন পরমাহ্লাদে, সম্পদে বিপদে—
ভক্তি বাধ্য সে ভক্তাধীন, কর সার তাঁর আরাধন॥
ভক্ত বলীর দর্পহারী, ভক্ত বলীর দ্বারে দ্বারী,
অষ্টপ্রহরই হরি—
ধর্ম্মবল কর সম্বল, ঘুচিবে মায়ার বাঁধন॥

ভক্ত। মহানুভব! আপনার বিষয় বিরাগী বেশ দর্শন ক'রে বোধ হ'চ্ছে আপনি পরম জ্ঞানবান—নিষ্ঠাচারী—ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা। উপদেশ দিতে গীতিছলে ব'লে গেলেন ধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, তারই সাধন কর। কিন্তু হে সাধকপ্রবর! যে শক্তিতে সাধনা—যার বলে সাধনা, সেই ধৈর্য্য বা ভক্তি আমার নাই—কোথায় ভক্তি ভিক্ষা পাব?

ভাবা। সংসার মরুর আশা মরীচিকা ভ্রান্ত পান্থের পক্ষেই এরূপ বাক্য শোভা পায়। কিন্তু তোমার হৃদয়গত ভাব প্রচ্ছন্ন রেখে আমায় ছলনায় মুগ্ধ করতে বাসনা ক'রেছ? তা' পারবে না, বৎস! আমি তোমার অন্তর বাহির সমস্তই দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। ধর্ম্ম তোমার কর্ম্মগুণে চির বাধ্য। তুমি গুণবান, সুধার্ম্মিক, ব্রতপরায়ণ, তীর্থ দর্শন প্রয়াসী। নচেৎ দেব দুর্ল্লভ হোমধেনু তোমার কামনা পূর্ণ করতেন না। পূর্ণরূপে ধর্ম্মের সেবক না হ'লে কেউ কখন কামধেনুর অধিকারী হ'তে পারে না। আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে সারব্রত অতিথি সেবাই অবলম্বন কর। অতিথির কৃপায় তোমার দুর্জ্জয় সঙ্কট নিবারিত হবেই হবে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। এই মহাত্মার বাক্যানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানই আজ হ'তে আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কথার ভাবে এঁকে দিব্যজ্ঞানী ব'লেই বিশ্বাস হয়। যেন পুষ্প, চন্দন, গঙ্গোদক, নৈবেদ্য ভক্তির অনুসঙ্গী, তদ্রূপ সাধনাও পরিণাম পথ পরিষ্কারের প্রধান পন্থা তা'তে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও আমি কখন জ্ঞানকৃত কোন অধর্ম্মে লিপ্ত হই নাই, তথাপি এই উপদেষ্টার নিঃস্বার্থ প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব উপেক্ষা না ক'রে আরও সতর্কতা সহকারে ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নবান্ হব। ধন রত্নাদি অহঙ্কার-বর্দ্ধক অর্থ পরিহার ক'রে পরমার্থ চিন্তায় কালাতিপাত করাই সকলের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ প্রভাবে মনের আবিলতা নষ্ট হবেই হবে। ধর্ম্ম লক্ষ্য—ধর্ম্ম উপলক্ষ—ধর্ম্মই পরকালে মোক্ষ। মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে ধর্ম্ম রক্ষাই স্থুল দেহধারীর সূক্ষ্ম কর্ম্ম। ধর্ম্মাধার! আমায় ধর্ম্মে মতি প্রদান কর—ধর্ম্ম আমার হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করুক।

পতিব্রতার প্রবেশ !

পতি। ধর্ম্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। যাঁর বিন্দুমাত্র করুণা বলে দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ, তাঁর গুণানুকীর্ত্তন ক'রে পঞ্চভাবের যে কোন ভাবের ভাবুক হ'য়ে—তাঁর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ধর্ম্মরক্ষা।

ভক্ত। এস—এস ব্রাহ্মণী, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তস্করের যেমন অর্থের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি—ক্ষুধার্ত্তের যেমন আহার্য্যের প্রতি লক্ষ্য, তদ্রূপ ধর্ম্মের কথায় লক্ষ্য রেখে দ্রুতপদে তার অংশভাগিনী হ'তে এসেছ? আবার বল্‌লে পঞ্চভাবের যে কোন এক ভাবের ভাবুক হয়ে, তা' ব্রাহ্মণী, ভাবের ভাবুক হ'তে পারবে?

পতি। আপনার চরণে যদি মতি থাকে—আর যদি আপনার আশীর্ব্বাদ থাকে, তবে কেন পার্‌ব না, নাথ?

ভক্ত। এই তো তবে আমার সাধনার পথে অগ্রসর হবার মাহেন্দ্র সুযোগ। পতি-পত্নী এক ভাবের স্রোতে ভেসে না গেলে কি সেই ভাবময় ভগবৎ তত্ত্ব বিদিত হ'তে পারা যায়? আচ্ছা ব্রাহ্মণী, তুমি যে পাঁচভাবের কথা বল্‌লে—কার কার সে পাঁচভাব?

পতি। দাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা পরম দেবতা! এ বাক্যের উত্তর আপনি দেন।

ভক্ত। তবু তোমার মুখেই শুন্‌তে চাই। দেখি, আমার প্রাণের ভাবের সহিত—তার ঐক্য হয় কি না?

পতি। পরম পুরুষ ভগবানের আর পরমা প্রকৃতি ভগবতীর পঞ্চ ল'য়েই আনন্দ। করাল বদনা কালীর পঞ্চমুণ্ডের আসন, পঞ্চ ম কারে পূজা। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চভাবে মধুর ব্রজলীলা, এ তো শাস্ত্র

কথা, নাথ! তা' ছাড়া আপনিও তো কতদিন দাসীকে এইরূপ পঞ্চতত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছেন?

ভক্ত। ব্রাহ্মণী! তবু বল তুমি—আমি শুনে সুখী হই। আজ আমার বড় আনন্দ! মহাপুরুষের উপদেশ পেয়েছি, তাই ব্যাকুল-হৃদয়ে তোমায় বারম্বার বল্‌ছি—বল—আবার বল—মধুর ব্রজলীলা মাধুর্য্যময়ী শক্তিলীলা সরল জ্ঞানে যা' জান, তাই বল। আজ তোমার মুখে কালা-কালীর তত্বকথা শুনে—কালা কালী ভেদ জ্ঞান না ক'রে কালের মুখে কালী দিতে যদি কারু বাসনা থাকে, তবে সে সাবধান হ'ক্। সময় হ'য়েছে। কালা কালীর তত্ত্ব-জ্ঞানে জ্ঞানী হবার সময় হ'য়েছে। কালের বশে যখন জন্ম হ'য়েছে তখন কালে মৃত্যু সুনিশ্চয়।

পতি। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। আর মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা এই পঞ্চ ম কারে তারার সাধনা। আবার এদের দু'জনকেই শত্রুভাবে সাধনা ক'রেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। প্রমাণ—রাবণ আর মহিষাসুর।

ভক্ত। ধর্ম্মরক্ষা করতে হ'লে এমন ভার্য্যা শক্তি-স্বরূপিনী। পতি-পত্নী একত্রে পূর্ণাত্মা। আমার সেই পূর্ণাত্মাই আজ ধর্ম্মপথের পথিক—পথ চেনে, কিন্তু চল্‌তে পার্‌ছে না।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও
কুন্তীর প্রবেশ।

যুধি। হে ব্রহ্মতত্ত্বদর্শী ভূদেব! যথার্থ চল্‌তে পার্‌ছেন না?

ভক্ত। আঁ্যা! আঁ্যা! কে চল্‌তে পার্‌ছেন না?

পতি। (কুন্তীর প্রতি) কে তুমি মা ব্রহ্মচারিণী? মানবী না

দেবী ? সূর্য্যোত্তাপে ঝলসিত বদনমণ্ডল ম্লান হ'য়ে গেছে, তবু যেন কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ !

ভক্ত। সত্যই তো, এই যে পঞ্চ যুবা—অসাধারণ বলশালী-বীরবপু-ধারী—যেন ভস্মাবৃত বহ্নি অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিবাকর—কিংবা নির্ব্বাপিত দাবানল! কে মহাশয়, আপনারা ? মা ! আপনি ?

কুন্তী। অভাগিনী—ভিখারিণী আমি। এই পাঁচটী আমার ভগবানের ভাণ্ডারের ভিক্ষার ধন। আমরা আজ আপনার আশ্রয়ে অতিথি।

ভক্ত। অতিথি ? নারায়ণ ? আসুন আসুন। মা ভক্তি ! অতিথি এসেছেন, অতিথি সৎকার কর।

ভক্তির প্রবেশ।

ভক্তি। (বসিতে আসন দিয়া) এই আসনে উপবেশন করুন, আসুন, পদধৌত ক'রে দিই।

যুধিষ্ঠির। বালিকে ! আমরা স্বয়ংই পদ প্রক্ষালন করি দাও।

ভক্তি। তা' কি হয় ? আপনারা অতিথি—নারায়ণ—দেবতা—সেবাপরাধ হবে যে ?

অর্জ্জুন। মা ! তুমি আমাদের মা। মা হ'য়ে কি ছেলের পা ধুইয়ে দিতে আছে ? আমাদের দাও—এতে তোমাদের কোন দোষ হবে না।

ভক্তি। বাবা ! পাপ হবে না তো ?

ভক্ত। মা ! ওঁরা নারায়ণ, ওঁদের যা' অনুমতি—যাতে ওঁরা সন্তোষ—তাই করুন।

কুন্তী। না বাবা, আমরা নারায়ণ নই। অতিথি বটে, কিন্তু ভিক্ষাপ্রার্থী। অসময়ে এসেছি, তাই অতিথি। আর অদ্য রজনী আপনার আশ্রয়ে অতিবাহিত করব, তাই অনুগ্রহ ভিক্ষাপ্রার্থী।

ভক্ত। সে তো আমার সৌভাগ্য। আজ কেন, যতদিন ইচ্ছা— ততদিন থাকুন। আমাকে আর নিত্য নিত্য অতিথি অন্বেষণ করতে হবে না। আমায় উপলক্ষ্য ক'রে ভগবান্ এই সব দান ক'রেছেন। আমার দৈবলব্ধ অন্নপূর্ণারূপিণী কামধেনুর কৃপায় বহু সংখ্যক অতিথি সৎকারেও বিমুখ হব না। আপনারা যতদিন ইচ্ছা করবেন, পরমানন্দে এই দীনের ভবনে অবস্থান করুন। আমার পুরী পবিত্র হ'ক্।

কুন্তী। হে ব্রাহ্মণ! জগতে ব্রাহ্মণের তুল্য পবিত্র বস্তু কিছুই নাই। আপনি সেই বিশ্ব বন্দনীয় ভূদেব ব্রাহ্মণ। আপনার চরণ দর্শনে এবং অভয় বাণীতে ভয়ার্ত্ত, বিপদাপন্ন নিরাশ্রয় আমরা, আজ নিশ্চিন্ত হ'লাম। তবে বাবা, দাসীর এক নিবেদন—

ভক্ত। মা! অনুনয় কেন? বলুন—আপনার কি বল্‌বার আছে?

কুন্তী। বাবা! আমি আপনার গলগ্রহ হ'তে বাসনা করি না। আমার পঞ্চপুত্র নগরে ভিক্ষা ক'রে উদরান্নের সংস্থান করবে, আপনার প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণে নিত্য জীবন ধারণ করতে পার্‌ব না। কেন না, যে ব্রাহ্মণকে দান ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করতে হয়, তাঁর নিকট হ'তে দান গ্রহণ করতে পার্‌ব না।

ভক্ত। মাগো! আপনারা যখন অতিথি, আর নারায়ণের অপার কৃপায় আমি যখন অতিথি সেবা না ক'রে ভোজন করি না, তখন আমার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণে আপনাদের কোন দোষ হবে না, বরং আমার অতিথি

সংকার জনিত সুফল লাভ হবে। অতএব মা, আপনি আপনার অসাধারণ পরাক্রমশালী পুত্রগণকে ল'য়ে মহাসুখে এই দীনের ভবনে দিন যাপন করুন। সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী! আপনার ন্যায় মহৎপ্রাণা রমণী একাল পর্য্যন্ত আমার নয়ন গোচর হয় নি। কিন্তু মা, এমন উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমানে এমন শোচনীয় বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কর্‌ছেন আপনি কে? সত্য পরিচয় দিন্।

কুন্তী। বাবা! আমি অনাথিনী—কাঙ্গালিনী—ভিখারিণী। অকস্মাৎ পতি বিয়োগ হওয়ায় পঞ্চপুত্র সহ জ্ঞাতি-অন্নে শ্বশুর আলয়েই সুখে বাস কর্‌ছিলাম। কিন্তু বাবা, বল্‌ব কি—বাছারা আমার সামর্থ, বুদ্ধি ও গুণ সম্পন্ন হ'লেও—হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে জ্ঞাতিগণ সর্ব্বদাই দুখিনীর মাণিক ক'টীকে হতাদর কর্‌তেন। এমন কি পাছে ভবিষ্যতে বলবান হ'য়ে তাদের বিষয় সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করে, এ জন্যে নিদ্রিতাবস্থায় বদ্ধ গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে আমাদের জীবনান্ত কর্‌তে উদ্যত হ'ল। বাহুবলহীন আমার কুমারেরা ঈর্ষাবশবর্ত্তী জ্ঞাতিগণের অস্বাভাবিক উৎপীড়ন হ'তে নিষ্কৃতি লাভাশায় তদবধি বনে বনে, পথে পথে পরিভ্রমণ কর্‌ছে। দুর্ভাগিনী আমি—এতদিন এদের বুকে বুকে রেখে লালন পালন ক'রে উপযুক্ত কালে কাননবাসে কাল কাটাতে হ'চ্ছে। সংসারে এখন আমার এমন কোন আত্মীয় বা আশ্রয় নেই যেখানে দু'দিনের জন্যও শান্তিলাভ কর্‌তে পারি। কাঙ্গালিনীর কোন অবলম্বন নাই দেখে, কেবলমাত্র সেই কাঙ্গালের ঠাকুর করুণানিধান কালশশীর নাম সম্বল ক'রে যার তার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে আস্‌ছি। সেই মহিমময় মাধবের নামের গুণে আপনার ন্যায় অনেক মহাত্মার কৃপালাভে কালগত ক'রে আজ আপনার আশ্রয়ে আশ্রিতা। দাসীকে অভয় দিন—অনুমতি করুন, যেন এই মহৎ-আশ্রয়ে অবস্থান

ক’রে মহানুভব! আপনার উপকার কর্‌তে পারি। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ব্রাহ্মণ হিতার্থে বাছাদের মতি বিচলিত না হয়। ব্রাহ্মণ-ভক্তি—ব্রাহ্মণের পদরজঃই মহাশক্তি জ্ঞানে ব্রাহ্মণ-সেবায় জীবন-উৎসর্গ করে। ব্রাহ্মণের কৃপায় এরা যেন কখন কোন বিপদে পতিত না হয়।

গীত

ব্রহ্মময় যে, ব্রাহ্মণের চরণ অভিলাষী।
সেই বিপ্র রক্ষা, ভক্তি ভিক্ষা সতত প্রয়াসী॥
করি না মুক্তি বাসনা,
বিপ্র পদ উপাসনা,
ভক্তি পেলে রূপা সোণা, মুক্তা নাহি ভালবাসি॥
সংসারে সকলি অসার
সারমাত্র পরোপকার
পরম ব্রত প্রাণে আমার, পালে কুমার দিবানিশি;—
সেই বিশ্ব সূত্রধার,
করেন বিপদে উদ্ধার,
লভিতে যাঁর কৃপা অপার, অঘোর শ্মশানবাসী॥

ভক্ত। আসুন মা, আপনারা আমার আবাসে বাস কর্‌বেন। সাধ্য মত আমি আপনাদের সকল অভাব পূরণে যত্নবান হব।

কুন্তী। বাবা! আপনার মুখের পবিত্র আশীর্ব্বাদ বাণীই আমাদের অভাব মুক্ত কর্‌বে। এ দুর্দ্দিনে আপনি যেমন আমাদের আশ্রয় দিয়ে উপকার কর্‌লেন, আমরা যদি দিন পাই, তবে এ উপকারের প্রত্যুপকার কর্‌ব।

ভক্ত। না মা, উপকারের প্রত্যুপকার কর্‌তে হবে না। তবে যদি কখন বিপন্ন হই—শত্রু-সঙ্কটে পড়ি, তখন আপনার পুত্রদের সহায়তা প্রার্থনা কর্‌ব। এখন চলুন, বেলাও অনেক হ'য়েছে; স্নানান্তে ভোজ্য গ্রহণ ক'রে পরিতৃপ্ত হবেন।

কুন্তী। চলুন, বাবা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কুসুম কানন।

ভক্তি ও সাধনের প্রবেশ।

উভয়ের— গীত

আমি পূজিব প্রাণের হরি
ফুল তুলসী আহরি।
হরি নাচে তুলসীতলে,
হরি আমার ফুলে ফলে,
হরি তমালে কদম্ব মূলে, হরির করে
রাধা নামে সাধা বাঁশরী।
শুন্‌লে বাঁশরীর মধুর তান,
যমুনার বেগ বহে উজান,
প্রেম নদে ব'য়ে যায় ভক্তির লহরী।

সাধন। দিদি! হরি কখন্ দেখা দেবেন?

ভক্তি। যখন আমাদের ডাক শুন্‌তে পাবেন।

সাধন। এত ডাক্‌ছি, তিনি কি শুন্‌তে পাচ্ছেন না?

ভক্তি। ডাকার মত ডাক হ'লেই শুন্‌তে পান। ভক্তির সঙ্গে ডাক্‌লে তিনি আর স্থির থাক্‌তে পারেন না।

সাধন। দিদি! তুমিই তো ভক্তি, তা' সাধন আজ ভক্তির সঙ্গে ভক্তাধীনকে ডাক্‌বে কি, ভক্তিই তো আমায় ডাক্‌তে শিখিয়েছে।

ভক্তি। ভাই সাধন! ভক্তি তোমায় ডাক্‌তে শিখিয়েছে সত্য, কিন্তু সে ভক্তি আমি নই—তোমার মনের ভক্তি।

সাধন। তাহ'লেও দিদি, তুমি ভক্তি হ'য়ে আমায় ভক্তি বুঝিয়ে দিয়েছ। এক প্রাণে সব তাঁকে দিয়ে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌বার উপদেশই তো ভক্তি? সে তো তোমার দয়াতেই শিখেছি, দিদি! তবে কি ভক্তির মত কেঁদে ডাকা হ'চ্ছে না?

ভক্তি। হ'চ্ছে বৈ কি, ভাই! ভক্তি-মিশ্রিত কান্না না হ'লে কেঁদে আনন্দ লাভ হবে কেন, ভাই?

সাধন। তবে বোধ হয় তিনি ঘুমিয়ে আছেন, খুব চীৎকার ক'রে কেঁদে কেঁদে না ডাক্‌লে সে ঘুম ভাঙ্গ্‌বে না।

ভক্তি। না ভাই, কষ্ট ক'রে কেঁদে—কি উচ্চকণ্ঠে কেঁদে তাঁকে জাগাতে হবে না, তিনি জেগেই আছেন। নৈলে আমরা যখন ঘুমাই, তখন কে আমাদের রক্ষা করে, ভাই?

সাধন। দিদি! তিনি তো রাত জেগে আমাদের রক্ষা করেন, কেবল আমাদের নয়, এই জগতের প্রাণীমাত্রেই তাঁর যত্নে রক্ষা পায়। তাই বোধ হয় সারা রাত জেগে থেকে এখন অবসাদ এসেছে।

ভক্তি। ভাই সাধন! তাঁর অবসাদ নাই—বিষাদ নাই—শয়ন নাই—নিদ্রা নাই অথচ তাঁর সব আছে—তিনি সব করেন; কিন্তু কখন্ কি করেন, তা' কেউ বল্‌তে পারে না।

সাধন। তবে এখনও আস্‌ছেন না কেন?

ভক্তি। ভাই! একবার ডাক্‌লে কি সকল সময় শুন্‌তে পাওয়া যায়? যাতে হরি শুন্‌তে পান্—যাতে আমাদের কাতর স্বর তাঁর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে, তাই কর—আবার ডাক।

সাধন। এবারেও যদি না আসেন?

ভক্তি। পুনরায় ডাক্‌ব।

সাধন। তাই এস দিদি, যতক্ষণ না তিনি আসেন, ততক্ষণ কেবল

প্রাণ গলিয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকি। সমস্ত দিন ব'য়ে গেলেও ডাক্‌ব—কারু মানা মান্‌ব না, সেই ভগবান্‌কেই ডাক্‌ব ; দেখি—তিনি আসেন কি না ?

উভয়ের—   গীত

হে অনাথ বান্ধব !
করুণা সিন্ধু, পূর্ণ ইন্দু, পূর্ণব্রহ্ম কেশব ;
ত্বং ইন্দ্র চন্দ্র, বহ্নি বায়ু ব্রহ্মা, সূর্য্য উমাধব।
মহীমাঝে তব মূর্ত্তি মহীরুহ, মহিষ, মানব, মাতঙ্গ,
তৃণ, লতা, গুল্মে, তটিনী-সলিলে হেরি হরি তব রঙ্গ,
কটাক্ষে উদ্ভব ক্ষিতি, বিনাশিতে ভ্রূভঙ্গ
পরমাত্মা রূপে পরম পুরুষ, তুমি অভিনব মাধব।

ব্রাহ্মণ বালক বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভক্তি, সাধন! তোমরা নাম গান কর্‌ছ? আমিও তোমাদের সঙ্গে নাম গান কর্‌ব।

সাধন। আমরা যে গান জানি, তুমি কি তা' জান ?

কৃষ্ণ। না জানি, তোমাদের কাছে শিখে নোব।

ভক্তি। সাধন! ওর কথা শুনিস্ নে—ও কোথাকার কে, ওকে চিনিস্ ?

সাধন। না দিদি, একে তো কখন দেখিনি'।

কৃষ্ণ। কি ক'রে দেখ্‌বে? আমি তো আর কখন আসিনি। আজ এসেছি, তাই দেখ্‌লে। আজ হ'তে এখন রোজ তোমাদের কাছে নাম গান কর্‌তে আস্‌ব।

ভক্তি। তা’ যদি এস—তো ভাল? এখন এস—হরিনাম গান করি।

কৃষ্ণ। কেবল হরিনাম না ক’রে মাঝে মাঝে রাধা নামও গাও?

সাধন। সত্য কথা, দিদি! রাধা যে কৃষ্ণের আধা। কেবল আধা নাম ক’রেই এত বাধা। এইবার রাধা নামও গাই এস।

কৃষ্ণ। আমি রাধা নাম গান করি, আর তোমরা রাধাশ্যামের নাম গান কর।

সাধন। তুমি যে গান গাইবে, আমরা তো সে গান জানি না।

কৃষ্ণ। জান্‌তে হবে কেন, ভাই? কথার ভাবে—ভাবের বশে আপনিই মনে এসে উদয় হবে।

ভক্তি। তোমায় কি ব’লে ডাক্‌ব?

কৃষ্ণ। তুমি ভাই বল্‌বে, আর সাধন দাদা ব’লে ডাক্‌বে।

ভক্তরামের প্রবেশ।

ভক্ত। সাধনের দাদা—ভক্তির ভাই—কে তুমি বালক?

কৃষ্ণ। আমি ব্রাহ্মণ বালক।

ভক্ত। তোমার অঙ্গের ব্রহ্মতেজে তা’ প্রকাশ পেয়েছে। তোমার নাম কি, বালক?

কৃষ্ণ। আমার নাম “উপেন্দ্র”।

ভক্ত। উপেন্দ্র? কোন্ উপেন্দ্র? ইন্দ্র-কনিষ্ঠ বলীদর্পদলন কৃষ্ণ একদিন উপেন্দ্র হ’য়েছিলেন, তুমি আবার কোন্ উপেন্দ্র?

কৃষ্ণ। আমি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ নয়, আমার দাদার নাম অনন্ত, আর

আমার নাম উপেন্দ্র। তোমার যেমন ভক্তি সাধন, আমার পিতা মাতারও তেমনি আমরা দু' ভাই অনন্ত আর উপেন্দ্র।

ভক্ত। তুমি অনন্ত-অনুজ উপেন্দ্র? আচ্ছা, উপেন্দ্র! তুমি কোথায় থাক?

কৃষ্ণ। বনে বনে—পথে পথে—দেশে বিদেশে, যখন যেখানে সুবিধা হয়।

ভক্ত। সে আবার কি? তবে কি তোমার কেউ নাই?

কৃষ্ণ। আছে সব, তবে তারা সংসারী আর আমি বিরাগী, পরের কাজ কর্‌তেই আমার কাল কেটে যায়। তাই এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াই।

ভক্ত। এখানে কার উপকার কর্‌তে এসেছ?

কৃষ্ণ। কারু নয়—আবার সকলের।

ভক্ত। সে কিরূপ?

কৃষ্ণ। এখন নিঃস্বার্থ ভাবে এসেছি, যদি কারু উপকার কর্‌বার প্রয়োজন হয়, তখন চেষ্টা কর্‌ব। এখন এরা হরিনাম কর্‌ছিল—শুনে থাক্‌তে পার্‌লাম না—আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে এলাম। উদ্দেশ্য—এদের সঙ্গে যুগল নাম গান কর্‌ব। তা' আমি এসেছি বাধাও জুটেছে—রাধা নামও হ'ল না—কৃষ্ণ নামও হ'ল না।

সাধন। গাও দাদা, তুমি রাধা নাম গাও—। এস, দিদি! আমরা রাধেশ্যাম—রাধেশ্যাম বলি।

কৃষ্ণ। জয় রাধে—

ভক্তি ও সাধন। শ্যাম!

ভক্ত। তোমার মুখে জয় রাধে—এদের মুখে শ্যাম—জয় রাধে-শ্যাম। আবার বল—জয় রাধেশ্যাম।

সকলে। জয় রাধেশ্যাম ! জয় রাধেশ্যাম ! জয় রাধেশ্যাম !

নেপথ্যে। হে ভক্তরাম শর্ম্মা ! রাক্ষসাধীশ্বর বকের পর্য্যায়ের দিন আজ তোমার। পালা দেবার জন্য প্রস্তুত হও।

কৃষ্ণ। ঐ কে কি বল্‌ছে—চল শুনিগে।

ভক্ত। চল বাবা, এস ভক্তি ! সাধনকে নিয়ে তুমিও এস।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

ভীম ও কুন্তীর প্রবেশ।

ভীম। কেন মা, এ অসময়ে কি কোন অনুমতি আছে?

কুন্তী। আছে।

ভীম। বল মা, কি কর্‌তে হবে? এ চিরদাস মাতৃ-আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদাই কৃতসঙ্কল্প। "যে পুত্র মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনের বশীভূত নয়, তার জীবনে শত ধিক্কার।

কুন্তী। বাবা! করুণ ক্রন্দনধ্বনি তোমার কর্ণগোচর হ'চ্ছে কি? শুন্‌তে পাচ্ছ কে কোথায় রোদন কর্‌ছে?

ভীম। হাঁ মা! অস্ফুট কাতর রোদন রোল শুন্‌ছি।

কুন্তী। আমার বোধ হয়—এতদিন যে ব্রাহ্মণ প্রাণপণ যত্নে আমাদের সাহায্য ক'রে আস্‌ছেন, যিনি বিধিমতে আমাদের শুশ্রূষা কর্‌ছেন, যাঁর আশ্রয়ে আমরা অজ্ঞাতসারে নিরাপদে বাস কর্‌ছি, অলক্ষ্যে কোন বিপদ আজ তাঁকে আক্রমণ ক'রেছে বোধ হয়। এ বিপদে তাঁকে যে উদ্ধার কর্‌তে হবে, বাবা! নইলে যে আমাদের ধর্ম্মহানি হবে?

ভীম। নিশ্চয়, মা! আশ্রয়দাতার উপকারের প্রত্যুপকার কর্‌তে ভীম পরাঙ্মুখ হবে না। যাও মা বীরপ্রসবিনী! যাও মা পরোপকার ব্রতধারিণী দয়াবতী! কি কারণে ব্রাহ্মণপুরে ক্রন্দনধ্বনি, তার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে এস। যদি অর্থাভাব ঘটে, তাহ'লেও তোমার আশীর্ব্বাদে ভীম বাহুবলে ধনপতি কুবেরকে পরাস্ত ক'রে দারিদ্র্য মোচন কর্‌বে। যদি কোন শত্রুভয় উপস্থিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে প্রাণান্ত পণেও সে

আতঙ্ক বিদূরিত কর্‌ব। এতদিন যিনি পদে পদে আমাদের উপকার ক'রে আস্‌ছেন, আজ তার প্রত্যুপকারের জন্য যত দুঃসাধ্য কর্ম্মই হ'ক্, মাতৃ-আজ্ঞায় ভীম তা' সাধন কর্‌বেই।

কুন্তী। ক্ষত্রিয় সন্তানের—বিশেষতঃ হস্তিনাধীশ্বর স্বর্গীয় পাণ্ডু মহারাজের পুত্রগণের পক্ষে তা' করা অবশ্য কর্ত্তব্যও বটে। সাধ্য সত্ত্বে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উপকারীর প্রত্যুপকার না কর্‌লে সংসারে কলঙ্ক ঘোষণা ও পরলোকে নরকবাস হয়। তাই বল্‌ছি বাপ হিড়িম্বারি! আজ এই ব্রাহ্মণের বিপদ নিবারণের জন্য আমি তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, যে কোন প্রকারে হ'ক্ এঁদের সুখী কর্‌তে হবেই হবে। নতুবা আমার চিত্ত কোনমতেই শান্ত হবে না। আহা, প্রতিপালকের চক্ষের জল দেখে কি ধৈর্য্য ধারণ করা যায়?

ভীম। দয়ার প্রতিমা—মমতার আধার মা আমার! আমি তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ কর্‌ছি—এদের জন্য ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব—শিবের শিবত্ব—এমন কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব হরণও যদি প্রয়োজন হয়, তাতেও ভীম ভীত নয়। এঁদের জন্য সলিলে অনলে—হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গহন কাননে, কি রাক্ষসের মুখে, যে স্থানে গমন কর্‌তে হয়, সেইখানেই গমন কর্‌ব। অধিক কি যদি স্বহস্তে স্বীয় শিরচ্ছেদ ক'রে শোণিত দানেও কোন উপকার হয়, তাও কর্‌ব—কর্‌ব—কর্‌ব। যাও, তুমি কারণ জ্ঞাত হ'য়ে শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ কর।

কুন্তী। বাবা! ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য যদি এই মাংসপিণ্ডময় দেহ অর্পিত হয়, সে তো মানব জীবনে সৌভাগ্যের বিষয়। পরিণামেও সুখের হেতু। আমার বোধ হয় তা' নয়। ব্রাহ্মণ কোন দুর্জ্জয় সঙ্কটে পতিত হ'য়েছেন। নতুবা স্বভাবের ভাবুক ভক্তিমান মহাত্মা কখনই সপরিবারে ব্যাকুল হ'য়ে এমন কাতরভাবে রোদন কর্‌তেন না। নিশ্চয়

কোন আকস্মিক সর্ব্বনাশ সংঘটিত হ'য়েছে। যাই, আমি শীঘ্র জেনে আসি।

ভীম। যাও, মা! সত্বর গমন কর। জেনে এস কেন আজ ব্রাহ্মণের চক্ষে জলধারা। সেই নবজলধর যাঁদের হৃদয় কন্দরে নিত্য সমাসীন, তাঁর কি অভাব—কি দুঃখ—কি যন্ত্রণা? আজ অপরিসীম বাহুবলে কিংবা বুদ্ধির কৌশলে অথবা প্রাণদানে ও কৃতজ্ঞতায় প্রত্যুপকার প্রদানে বদ্ধ পরিকর হব।

কুন্তী। ব্রাহ্মণ সেবকের অক্ষয় পরমায়ু—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কালের কৃতান্ত। তোমার হৃদয়ে যখন অচলা ব্রাহ্মণ-ভক্তি বিরাজিত, তখন নিজ মুক্তির জন্য কোন চিন্তা নাই। সেই চিন্তানিবারী চিন্তামণি তোমার সকল চিন্তা অপহরণ কর্‌বেন। নিঃস্বার্থভাবে অন্যের মঙ্গল চিন্তা যার মনে বিদ্যমান, সেই নিত্যানন্দই তাকে নিত্য নিত্য রক্ষা করেন। জগতের শত্রু মিত্র সকলেই তার পক্ষপাতী হয়। আমিও ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মণ হিতার্থে জীবন-সঙ্কট বিপদ উপস্থিত হ'লেও ব্রহ্মণ্যদেব যেন তোমায় উদ্ধার করেন।

ভীম। মহা মাননীয়া মাতার আশীষ আর ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ একযোগ হ'য়ে আমার মনোমধ্যে আনন্দযোগ উপস্থিত ক'রেছে। আমার সাহস হ'চ্ছে যে, ব্রাহ্মণকে বিপন্মুক্ত ক'রে নিরাতঙ্ক করণে সমর্থ হব। কে যেন আমার কর্ণকুহরে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছে—ধর্ম্ম রক্ষায় আশঙ্কা নাই। যদিও থাকে, তবে তা' সাধ্যাতীত নয়। যাও মা, জেনে এস।

কুন্তী। শীঘ্র কি এই মুহূর্ত্তে গিয়ে জেনে আস্‌ছি—কেন আজ ব্রাহ্মণের নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস।

[প্রস্থান।

ভীম। যাই, আমিও একবার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিগে। হিড়িম্ব সংহারের পর হ'তে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ যুদ্ধ বা মৃগয়ামোদে মত্ত হ'তে পারি নাই। এখন সমর বাসনা আমার প্রাণে অত্যন্ত বলবতী। কোথাও কোন মত্ত হস্তী, শৃঙ্গধর মহিষ, কিংবা কেশরী শার্দ্দূলও পরিলক্ষিত হয় না, কিংবা কোন পর্ব্বতও নেত্র পথে পতিত হয় না। তাহ'লেও মধ্যে মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়াটা অভ্যাস থাকে। হস্ত পদাদির রণকণ্ডুতিও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। একদিন আমার এ রণ-আশা পূর্ণ হবে, তাই নীরবে আছি। সেই কুরুকুল কণ্টকগণকে নাশের সময় কুরুক্ষেত্রে এই ভীমের পরাক্রম বা বাহুবলে ত্রিলোক স্তম্ভিত হবে। যাই, এখন মৃদুমন্দ মলয়ানীল স্পর্শে বিমলানন্দ উপভোগ করিগে।

[প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য

পথ।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণের— গীত

চল্ পালিয়ে বাঁচি দেশ ছেড়ে
দেশে রাক্ষস এসে জুটেছে।
জোর ক'রে পালা ক'রেছে
একে একে মানুষ মেরে খেতেছে॥
পায়স পিঠে চাই এক গাড়ী ভরা,
বড় কালো মহিষ একটা জোড়া,
তার সঙ্গে একটী মানুষ যেতে হবে তার কাছে॥
নৈলে একদিনে দেশ কর্‌বে সাবাড়,
গরু, ভেঁড়া, ছাগল, কুকুর সব কাবার
শেয়াল, বাঁদর, ভোঁদর, গাড়ল সবাই ভয়ে আঁত্‌কে উঠেছে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভক্তরামের বাটী।

ভক্তরাম ও পতিব্রতার প্রবেশ।

ভক্ত। ব্রাহ্মণি! হরিষে বিষাদ হবে তা' তো আমি তোমায় বহুদিন পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম। তখন আমার কথা উপেক্ষা ক'রেছ, আর এখন কাঁদ্‌ছ কেন? ধৈর্য্য ধর—সহ্য কর, এ সংসারে অমর তো কেউ নয়। জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যাবতীয় জীব ভবিষ্যৎ মৃত্যুর অধীন হ'য়েই আছে। তবে দু'দিন আগে আর দশদিন পরে। তার জন্য বিলাপ কেন—বিষাদ কেন? তোমরা দুঃখ পরিত্যাগ ক'রে আজই এ রাজ্য হ'তে রাজ্যান্তরে চ'লে যাও। আর আমি সেই দুরাচার নরঘাতক রাক্ষসের ভক্ষ্য বস্তু ল'য়ে—স্বেচ্ছায় তার কবলে আত্মদেহ সমর্পণ ক'রে তোমাদের সকল বিপদ বিদূরিত কর্‌ব।

পতি। প্রভু! রমণীর রক্ষাকর্ত্তা পতিদেবতা! আপনি বারম্বার ঐ পরুষ বাক্যে আমার মর্ম্মে দুঃসহ যন্ত্রণা প্রদান কর্‌বেন না। আমিই সেই নিশাচরের পায়স পিষ্টক ল'য়ে তার খাদ্যরূপে বেত্রকীয় ভবনে গমন কর্‌ব। আপনি জীবিত থাকুন, নচেৎ পরিণামে এই শিশুপুত্রগণ অনাথ হবে। আর আমাকে পতি বিয়োগ জনিত বৈধব্য ভোগও করতে হবে না। অতএব আমিই যাব।

ভক্ত। প্রিয়ে! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। তা' তোমার সহিত পবিত্র পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হ'য়ে সে শাস্ত্র বাক্য রক্ষা হ'য়েছে। সময়ে পুত্র কন্যা লাভ হ'য়েছে—তাদের মুখের মধুর সম্বোধন শুনে আমাদের পুন্নাম নিরয় ভয়ও দূর হ'য়েছে। অতএব আমিই রাক্ষসের মুখে গমন করি। তুমি আমার আত্মার অংশ স্বরূপ পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে প্রতিপালন কর। তুমিই যথাকালে আমার ভক্তিকে সুপাত্রে সমর্পণ ক'রে—জামাতার সহায়তা গ্রহণ ক'রে সাধনকে নিয়ে সংসারী হ'য়ো। এই বিপদ এক দিন অকস্মাৎ আক্রমণ করবে জেনেই আমি তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম, যে রাজ্যে রাক্ষসের উপদ্রব রয়েছে, সেখানে বসবাস করা উচিত নয়। তখন তুমি তোমার জনক জননীর স্নেহে পিতৃবাস-ভূমির মমতায় যেতে অসম্মত হ'য়েছিলে। এখন যদি এই নিদারুণ ব্যসন সময়ে কেউ সে রাক্ষসের নিকট গমন না করি, তাহ'লে কাল প্রত্যূষেই আমরা আত্মীয় স্বজন সহ তার করাল কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হব; তার চেয়ে আমিই যাই—তুমি জীবিত থাক।

পতি। না, আপনিই পুত্র কন্যার পালনভার গ্রহণ করুন, আমি যাই। কেন না—আমার অভাবে আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ ক'রে, সংসারী হ'তে পারবেন। কিন্তু আপনি গেলে আমি কখনই অন্য স্বামী গ্রহণে ধর্ম্মচ্যুত হ'তে পারব না। মাতা অপেক্ষা পিতা বর্ত্তমান থাকলে কন্যার বিবাহ বা পুত্রের বিদ্যা অর্জ্জন, শিক্ষালাভ, উপনয়নাদির জন্য কোন কষ্ট হবে না। আপনি গেলে হোমধেনুও চ'লে যাবেন। তখন আমি নারী জাতি, কেমন ক'রে কোথা হ'তে অর্থ সংগ্রহ করব? কি উপায়েই বা আমাদের বংশানুরূপ সুপাত্র অন্বেষণ করব?

ভক্ত। সাধন আমার শিশু—এখনও মাতৃ স্নেহেই প্রতিপালিত

হ'চ্ছে। মাতৃহারা হ'লে সে কখনই প্রাণ ধারণ করতে পারবে না। তুমি আমার সর্ব্বধর্ম্ম সুবিদিতা সহধর্ম্মিণী—জ্ঞানহীনা নও। দেবদেবীর নামে শপথ ক'রে—প্রাণপণে তোমার ভরণ পোষণ ও রক্ষার ভার গ্রহণ ক'রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছি। যাকে রক্ষা করব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আজ তাকে কোন্ ধর্ম্মানুসারে অরক্ষনীয়ার ন্যায় রাক্ষস-কবলে প্রেরণ করব? তাহ'লে যে এতদিনের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বিফল হবে। না প্রিয়ে তা' পারব না। ধর্ম্মচ্যুত হ'য়ে জীবন রাখ্‌তে পারব না। আমার বাক্যে সম্মতি দান কর। তুমি আমাদের কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করতে পারলেই আর কোন চিন্তাই থাকবে না। সাধন, ভক্তি বা তুমি এ তিনজনের কা'কেও নিশাচরের ভয়ঙ্কর গ্রাসে পাঠিয়ে সুপবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা করতে পারব না।

পতি। এতে ধর্ম্মহানি কিসে হবে নাথ? বরং আপনার অবর্ত্তমানে আমারই ধর্ম্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌বে। হয় তো কোন দুষ্ট ব্যক্তি প্রলুব্ধ বচনে আমার অমূল্য ধন সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দেবার জন্য অনুরোধ করবে—নয় তো আপনার অপেক্ষা কুলশীলমানে নীচ কোন পাপাত্মা ব্যক্তি আমায় নিরাশ্রয়া দুর্ব্বলা জ্ঞানে সাহস পূর্ব্বক আমাদের কন্যার পাণিগ্রহণ প্রক্ষ্যাশী হবে। আমি অসম্মত হ'লে প্রবল অত্যাচারও করতে পারে। তাই বলি, আপনি পুত্র কন্যা সহ সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন। আমি আমার সতীত্ব গৌরব সমুজ্জ্বল থাক্‌তে থাক্‌তে রাক্ষসের উদরস্থ হই। আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করুন। অথবা পুত্রের বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ ল'য়ে শান্তি সম্ভোগ করুন। আমায় যেতে অনুমতি দিন। আমি আপনার চরণে ধ'রে সবিনয়ে নিবেদন করছি—আর অন্য মত ক'রে দাসীর অন্তরে ব্যথা প্রদান করবেন না।

গীত

কেন দারুণ শর, হান প্রাণেশ্বর,
এ চিরদাসীর বুকে।
পতি সহবাসে সতী ভালবাসে
পতিহীন বাসে দহে সে দুখে।
দুর্ভাগিনী আমি বিধি প্রতিকূল,
ভাবী অমঙ্গল করিছে ব্যাকুল
মন চিন্তাকুল—
স্নেহ দয়া পাশরি, যেয়ো না পরিহরি
বিনয়ে পদে ধরি করি নিবেদন,
তোমা বিনা অধিনীর, মুছাইতে আঁখি-নীর
নাহি আর অবনীব মাঝে কোন জন;
সংসারে থাক তুমি, রক্ষ' মম পিতৃভূমি
রাক্ষসের মুখে আমি হই অগ্রসর—
(যখন) দুহিতা, নন্দন, করিবে ক্রন্দন
নাশিও বেদন; দাসী অবসর;—
না হেরে ও চরণ,
রাখ্‌ব না ছার জীবন
আমি পাবকেতে জীবন দিব হে কৌতুকে।

ভক্তি সহ সাধনের প্রবেশ।

ভক্তি। মা তোমাদের সব কথা শুনেছি—আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে —দুষ্ট রাক্ষসকে আজ খেতে দিতে হবে। পায়স, পিষ্টক, মহিষ আর মানব। কিন্তু কে যাবে, তাই স্থির করতে না পেরে তোমরা রোদন

করছ ! বাবা ! ক্রেদো না—মা ! চুপ্ কর। আমি বালিকা হ'লেও এ বিপদ্‌কালে আমার একটী কথা শোন। তোমাকেও রাক্ষসের মুখে যেতে হবে না—মাকেও যেতে দেবো না। সাধন ছেলে মানুষ—তাকেও পাঠান হবে না। তার চেয়ে আমি যাই, তাহ'লেই সব দিক্ রক্ষা হবে।

ভক্ত। তুমি আমার আনন্দ-প্রতিমা, মা ! তোমায় কোথা' পাঠাব ? ননীর পুতুল—সূর্য্যের তাপ সহ্য হয় না, তোকে সেই রাক্ষসের মুখে কোন্ প্রাণে পাঠাব, মা ?

ভক্তি। বাবা ! আজ না হয় কাল কিংবা দু'দিন পরে আমাকে তো পরের হাতে তুলে দিতেই হবে—পরের সংসারে পাঠাতেই হবে। তার চেয়ে এখন আমি গেলে, আমার বিবাহের জন্য—কুলরক্ষায় তোমাকে চিন্তিত হ'তে হবে না, অথচ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, এদের জীবন রক্ষা করতে পারব ? তাই বল্‌ছি—কন্যা গলগ্রহ বৃথা লালন পালন ক'রে—মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, শেষে যখন অন্যকে দিতেই হবে, তখন এই জীবন বিনিময়ে—এতদিন তোমাদের স্নেহ যত্নে গঠিত এই যে দেহ—তার কিছু পরিমাণে সার্থকতা সম্পাদন করি না কেন ?

সাধন। না—না দিদি ! তুমি কোথা যাবে ? তার চেয়ে বরং আমিই সেখানে যাই। সেখানে তোমাদের কাউকে যেতে দোব না। আমি যখন আছি—আমার হরি যখন আছেন, তখন আর ভয় কি ? আমি এখনই তার কাছে যাচ্ছি। সব খেয়ে রাক্ষস যখন আমাকে খেতে আস্‌বে, তখন হরির নাম ক'রে এক লাঠিতে নয় তো একটা কী‌লে রাক্ষসকে খোক্কস ক'রে ছাড়্‌ব।

পতি। এত দুঃখেও হাসালি, বাবা ! রাক্ষস কি কখন লাঠিতে মরে ?

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। লাঠিতে না মর্‌লেও রাক্ষস মরে তো মা? সে তো অমর নয়? আমি অন্তরাল হ'তে তোমাদের সব কথা এতক্ষণ শুন্‌ছিলাম, কিন্তু তোমাদের হৃদয় বিদারক আর্ত্তস্বরে এতক্ষণ কথা বল্‌বার অবসর পাই নি'—সাধনের কথায় আমার সেই অবসর হ'ল। বাবা! কি ঘটনা ঘটেছে—কিসের জন্য এমন কাতর হ'য়েছেন—প্রকাশ ক'রে বলুন তো শুনি?

ভক্ত। সে কথা শুনে আর কি হবে, মা? আমাদের অদৃষ্টে বিধির লেখা এতদিনে ফলেছে। তুমি আর তা' শুনে মিছে কেন হা হতোস্মি করবে মা?

কুন্তী। বাবা! আপনাদের চরণাশ্রিতা এ কিঙ্করী হা হতোস্মি করবে না। যদি সাধ্য থাকে, তবে প্রাণ দিয়েও তার প্রতীকার চেষ্টা করব। বলুন আপনি রাক্ষসের ঘটনা প্রকাশ ক'রে, আমি শুনে কর্ত্তব্য নিরূপণ করব।

ভক্ত। কে তুমি মা দেবী-হৃদয়া? এত দয়া তোমার? কিন্তু মা! এর প্রতীকার করা যে তোমারও সাধ্যের অতীত। প্রাণ দোব কথা মুখে বলে বটে, কিন্তু এ জগতে এমন পিশাচ কে আছে যে, পরের প্রাণ গ্রহণ করতে পারে? যদিও কেউ নিতে চায়, কিন্তু যে দোব বলে, সে কি তা' দিতে পারে?

কুন্তী। আশ্রয়দাতা পিক্ষা! প্রাণ দিলেই যদি আপনার উপকার হয়, তাহ'লে কেবল আমার প্রাণ নয়, প্রয়োজন হ'লে আমার পঞ্চপুত্রের প্রাণও প্রদান করতে প্রস্তুত। বলুন, কি জন্য আপনারা এত ব্যথিত?

ভক্ত। তবে শোন মা, আমাদের বিপদের করুণ কাহিনী। এ

দেশে বক নামে এক দুরন্ত রাক্ষস বাস করে। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট দৈনিক পায়স, পিষ্টক, অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিপূর্ণ মহিষযুক্ত শকট ও শকট চালক দিতে হয় সেই রাক্ষসের খাবার জন্য। যে তা' দিতে অসমর্থ হবে, কিংবা পলায়ন চেষ্টা কর্‌বে, সেই দুরাচার রাক্ষস তাকে সবান্ধবে সবংশে ধ্বংশ কর্‌বে। সেই সঙ্কটের দিন আজ এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের। আজ আমার বাড়ী হ'তেই তার খাদ্য পাঠাবার পালা। তাই ভাবছি, মা! আমাদের মধ্যে কে সেই রাক্ষসেয় খাদ্য নিয়ে তার খাদ্যরূপে সেখানে গমন কর্‌বে? আমি বাই কি পত্নী, পুত্র, কন্যা কে যায় তাই স্থির কর্‌তে না পেরে রোদন কর্‌ছি।

কুন্তী। ব্রহ্মবংশ সমুদ্ভুত শাস্ত্রদর্শী সদাশয়! ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ক'রে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করাই আমার জীবনের ব্রত। আজ সেই ব্রত পালনের জন্য আপনাকে অভয় প্রদান কর্‌ছি—আমরা বর্ত্তমানে সে স্থানে আপনাদের কাউকে গমন কর্‌তে হবে না। আমরা থাক্‌তে আমাদেরই আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের জীবনান্ত হবে, তা' দেখ্‌তে পার্‌ব না। স্বয়ং নারায়ণও যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ বক্ষে ধারণ ক'রেছেন, সেই ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ হবে? রাক্ষসে ব্রহ্মহত্যা কর্‌বে? পিতা! নিশ্চিন্ত হ'ন্— আমার পঞ্চপুত্র আছে, তাদেরই মধ্যে যে কোন এক পুত্রকে আজ সেই রাক্ষসের কাছে প্রেরণ কর্‌ব। আমার পাঁচটী ফলের মধ্যে একটী ফল আজ ব্রাহ্মণ চরণে সমর্পণ কর্‌লাম।

পতি। সে কি কথা, মা? আমাদের জন্য তুমি মা হ'য়ে পুত্রকে কোন্ প্রাণে রাক্ষসের মুখে পাঠাবে মা? তা কি হয়?

কুন্তী। হয় মা, হয়—হয়।

ভক্ত। হ'লেও তোমরা অতিথি। অতিথির প্রাণ বিনিময়ে নিজের প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না, মা!

কুন্তী। কোন চিন্তা নাই আপনার, পিতা! মা হ'য়ে রাক্ষসের মুখে পুত্রকে বলি দিতে রাক্ষসী ভিন্ন আর কেউ পারে না, আমিও রাক্ষসীর মত কঠিনপ্রাণা। আমার পুত্রগণও তাই। আপনারা আমার এ প্রস্তাবে প্রতিবন্ধক হবেন না। আমার সেই ব্রাহ্মণ ভক্ত পুত্রের রক্ষা-কর্ত্তা—ব্রাহ্মণের উপাস্য নিধি ব্রহ্মণ্যদেব আর ব্রাহ্মণের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ। যে প্রাণ ধ'রে বাছাকে রাক্ষসের কবলে প্রেরণ কর্‌ব, সেই প্রাণেই আপনাদের উপকার সাধন সঙ্কল্পও ধ'রে রাখ্‌ব। সেই বজ্রসম পাঠাণ-প্রাণা মায়ের গর্ভজাত সন্তান পাষাণ অপেক্ষা সুদৃঢ় কলেবরধারী। রাক্ষস—তাকে সংহার করা দূরে থাক্, সেই অনায়াসে রাক্ষস বিনষ্ট ক'রে আপনাদের বিপদ্ হরণ ও আমার পরোপকার ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বে। আপনি নির্ভয়ে—নিশ্চিন্ত অন্তরে কামধেনুর সাহায্যে পায়স পিষ্টকাদির আয়োজন করুন—মহিষ এবং শকট প্রস্তুত ক'রে রাখুন, আমার পুত্রই আপনাদের প্রতিনিধিরূপে শকট চালক হ'য়ে গমন কর্‌বে।

ভক্ত। যদি তিনি স্বেচ্ছায় সম্মত না হ'ন্?

কুন্তী। দেব! আপনার দাসী তেমন কাপুরুষ কুলাঙ্গার পুত্রকে জঠরে স্থান দান করে নাই। যে পুত্র মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌বে, তেমন পাপিষ্ঠ পুত্র আমার নয়। আমার মত তাদের জীবনও বিশ্বহিত ব্রতে উৎসর্গীকৃত। একবার আমার মুখের অনুমতি পাবার অপেক্ষামাত্র। আমার পঞ্চ কুমারই মাতৃ আদেশে এবং ব্রাহ্মণ হিতার্থে অগাধ সমুদ্র-সলিলে—প্রজ্বলিত দাবানল মধ্যেও প্রবেশ কর্‌তে পরাঙ্মুখ নয়। আমি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা বলবান, মধ্যম পুত্র ভীমকেই নরান্তক রাক্ষসের অন্তক স্বরূপে নিযুক্ত কর্‌ব। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি—হস্ত মর্দ্দনে নিষ্পেষিত ক'রে ভীম আমার ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসকে সংহার করেছে। তাকেই বক রাক্ষসের খাদ্যবাহক—শকট চালকরূপে পাঠাবই পাঠাব।

ব্রাহ্মণ বালক বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওগো! ওগো! মধুর মাতৃ সম্বন্ধকে কলঙ্কিত ক'রো না—রাক্ষসী হ'য়ে পুত্রকে মৃত্যুর মুখে পাঠিও না। বিশেষতঃ তোমরা এখানকার অভ্যাগত—আমি থাক্‌তে তোমার পুত্রকেও যেতে দিতে পার্‌ব না। তাহ'লে যে, দেশের দুর্নাম—কলঙ্ক—অখ্যাতি হবে। তোমাদের কাউকে যেতে হবে না—আমিই যাব। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহ'লে পলকে সেই রাক্ষসের চোখের পলক বন্ধ কর্‌তে পারি, তবে আবার ভয় কিসের ?

কুন্তী। কে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার ? যেই হও, বাধা দিয়ো না—বাক্যদান ক'রেছি—আমার পুত্রই রাক্ষস সকাশে উপস্থিত হবে। এ সংসারে এখনও তুমি বালক, হয় তো তোমার মাতা পিতার তুমিই মাত্র স্নেহের সন্তান। তোমার সংসারের এখনও অনেক আশা অপূর্ণ। আমার পঞ্চপুত্র, তার মধ্যে এক পুত্রকে আমি সরলান্তঃকরণে বিপ্র উদ্দেশে দান কর্‌ছি। সে পুত্রও আমার অসাধারণ বলবান।

কৃষ্ণ। তা' হ'ক্—তবু তুমি তাকে পাঠিও না। সে ধারায় জীবিত থাক্‌লে অনেকের অনেক উপকার সাধন হবে। বরং আমার এ প্রাণের কোন মূল্যই নাই, আমি যাব।

কুন্তী। আমার বাক্য অব্যর্থ—প্রতিজ্ঞা অটল—সঙ্কল্প সুদৃঢ়। তা' তুমি কেন ভঙ্গ কর্‌তে প্রয়াস পাচ্ছ, বালক ? যাও—স্থানান্তরে গিয়ে কৌতুক প্রসঙ্গে কালাতিপাত করগে। আর কায়মনে কামনা কর—কাঙ্গালিনীর কুমার যেন করাল রাক্ষস কবল হ'তে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যান, বাবা! আপনি সমস্ত আয়োজন করুন গে।

ভক্ত। মা! তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে আমি এ কার্য্যে সম্মত হ'চ্ছি। এস ব্রাহ্মণী, সমস্ত আয়োজন করিগে।

[কৃষ্ণ ও কুন্তী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মা! তুমি কি উন্মাদিনী?

কুন্তী। উন্মাদিনী হ'লেও অপ্রকৃতিস্থা নই—জ্ঞানোন্মাদিনী।

কৃষ্ণ। পরের জন্য কেন নিজের ছেলে রাক্ষসের মুখে পাঠাচ্ছ, মা? আর কি তাকে ফিরে পাবে?

কুন্তী। পুনর্ব্বার পাবার আশায় তাকে পাঠাচ্ছি না, বাবা! আমার গর্ভজাত সন্তান দ্বারা ব্রাহ্মণের উপকার হবে, উপকারীর প্রত্যুপকার হবে, সেই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তাকে পাঠাচ্ছি।

কৃষ্ণ। এমন আনন্দ তোমারই থাক্। তা' ব'লে যেন কেউ জেনে শুনে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে পাঠাতে না চায়। এমন পাষাণী তুমি, তোমার কাছে কি থাক্‌তে আছে?

[প্রস্থান।

কুন্তী। আমি পাষাণী—আমি রাক্ষসী, তাই আজ পুত্রকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে বল্‌ছি। আমি দয়া মায়া পরিশূন্যা তাই রাক্ষসের খাদ্যরূপে—দশমাস দশদিন কঠোর জঠর যন্ত্রণার শান্তিদাতা পুত্রধনকে প্রদান কর্‌ছি। আমার কাছে কেউ থেকো না, তা'তে ক্ষতি নাই। মাত্র হৃদয়ে আমার ধর্ম্ম থাকুন। হে ধর্ম্ম! যেন তোমায় রক্ষা কর্‌তে পুত্র শোকানলে দগ্ধ হ'তে না হয়।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। উৎসাহিত প্রাণ মোর সার্থক জীবন!
শুভক্ষণে আগমন একচক্রা পুরে।
ব্রাহ্মণ আশ্রয় দানে ঐকান্তিক যত্নে
বহুভার পাণ্ডবের করিলা বহন
আজি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন।
কি কারণে সবান্ধবে নিয়ত বিলাপে
সেই বার্ত্তা জানিবারে কোমল হৃদয়া
পরহিত ব্রতে ব্রতী জননী আমার
পুর মধ্যে বহুক্ষণ করেছে গমন
মাতৃ পদধূলি বলে হিড়িম্বে সংহারি'
হিড়িম্বার শঙ্কা দূর করিয়াছে ভীম
লভিয়াছে মহাবীর পুত্র ঘটোৎকচে।
সেই মম চিরপূজ্যা জননী আদেশে
ব্রাহ্মণের মনোদুঃখ করিতে বিনাশ
অসাধ্য সাধিবে আজি বীর বৃকোদর।
দামোদর! অভিলাষ পূর্ণ কর, দেব!
চিত্ত যেন বিচলিত না হয় আমার
প্রাণ যেন কাতরতা না করে প্রকাশ

অঙ্গ যেন পরাঙ্মুখ না হয় কথন—
ব্রাহ্মণের উপকার করিতে সাধন।
মতি যেন ধায় সদা ধর্ম্মরক্ষা তরে।
তব নাম সুধা পানে হইয়ে বিভোর
বিপ্র হিতে পারি যেন চিত্ত নিয়োজিতে।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। যাও বৎস!
ভেসে যাও কর্ত্তব্য-তুফানে
ভেদ করি অনায়াসে মায়ার তরঙ্গ
অনুকূল বৈরাগ্য পবন সাহায্যে
শীতল সলিলোপরি শান্তির হিল্লোলে
ভেসে যাও এক টানে পরম উল্লাসে
মিশিবে—মিশিবে ধর্ম্ম সিন্ধু সম্মিলনে।
কর্ত্তব্যের পথ আজ ভীষণ জটিল!
স্নেহময়ী মাতৃরূপা হইয়া তোমার
ভয়াল রাক্ষস গ্রাসে করিব প্রেরণ—
ধর্ম্মরক্ষা—বিপ্র রক্ষা—বিপন্ন রক্ষিতে।

ভীম। ধন্যা মাতা, বীরাঙ্গনা—ধন্য পুত্র আমি!
বীর পুত্র প্রসবিনী জননী সমান
বিশাল অন্তর তব করুণা আকর!
নিজ পুত্রে কাল-করে করি সমর্পণ
যে জননী ব্রাহ্মণের বিপদ হরণে—

সহাস্য বদনা সদা, নিশ্চল আনন্দে,
তাঁর গর্ভে জন্ম মম সুকৃতির ফলে।
অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ প্রাণ বিনিময়ে
রক্ষিব—রক্ষিব আজ বহু মূল্যবান
সুধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের পবিত্র জীবন।
প্রস্তুত যাইতে মাতা, রাক্ষস সকাশে
মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য—পালিব নিশ্চয়।
নতুবা নরকবাস দুর্নিবার্য্য মোর।

কুন্তী। প্রাণাধিক বৃকোদর! শুন বিবরণ—
দুরাধর্ষ নিশাচর, নাম বকাসুর
নিত্যই পর্য্যায়ক্রমে পায় সে ভোজন
পায়স, পিষ্টক, নর, মহিষ যুগল।
ব্রাহ্মণের গৃহে আজ পর্য্যায় তাহার।
কিন্তু পুত্র, কন্যা, পত্নী পতি চারিজন মধ্যে
কে যাইবে চিন্তা করি শোক মগ্নসবে।
ব্রহ্মহত্যা হবে শুনি কম্পিত হৃদয়ে
আশ্বাস বচনে বিপ্রে দিয়েছি অভয়
পঞ্চপুত্র মধ্যে আমি একপুত্রে দিব।

ভীম। অন্য পুত্রে কিবা প্রয়েজন, মাতা?
অনুগত ভৃত্য সম আছে পুত্র ভীম
মাতৃ আশীর্ব্বাদে যেই মহা বলবান।
শঙ্কা নাই—চিন্তা নাই—কি ভয় রাক্ষসে?
প্রত্যক্ষে তোমার মাতা, বধিয়া হিড়িম্বে
শান্তিরক্ষা করিয়াছি শঙ্কিত প্রদেশে!

অন্তরস্থ পরাক্রম বর্দ্ধিত হ'তেছে মম,
বিমর্দ্দিতে স্পর্দ্ধিত সে বক নিশাচরে।
অনুমান হয় মাগো, তোমার কৃপায়—
কৃষ্ণের ইচ্ছায় দুষ্টে—নিশ্চয় নাশিব।
নতুবা বিফল জন্ম কুন্তীর জঠরে
বৃথা তব স্তন দুগ্ধে বিবর্দ্ধিত দেহ
অনর্থক পরিশ্রমে ক'রেছ পালন।
কতক্ষণ যুঝিবে সে, কত শক্তি তার ?
যেমন মায়াবী হ'ক্, যতই দুরন্ত
কৃতান্ত অন্তক সম ভীম মুষ্টাঘাতে
ভীমসেন রাক্ষসের হবে হন্তারক।
অধার্ম্মিক নিশাচর প্রাণীর হিংসক,
নরঘাতী, ব্রহ্মদ্রোহী, নৃশংস, লোলুপ !
মহানন্দে বীরদর্পে নির্ভর অন্তরে
হেন পাপ ধ্বংস করা কর্ত্তব্য আমার।
এইরূপে কত দিন কত শত শত
নির্দ্দোষ মানবগণে ক'রেছে ভক্ষণ,
মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত সকলে।
কিন্তু হায়, কি করিবে—শক্তিহারা তারা,
দুর্ব্বল বলিয়া সহে দুষ্ট উৎপীড়ন !
আজ তারে সবিক্রমে করিয়া সংহার,
কিংবা করি বিতাড়িত জনপদ হ'তে,
মাতৃ-আজ্ঞা—পাপিষ্ঠ শাসন
শিষ্ট ব্রাহ্মণের আতঙ্ক হরণ

এক সঙ্গে এত কার্য্য করিয়া নিষ্পন্ন
ধর্ম্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা করিব ভুবনে।

কুন্তী। উদ্দেশ্য সফল হ'ক্ দৈব-অনুগ্রহে
কামনা আমার সেই কেশব সকাশে।
ব্রাহ্মণ হিতার্থে পুত্রে মৃত্যুমুখে দিয়া
ধর্ম্মরক্ষা পরহিত করিব সাধন।
চিরদিন শুনিয়াছি ধর্ম্ম কর্ম্মে কভু
নাহি ঘটে অমঙ্গল বরং আনন্দ।
তবে পুত্র, কেন যাবে মৃত্যুর আলয়ে ?
রক্ষিবেন ধর্ম্ম তোমা' রাক্ষস-সঙ্কটে।
অকপট চিত্তে বাপ! করি আশীর্ব্বাদ
পতি পদে ভক্তি যদি থাকে এ পৃথার
ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ করি মনুষ্য ভক্ষকে
অবশ্যই পুত্র মম আসিবে ফিরিয়া।
আর যদি মৃত্যু ঘটে রাক্ষসের মুখে
বুঝিব এমন মৃত্যু মঙ্গল কারণ।

ভীম। একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ
তবে এ জীবনে মাতা, কিসের মমতা ?
যাইব—যাইব ত্বরা বধিব রাক্ষসে।
হর্ষ ভরে পুনরায় প্রত্যাগত হ'য়ে
মা ব'লে ডাকিব তোমা' জুড়াতে জীবন।
দেখাব তোমায়, কিংবা দেখিবে জগৎ
কুন্তী-পুত্র প্রাণহর্ত্তা নহে নিশাচর।

কুন্তী। মাতৃভক্ত তনয়ের নাহি রে বিনাশ

বিপ্রদাস ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় জীবন।
যেমন মেরুর সম না আছে পর্ব্বত
বেদের সমান যথা শাস্ত্র নাহি কোন,
ভাগিরথী তুল্য তীর্থ নাহিক যেমন
সেইরূপ ধর্ম্মতুল্য কিছু নাই সার।
দয়ার্দ্র হইয়া সদা পর উপকার
মানবের একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম।
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু বিচলিত যেই
অল্পায়ু মহাপাতকী ভবে সে নিশ্চয়।
কিন্তু সেই ধর্ম্ম যার অঙ্গ-অলঙ্কার
সর্ব্বজীব দুঃখে যার সকাতর প্রাণ
দীর্ঘ তার পরমায়ু জানি নিঃসংশয়
অকালে সে কাল-বাধ্য হবে না কখন।
সাধ্য কিবা কৃতান্তের স্পর্শিবে পুণ্যাত্মা ?
ধর্ম্মরাজ সে শমন দুষ্কৃত শাসক
ধর্ম্মাশ্রয়ী মানবের পরম বান্ধব।
অতএব যাও তুমি রাক্ষস সমীপে
ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা কর্ত্তব্য তোমার।

ভীম। দাও মাতা, পদাম্বুজ রজঃ

(গ্রহণ)

শিরে ধরি যেন
অবহেলে পারি সেই রাক্ষসে জিনিতে।
শুভযাত্রা—মাতৃ-আজ্ঞা পালিতে যতনে
ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বাহুবল!
অসময়ে কিসের কর্ত্তব্য?
এ ভাব নিরখি তব, হ'তেছে বিশ্বাস
কোন সুমহৎ কার্য্যে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
কেন বদ্ধপরিকর আরক্ত লোচনে?
প্রফুল্ল বদনে যেন বীরত্ব-গরিমা।
কোথা' যাও—কি উদ্দেশ্যে—কাহার ইচ্ছায়?
বল—বল প্রাণাধিক! করহ আশ্বস্ত।

অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কোথা' দাদা, যাবেন আপনি?
ঘটেছে কি কোন অরাতি-সঙ্কট?
বলুন প্রকাশ করি কৃতদাস পার্থে
দণ্ড মধ্যে অনুমতি পালিব যতনে।
অনুজ কিঙ্কর এই পার্থ বর্ত্তমানে
কেন বৃথা পরিশ্রম আপনার, দেব?

ভীম। জানি পার্থ, জানি তুমি সুভ্রাতৃবৎসল
অগ্রজের মনস্তুষ্টি করিতে সাধন
বীরত্ব প্রভায় পার দেব, যক্ষ, রক্ষ,
গন্ধর্ব্ব, পিশাচ কিংবা দানবে দলিতে।
কিন্তু ভাই, যেই কার্য্যে অগ্রসর আমি
বীরেন্দ্র বাঞ্ছিত তাহা—স্বর্গের সোপান

মাতৃ-আজ্ঞা ক্রমে ব্রাহ্মণে রক্ষিতে
সমুদ্যত যাইবার রাক্ষস কবলে।

যুধিষ্ঠির। রক্ষা হবে মাতৃআজ্ঞা, দ্বিজের জীবন,
কি উপায়ে হেন ধর্ম্ম করিবে পালন ?

কুন্তী। আছে এক ভয়ঙ্কর কালান্তক সম
বক নামে নিশাচর এই জনপদে।
এই রাজ্য হ'তে প্রতিদিন সুনিয়মে
সুখাদ্য ভোজ্য, পানীয়, মহিষ, মানব
ভোগ করে দুরাচার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে।
যে দ্বিজের কৃপাবশে এ তাবৎ সবে
আনন্দে অজ্ঞাতভাবে কাল গত করি,
আজি সেই মহাত্মার পর্য্যায়ের দিন।
কিন্তু সবে মায়াবশে চিন্তাযুক্ত হ'য়ে
ভীষণ বিপদাপন্ন নরের কারণে।
সেই হেতু ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি হ'য়ে
রাক্ষসের ভক্ষ্যরূপে পাঠাব ভীমেরে—
পিতৃসম দ্বিজবরে করিতে উদ্ধার।
আমার আদেশে ভীম অগ্রসর তথা,
রাক্ষসের সনে মল্লরণে হইয়া নিযুক্ত
পারে আত্ম রক্ষিবারে—পাইব সন্তান,
নচেৎ ব্রাহ্মণ কার্য্যে নিয়োজিত হ'য়ে
অক্ষয় বৈকুণ্ঠলোকে করিবে গমন।

যুধি। ব'লো না জননী, হেন নিদারুণ বাণী
শুনেছ কি কোন সূত্রে কখন—কোথাও

মা হ'য়ে পাষাণে প্রাণ বাঁধি অকাতরে
দিয়াছে আপন পুত্রে রাক্ষসের মুখে ?
কে চায় স্বেচ্ছায় যেতে কেশরী-কবলে ?
সাধ করি' হস্ত কেহ করে কি অর্পণ
আশীবিষ ভূজঙ্গের বদন-গহ্বরে ?
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে কে যায় স্বেচ্ছায় ?
কেন মাতা, হেন তব বিপরীত মতি ?
যে ভীমের বাহুবলে মুক্ত যতুঃগৃহে
যার বলে বলবান হ'য়ে একদিন
কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনে করিয়া বিজয়
পিতৃরাজ্য পুনর্ব্বার করিব উদ্ধার,
সেই মোর পরম সম্বল বাহুবল
ভীমসেনে পাঠায়ো না রাক্ষসের মুখে ;
অনন্ত আশায় ভস্ম ক'রো না নিক্ষেপ ।

কুন্তী — কেন বৃথা শঙ্কাকুল বাপ যুধিষ্ঠির ?
কুন্তী-বাক্য কখনই হবে না অন্যথা
সত্য-রক্ষা হেতু ভীম নিশ্চয় যাইবে ।
রাক্ষসের পরাক্রম, ভীমের সমান—
না হবে কখন, মনে হ'তেছে বিশ্বাস ।
কৃষ্ণের কৃপায় আর ধর্ম্মবলে ভীম
অযুত প্রমত্ত হস্তী পারে বিনাশিতে ।
কি ছার সে নিশাচর ? বৃকোদর মোর
হিড়িম্বের মত বকে করিবে সংহার ।
জানি আমি সবিশেষ সামর্থ তাহার

শিশুকালে হস্তচ্যুত হ'য়ে একদিন
সজোরে পতিত হয় পর্ব্বত প্রস্তরে।
দ্রুত গিয়া তুলে দেখি অক্ষত শরীর
কম্পিত হইল কিন্তু সমগ্র ভূধর !
অসীম শকতি ধরে পুত্র ভীমসেন।
চিন্তা নাই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল !
দিয়াছেন পঞ্চরত্ন দয়াল শ্রীহরি।
ইচ্ছাময় তিনি, ইচ্ছা যদি হয় তাঁর,
বিধান যগুপি থাকে পৃথার অদৃষ্টে,
দুর্নিবার পুত্রশোক কৃতকর্ম্ম ফলে
কে বল পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?
অতএব মম বাক্য ধরহ, সুমতি !
নির্ব্বিরোধে দাও ভীমে যাইতে সেথায়।
যাও বাপ্, মাতৃভক্ত বীর বৃকোদর !
গর্ভে ধরি' প্রাণাপেক্ষা যত্ন সাবধানে
বক্ষে-কক্ষে রাখি নিত্য ক'রেছি পালন
বক্ষ রক্ত দিয়ে দেহ ক'রেছি বর্দ্ধিত,
মাতৃ স্নেহ বিরাজিত আমারো অন্তরে।
তবু যেন মনে মোর হ'তেছে সাহস
ধর্ম্ম রক্ষিবেন তোমা' রাক্ষস-কবলে
নিশ্চয় সামর্থে তুমি বিনাশিবে বকে।

গীত

করি আশীর্ব্বাদ,　　　　পূর্ণ হ'ক্ সাধ
বিপ্রের বিষাদ কর বিনাশন।

র'বে নিরাপদ হবে না বিপদ
স্মর হরিপদ বিপদ নিবারণ ॥
ব্রাহ্মণের তরে উৎসর্গ জীবন,
ব্রহ্মণ্যদেবের রক্ষিত রতন,
সে জীবন তব হবে না বর্জ্জন,
রক্ষিবেন তোমায় শ্রীমধুসূদন ॥
বক্ষঃ রক্ত দিয়ে ক'রেছি পালন,
সেই ধন বিপ্রে করি সমর্পণ
নিশ্চিন্ত অন্তরে রহিলাম এখন,
যা' করেন মঙ্গলময় নারায়ণ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

বেত্রকীয় ভবন।

উড়ুম্বক ও বকম্বকের প্রবেশ।

উড়ু। খেটে খুটে তো আর খেতে পারি না, ভাই বকম্বক!

বকম। খেটে খুটে তো আর খেতেও হয় না দাদা, উড়ুম্বক! কেবল কলম খুঁচেই কাল কাটে। যমরাজের এক চিত্রগুপ্ত আর আমরা বক রাজার যোড় মাণিক চিত্রগুপ্ত।

উড়ু। কিন্তু রাত্রে হেঁটে হেঁটে গেঁটে বাত ধ'রে গেল।

বকম। পেটে খেট্‌তে হ'লেই হাঁট্‌তে হবে, দাদা! নৈলে পেট চল্‌বে না। আমরা একলষেঁড়ে রাক্ষস জাত—ক্ষিধেও কাট খাই—আংরা খাই—পাহাড় খাই—পর্ব্বত খাই, পরের হাত তোলায় কি পোষায় না ক্ষিধে মেটে?

উড়ু। যতই বল ভাই, আমি তো অথর্ব্ব এক পাও চল্‌তে পার্‌ব না। কেউ তোরা কিছু এনে না দিস্, রাজার প্রসাদী হাড় গোড়—নিদেনে সেই গাড়ীখানা পেটায় নমঃ করা যাবে।

বকম। এখানে প্রসাদ পাবার আশায় থাকিস্ নে দাদা! ফ্যাসাদে পড়্‌বি—ধূলি গুঁড়ি পাবি না। বকের খাওয়া—সব ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাবে—কিছু রাখ্‌বে না। পিঁপ্‌ড়ে কেঁদে যায় তা' তুই?

উড়ু। তবে এখন কি করি?

বকম। আমার কাঁধে চ'ড়ে চাড়া করতে যাবি? এক জায়গায় ব'সে থাক্‌বি, আমি এনে দোব আর তুই খাবি?

উড়ু। দেখ্—একটা ফাঁকি বের্ কর্‌লে হয় না?

বকম। কি রকম ফাঁকি?

উড়ু। এই—রাজার সব কাজই তো আমরা দু'ভায়েই করি?

বকম। সব না হ'লেও কষ্টের কাজগুলো করি বটে।

উড়ু। যে কাজে কষ্ট, তাই যখন আমাদের কর্‌তে হয়, তখন চিবিয়ে খাওয়াটাও তো কষ্ট? আমি না হয় চিবিয়ে দোব আর তিনি গিল্‌বেন?

বকম। তোর চিবোন খাবার রাজা মশায় খাবেন কেন?

উড়ু। তা' রাজা মশায় না পারেন, আমি তো মোসাহেব মশায় পার্‌ব? না হয় রাজাই চিবিয়ে চিবিয়ে আমার মুখে ছিব্‌ড়ে ফেল্‌বেন আর আমি গপাগপ্ গিল্‌ব।

বকম। না রে না, দেখ্‌তে পেলে আবার কোঁৎকা—

উড়ু। তবে কি হবে? আজ রাতটা উপবাসে কাট্‌বে? তাহ'লে নোদ ব'সে যাবে—ভুঁড়ি ধ'সে যাবে—নাড়ী খ'সে যাবে।

উদর! যাও তুমি জ্বলিয়া দাউ দাউ রবে।
পিত্তি প্রভু! প'ড়ে তুমি হও মাঠময়।
অবিরাম ঘন ঘন করহ বমন
কিংবা যাক্ জোলাপ খুলিয়া
তথাপিও এক পা না নড়িতে পারিব এখন।
ভুঁড়ি মহাশয়! যাও তুমি ধসিয়া—
খসিয়া কিংবা চুপ্‌সাইয়া।
অথবা পেট ভ'রে জল খেয়ে
পোষ্টাই করহ নাড়ী শ্লেষ্মার সাহায্যে।
সহ্য হয় হ'য়ে যাবে রাক্ষুসে বরাতে।

নচেৎ নাসিকা পথে নানাবিধ বর্ণে
সিক্‌নী রূপেতে সবে হইবে বাহির,
বুকের ফুস্‌ফুস্ দু'টি যাইবে পচিয়া
বেলেস্তারা আষ্ঠে পৃষ্ঠে করিব প্রলেপ,
সরিষার দর যাউক চড়িয়া
না করিব দৃক্‌পাত।
ক্ষেত হ'তে উপাড়ি আনিব সজোরে।
না হয় যদ্যপি তেল্ কি ক্ষতি তাহাতে?
মুখের কথায় দিব তেল্ মাখাইয়া—
তবু না নড়িব এক পাও
রাজার চর্ব্বিত প্রসাদ নিশ্চয় খাইব
বাঁচে কিংবা থাকে প্রাণ যাহা হয় হ'ক্।
কিন্তু ভাই, কট্‌কট্ করিতেছে
যেইরূপ গেঁটে বাতে পোকা,
নড়িয়া শৌচ ত্যাগে অপারগ তাহে।

বকম। তা' বল্লে কি চলে? আমার কাঁধে উঠে চল্ না।

উড়্। বেশ—নেহাতই যদি যেতে হয়, তবে কাঁধে কর্! বোস্ দেখিস্—যেন আনাড়ীর মত বেটক্করে ফেলে ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দিস্ নে, ভাই!

বকম। ভয় কি? ওঠ—(কাঁধে করিল)

উড়্। (কাঁধে বসিয়া) হেট্—হেট্! এক গাছা চাবুক দেরে চাবুক দে। বড় লোকেরা রথে, গজে, অশ্বে গমন করেন, আর আর আমার এই ঝাঁকা মুটেয় গমন। চল্ ভাই, দেখিস্—যেন ভাল ভাল খেয়ে পচা পাচ কো, ঘেয়ো কুঠে আমায় খাওয়াস না?

বকম। না দাদা, না। তোমায় বাছা বাছা হরিণ, শূয়োর, গাধা, খচ্চর খাওয়ান যাবে—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। আজ এই স্থানে আমার অবস্থিতি। অনেকে হয় তো মনে কর্‌ছে—কৃষ্ণের কষ্টের সীমা নেই। জলে জঙ্গলে, সরোবর তীরে, যতুঃগৃহে যেখানে সেখানে পাণ্ডবের কাছে কৃষ্ণ ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে বিশ্বাস যার আছে, তার হৃদয় ভক্তিহীন। সর্ব্বব্যাপী যখন আমি, তখন নাই কোন্ স্থানে? কেউ কোন স্থান হ'তে কোন বস্তু আমায় প্রদান কর্‌লে, সেই স্থানেই আমাকে যেতে হয়। সরোবরে নারায়ণায় নমঃ ব'লে সলিলাঞ্জলি প্রদান কর্‌লে সেখানেও আমি। ভক্ত কোন স্থানে হরি ব'লে কাঁদ্‌লে সেখানেও আমি—গোলোকেও আমি—বৃন্দাবনেও আমি—আমিতেও আমি—তুমিতেও আমি। আমি ময় তো এই জগৎ সংসার। আমি যেখানে নাই, এমন স্থানই তো নাই। জল স্থল অন্তরীক্ষ, কীট পতঙ্গ মাতঙ্গ, মানব দানব দেব, রক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব্ব, সবেই তো আমি। জীবনে পবনে অনলে, তৃণ লতা গুল্মে, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রে, এমন কি অনু পরমাণু কীটানুকীটেও আমি। পাণ্ডব আমার পরমভক্ত—তারা আজ পরীক্ষাক্ষেত্রে পতিত। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে আমি তাদের স্বরূপে দেখা দোব। যে শক্তিবলে আমায় সন্তুষ্ট কর্‌তে হয়, সেই ধর্ম্ম, সত্য, ভক্তি, দয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা সব পাণ্ডবের কাছে। তাদের রক্ষাও কর্‌ব—আবার পরীক্ষা ক্ষেত্রে নিক্ষেপ ক'রে দেখ্‌ব যে, তাদের সাহস, ধৈর্য্য, নির্ভর, বিশ্বাস কত প্রবল? কি

নিঃস্বার্থ ত্যাগ স্বীকার! একজনের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রের প্রাণ বিনিময়। যুধিষ্ঠিরের রাজোচিত কর্ত্তব্য ও সত্যপালন—ভীমার্জ্জুনে মাতৃ ও ভ্রাতৃভক্তি পালন জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সব কাজেই আমার উপর নির্ভর ও বিশ্বাস ক'রে এক মনে—এক প্রাণে—উপলক্ষ্য স্বরূপে যে আমার বিশ্বের কাছে আত্ম সমর্পণ করে, তাকে রক্ষা করা যে কৃষ্ণের নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রেমভরে—দিব্যজ্ঞানে—ভক্তিচক্ষে নিরীক্ষণ কর্‌লেই আমায় চিন্‌তে পার্‌বে। তখন বুঝ্‌বে—আমার অগম্য স্থান নাই। সেই দিন গোলক ধাঁধা হ'তে উদ্ধার হবে, নচেৎ যে আঁধার সেই আঁধার।

ভাবানন্দের প্রবেশ।

ভাবা। ভগবান্! আর কতদিন এইভাবে বনে বনে কষ্ট স্বীকার ক'রে পরিভ্রমণ কর্‌তে হবে, দেব? এখনও তোমার পাণ্ডব-পরীক্ষার শেষ হ'ল না?

কৃষ্ণ। এখনও শেষ হয় নাই, ধর্ম্ম! আর অল্প দিন বাকী।

ভাবা। আপনার উপদেশ মত পাণ্ডবকে পরীক্ষা কর্‌তে এই ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। আমিই বা কোন্ নিশ্চিন্ত আছি?

ভাবা। তবু এখনও কোন কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হ'চ্ছে না?

কৃষ্ণ। এইবার হবে। এই একচক্রাপুরে বক রাক্ষসকে বধ ক'রে পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল নগরে গমন কর্‌বে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের জন্য পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এক লক্ষ্য নির্ম্মাণ কর্‌বেন। সেই লক্ষ্য রাধাচক্রে

সংরক্ষিত হবে। এই পরীক্ষার পুরস্কার স্বরূপ অর্জ্জুন সেই লক্ষ্য ভেদ ক'রে যাজ্ঞসেনীকে লাভ করবে। সেই আনন্দের দিনে তুমি—আমি দু'জনেই স্ব স্ব মূর্ত্তিতে পাণ্ডবগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করব। এখন এস—এই স্থানে অলক্ষ্যে অবস্থান ক'রে ভীমসেনকে রাক্ষসের মুখে রক্ষা করি। ঐ সে ভীম এই দিকেই আস্‌ছে। এস আমরা, অন্তরালে যাবার পূর্ব্বে একবার ভ্রম ভ্রান্তিকে স্মরণ ক'রে বককে আশ্রয় করতে ব'লে যাই। কোথা' ভ্রম, ভ্রান্তি! আমার ইচ্ছায় তোমরা বককে ভ্রমাচ্ছন্ন ক'রে তার মৃত্যুর উপায় ক'রে দাও।

ভ্রম ও ভ্রান্তির প্রবেশ।

উভয়ের— নৃত্য-গীত

আমরা ক'রেছি কাজের সূচনা।
ধরেছি তাহার সঙ্গ পরম রঙ্গে দু'জনা॥
মোরা কুহকে ক'রেছি মুগ্ধ,
রাক্ষসের গুষ্টি শুদ্ধ,
হ'য়ো না হে প্রভু ক্ষুব্ধ,
তারে ডুবায়ে পাতকে হরিব চেতনা॥
আজি বধিতে যাইবে বিপ্র,
হবে আয়োজন তার ক্ষিপ্র,
হবে না ভাবিতে, কিছুই দেখিতে
আমরা বুঝেছি তোমার বাসনা॥

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। সুখী হ'লাম তোমাদের কথা শুনে। যাও, তবে সত্বর বকাসুরকে বধ ক'রে আমার বিশ্বরাজ্যে শান্তিধারা ঢেলে দাও। তোমাদের সাহায্যের জন্য হিংসা মোহকেও পাঠিয়ে দোব।

ভ্রম ও ভ্রান্তি। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

বন।

বকের প্রবেশ।

বক। কৈ—কৈ কোথা মম আহার্য্য সকল
কোন্ নর আসিয়াছে শকট লইয়া ?
সুকোমল মাংসে সুখাস্বাদি যার
কোথা' সেই ভক্ষ্য নর ? কে দিবে উত্তর ?
যাই—যাই দেখি গিয়া ভোজনের স্থানে।
(দেখিয়া) এখনো যে শূন্য মোর আলয় ?
আসে নাই এখনো তো পর্য্যায় আমার ?
ওঃ ! বুঝিয়াছি সমুদয় ! মোরে অবহেলা
করিয়াছে অর্ব্বাচীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ
অহঙ্কৃত হইয়াছে ব্রহ্মতেজঃ বলে।
আচ্ছা—আচ্ছা দেখা যাবে কত ধর্ম্মবল ?
বোঝা যাবে ক্ষণপরে কিবা অভিপ্রায় ?
দুষ্টবুদ্ধি বশে যদি সত্যই ব্রাহ্মণ
অবজ্ঞায় না পাঠায় পর্য্যায় আমার
প্রভাত না হ'তে তবে বকাসুর-রোষে
অকালে সবংশে যাবে কৃতান্ত-আলয়ে
নিস্পেষিত হ'য়ে মোর তীক্ষ্ণধার দন্তে।
কিংবা প্রখর নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন দেহে
যন্ত্রণায় পরিত্রাহি করিবে চীৎকার

অপার—অপার আজ আনন্দ অন্তরে
বিনা ক্লেশে ভীত চিত্তে রাজ্যবাসী সবে
নিত্যই যোগায় মোর সুখাদ্য মানব
পরিতৃপ্ত তাহে আমি—ধীর শান্তভাবে
তাই বিরাজিত হেথা।
প্রবল পীড়ন কিংবা গুপ্ত অত্যাচারে
অব্যাহতি লভিয়াছে রাজ্যবাসী তাই।
আমিও পরমানন্দে গত করি কাল
মহাসুখে রাক্ষসের অধীশ্বর হ'য়ে।

ভ্রম ও ভ্রান্তির প্রবেশ।

উভয়ের—

ওই ওই চেয়ে দেখ হে রাজা।
তোমার তরে খাবার এনে খাচ্ছে সুখে লুট্‌ছে মজা॥

ভ্রম—

দেখ্‌ছি তুমি অবাক্ হ'য়ে,
ফ্যাল্‌ফ্যালিয়ে আছ চেয়ে,
কেমন ক'রে যাচ্ছে সব স'য়ে—

ভ্রান্তি—

ওই দেখ সব ফেল্‌লে খেয়ে
জোর ক'রে ঝাপ্‌টে ধ'রে
লাথি মেরে ওর ভাঙ্গ না মাজা॥

ভ্রম—

তোমার জীবনেতে ছিঃ
ধিক্ ধিক্ কা'কে কি বল্ছি
আমি ক্ষেপে গিয়েছি—
চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে কেন
কাজের উচিত দাও না সাজা ॥

বকা। মরি মরি কিবা মনোহর নৃত্য!
কিবা অঙ্গ সঞ্চালন! কিবা হাব ভাব!
মানস মোহন কিবা লোচন-সুষমা?
সুধাকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতের ধারা
পরাভব করে যেন বাঁশরী ঝঙ্কার!
কে ইহারা নয়ন মোহন সুন্দর সুন্দরী?
কোন্ প্রয়োজন? কিবা স্বার্থ ইহাদের?

ভ্রম— (পূর্ব্ব গীতাংশ)

কেন মনে মনে কর ভাবনা,
আমরা তোমার প্রিয় ভাব না?
উপকার কর্‌তে তোমার এসেছি দু'জনা

ভ্রান্তি—

ওহে বঁধু কথা শোন না
তাই কর না, আমরা বল্ছি যা
হবে কুলের ধর্ম্ম রক্ষা বুঝে নাও সোজা ॥

বকা। স্বধর্ম্ম পালন তরে কি কার্য্য সাধিব?
বল ত্বরা—বল ত্বরা করিব তাহাই।
হিংসা করি প্রাণিগণে প্রফুল্ল অন্তরে
পূরাব অভীষ্ট মম—নিশ্চয় পূরাব।

উভয়ের— (নৃত্যসহ গীতাংশ)

কর—কর্ পরশন,—

এস সঙ্গে, মনোরঙ্গে করবে ব্যাপার দরশন,

সুখের দেশেতে নিয়ে যাব,

প্রেমে প্রাণ মাতাইব

পরাইব গলে কত কুসুমের মালা॥

বকা। করিলাম কর সমর্পণ

কর স্পর্শ দুই করে—দুই জনে মোর,

নিয়ে চল কর্ত্তব্যের পথে।

দেখাও কোথায় মোর আহার্য্য আনিয়া

দুরাচার নর সুখে করিছে ভক্ষণ

অবজ্ঞা করিয়া মোরে।

উভয়ের— (দুই হাত ধরিয়া গীতাবশেষ)

এইবার তোমার হ'লাম সহায়

তোমার কর্ম্মের ফল পাবে ত্বরায়

আবার কর্‌ব দেখা শেষে সেথায়

ঘুচিয়ে দোব সকল জ্বালা॥

[প্রস্থান।

বকা। যেয়ো না—যেয়ো না ওহে সুন্দর সুন্দরি!

ব'লে যাও কি কর্ত্তব্য সম্মুখে এখন?

ব্রহ্মহিংসা আজি মোর প্রাণে বলবতী

আসিয়াছে খাদ্য ল'য়ে বিদ্রূপ করিতে

ব্রহ্মহত্যা করি তার দিব প্রতিফল।

কি আনন্দ—ব্রাহ্মণে বধিবে বকাসুর।

কৈ রে কোথায় চির অরাতি ব্রাহ্মণ!
মোর তরে খাদ্য আনি নিজে তাহা খাও ?
এ স্পর্দ্ধা—এ অবজ্ঞার প্রতিশোধ দিব,
রক্ত মাংসে তোর পূরাব উদর।
হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য)

[তাণ্ডব নর্ত্তনে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নিবিড়-কানন।

খাদ্যভার লইয়া ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এই সেই ভয়াবহ স্থান মানবের
এই বনে বিরাজিত মানব-অরাতি
ক্রুরকর্ম্মা নিশাচর দুষ্ট বকাসুর ;
ওই যে অদূরে তার ভোজনের স্থান।
ভীষণ শ্মশান তুল্য হয় অনুমান !
এই ক্ষেত্রে হইয়াছে বহু প্রাণী নাশ
মৃত্তিকা ইহার নর রক্তে, পূর্ণ পাপে।
যেতে হবে ওই পথে মোরে
খাদ্য ল'য়ে রাক্ষসের তরে,
আর রাক্ষসের খাদ্য হ'য়ে নিজে।
কিন্তু প্রবেশের পথ কোন্ দিকে ?
কোন্ পথে ওই স্থানে করিব গমন
কেবা দেয় এ কাননে এমন সময়
উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভীমে সুপথ দেখা'য়ে ?
থাক যদি কেহ—
দেখাও আমারে পথ।
ঈশ্বরের রাজ্যে ধর্ম্মরক্ষা ব্রতে ব্রতী আমি,
পথ দেখাইয়া মোরে ধর্ম্মরক্ষা কর।

গীতকণ্ঠে মোহ ও হিংসার প্রবেশ।

উভয়ের— **নৃত্য-গীত**

এস, সরল পথে নিয়ে যাই।
ঘোর কাননে, তোমার সনে
থাক্‌ব ব'লে এসেছি তাই॥

ভীম। একি! কোথা হ'তে গহন কাননে এরূপ অকস্মাৎ এই অপরূপ বালক—নিরূপমা বালিকার আবির্ভাব হ'ল? কে তোমরা মায়াবী মায়াবিনী? দূর হও—রাক্ষসের ভোজবাজীতে ভীম বিমুগ্ধ হবে না।

উভয়ের— (গীতাংশ)

হের হের হে নবীন রসিক সুজন,
প্রেমিক-প্রেমিকা, ফুল্ল কলিকা
আমরা যে দুই জন,

হিংসা—

তোমার ভয় কি হে নাগর গুণের গুণ-সাগর
হৃদয় মাঝে বিহার কর
কাট্‌বে নেশার ঘোর,

মোহ—

রাক্ষস বধে বাধ্য তুমি হরির ইচ্ছায় ভাই,
ভুলে যাচ্ছ, আসল কথা কিছুই কি মনে নাই॥

[প্রস্থান।

ভীম। সত্যই বাধ্য আমি রাক্ষস বিনাশে
ভুলেছিনু তাহা ক্ষণেকের তরে।
কেটে গেল সেই মোহ
জাগিল নবীনোদ্যমে হিংসার প্রবৃত্তি।

বধিব রাক্ষসে—অঙ্গের কণ্ডুতি ঘুচাব
যাই ওই স্থানে। (অগ্রসর)
এইবার বসি রাক্ষসের বাসে
পায়স পিষ্টক সুখে করিব ভোজন।
(উপবেশন ও খাদ্যাদি ভোজন)
কৈ—কোথায় রে দুরাচার বক!
আয় দেখে যা'—কৃতান্ত এসেছে নিতে
নীচমনা নিশাচর! লীলা শেষ তোর!
বধিব—বধিব তোরে নিশ্চয় বধিব।

সদর্পে বকাসুরের প্রবেশ।

বকা। কে রে? কাল কার কেশাকর্ষন ক'রেছে? কে রে ছন্নমতি, আসন্ন মৃত্যুকে আহ্বান কর্‌ছিস্? এখনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত বকাসুরের প্রচণ্ড নখরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন দেহে দন্ত নিষ্পেষণে চর্ব্বিত হবি তা কি বিস্মৃত হ'য়েছিস্ না কি? দুরাচার ব্রাহ্মণ! আজ তোর বিনাশ সাধন কর্‌ব আমি। তুই তো দুর্ব্বল! দাঁড়া—দাঁড়া যাচ্ছি। (ভিতরে আসিয়া) কি স্পর্দ্ধা? আমার জন্য খাদ্য এনে তাই ভোজন কর্‌ছিস্? উঃ! অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য! তবে রে পামর নীচমতি দুষ্ট!

(প্রহার করিতে লাগিল দেখিয়া ভীম পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া
বিকট নেত্রে বকাসুরের দিকে পুনঃ ভোজনে বসিলেন।
বকাসুর পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল)

ভীম। (ভোজনান্তে আচমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) নিতান্ত

দুর্ম্মতি তোর রে রাক্ষসাধম ! এইবার জীবনান্ত কাল উপস্থিত তোর। দেখ তবে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিতে পারি কি না? (প্রহার)

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কৃষ্ণ ও ভাবানন্দের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। দেখ—দেখ অপূর্ব্ব সংগ্রাম !
ঘোর যুদ্ধ করে দুই জনে—
উন্মত্ত গজেন্দ্র যথা মহা মল্লরণে !

ভাবা। ওই বীর বৃকোদর ভীম মুষ্টাঘাতে
ভূপাতিত করিল রাক্ষসে।

কৃষ্ণ। হের পুনঃ দুরন্ত রাক্ষস
বিপুল বিক্রমে উৎপাটিয়া
বিশাল বিটপী এক
বৃক্ষ হস্তে আক্রমণ করিল ভীমেরে।

ভাবা। ভীমও এই ভীম পরাক্রমে
উপাড়িল মহীরূহ—
বৃক্ষে বৃক্ষে ঘাত-প্রতিঘাত—
এ কি উৎপাত !
কম্পিতা ধরিত্রদেবী বীর পদ ভারে।

কৃষ্ণ। ওই হের পুনঃ দুইজনে
প্রস্তর লইয়া করে
কালান্তক যম সম মাতিল সংগ্রামে !

ভাবা। ওই বীর বৃকোদর প্রস্তর প্রহারে
চূর্ণ চূর্ণ ক'রে দিল রাক্ষসের শির।

কৃষ্ণ। বকাসুর হইল সংসার
শান্তি পূর্ণ হ'ল এবে একচক্রপুর।

রক্তাক্ত কলেবরে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। বধিয়াছি দুরাচার বকাসুরে
কি আনন্দ আজ! কি আনন্দ মোর।

ভাবা। ধন্য ধন্য মহাবীর! দেহ আলিঙ্গন
শান্তি সংস্থাপন করিলে এ দেশে
দীর্ঘজীবি নারায়ণ করুন তোমায়।

(আলিঙ্গন দান)

ভীম। শান্তিময় মোহন মূরতি
পরশিয়া এ তাপিত অঙ্গ
রণশ্রান্তি অবসাদ সনে
সুশীতল হইল চকিতে।
লৌহ যথা স্বর্ণ হয় পরশ পরশে
সেইরূপ ধন্য হ'ল জীবন আমার।
কে তুমি হে মহাভাগ! দেহ পরিচয়।

ভাবা। বৎস! আমি কৃষ্ণের সেবক
ধর্ম্ম নাম মোর বলে সাধারণে;
কাননেই নিবাস আমার
যোগী ঋষি মুনির সহিত।

কৃষ্ণ। বীরবর! বাখানি বীরত্ব তব
হেরি' তব ধর্ম্মরক্ষা

অপার আনন্দনীরে হই ভাসমান।
আমারেও ধর বক্ষে বীর!

ভীম। কে তুমি বালক!
দেখা দিয়ে বাড়ালে পুলক?
কিবা সুস্নিগ্ধ আলোক মাথা চারু অঙ্গ তব?
এস বক্ষে—(ধারণ) কে তুমি বল না?
ক'রো না ছলনা—ঘুচাও সংশয় মোর
দেহ সত্য পরিচয়?

কৃষ্ণ। আমি মিত্র—সখা—ভাই তোমাদের।
কৃষ্ণ সনে সম্বন্ধ যেমন
মম সহ সেইরূপ মধুর সম্বন্ধ।

ভীম। কৃষ্ণ সম বন্ধু তুমি পাণ্ডবের?
না সত্যই কৃষ্ণ তুমি?
যে হও সে হও—এস সঙ্গে
নিয়ে যাই মাতৃ সন্নিধানে।
এস প্রভু! মম সাথে—

ভাবা। চল বৎস! তব সাথে করিতে গমন
সতত প্রস্তুত আমি —চল যাই—

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

পাঞ্চাল রাজ্য—স্বয়ম্বর সভা।

দ্রুপদরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর প্রবেশ।

দ্রুপদ। ধৃষ্টদ্যুম্ন! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পণ-প্রথা জানিয়ে সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে তো?

ধৃষ্ট। হ্যাঁ পিতা! ব্যাসদেবের আদেশ মত লক্ষ্যবেধ পণের বার্ত্তা জানিয়ে সমগ্র দেশের ভূপতিকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ ক'রেছি। এবং স্বয়ম্বর সভাও যথাযথরূপে সুসজ্জিত ক'রেছি—পঞ্চক্রোশা ঊর্দ্ধে মৎসচক্রও স্থাপন করা হ'য়েছে।

দ্রুপদ। বেশ, তবে তুমি সমাগত রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনা কার্য্যে নিযুক্ত থাক। আর শিখণ্ডী! তুমি তাঁদের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করবে।

ধৃষ্ট ও শিখণ্ডী। যথা আজ্ঞা পিতা! (ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারে দণ্ডায়মান)

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

দ্রুপদ। যজ্ঞকুণ্ডে জনমিলা পাঞ্চালী আমার
তাই নাম তার যাজ্ঞসেনী,
আজি সেই যাজ্ঞসেনী হবে স্বয়ম্বরা।
কিন্তু ভাবি, ঘটে পাছে অঘটন কোন?
মহামুনি বেদব্যাস আসি
নিরূপণ করিলেন পণপ্রথা যেই

অতিশয় অসম্ভব তাহা ;
হইবে কি কার্য্যে পরিণত ?
পারিবে কি কেহ ভেদিতে মৎস্যের চক্ষু ?
বাঞ্ছা মোর মনে দুহিতা রতনে
সমর্পিতে ভারতের কোন শ্রেষ্ঠ বীরে,
তাই ঋষি কহিলেন—মৎস্য-চক্র কথা।
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধদেশে রহিবে সে মৎস্য
চক্ষু রবে তার চক্র-ছিদ্র পথে
বিঘূর্ণিত হবে চক্র বিদ্যুৎগতিতে
নিম্নে রবে জলরাশি তার।
লক্ষ্য রাখি জলে যেই কোন বীর
বিঁধিবে সে মৎস্য চক্ষু, শরে
যাজ্ঞসেনী তারি গলে দিবে বরমাল্য।
কে আছে এমন বীর পৃথিবী ভিতরে
লক্ষ্য ভেদি লভিবে যে পাঞ্চাল-নন্দিনী ?
যাই হোক্ ঋষিবাক্যে নির্ভর করিয়া
দেখি কেবা লভে যাজ্ঞসেনী।
ওই আসে রাজগণ বুঝি ?

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও
শকুনির প্রবেশ।

ভীষ্ম। (ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি)
পাঞ্চালরাজ কুমার !
এই কি স্বয়ম্বর সভা ?

ধৃষ্ট। হাঁ—এই স্বয়ম্বর সভা কুরু পিতামহ!
চলুন সকলে সভামাঝে।

(সকলের গমন)

দ্রুপদ। আসুন—আসুন কৌরববর্গ!
এস সখা দ্রোণাচার্য্য!
শিক্ষাগুরু কুরু পাণ্ডবের।
কুশল তো সবাকার?

দ্রোণ। হাঁ সখা, সমস্ত কুশল
কহ শুনি শুভবার্ত্তা তব?

দ্রুপদ। দেব, দ্বিজ, গুরু-আশীর্ব্বাদে
পাঞ্চালের সর্ব্বাঙ্গীন শুভ
বসুন সকলে সিংহাসনে।

(সকলের উপবেশন)

জরাসন্ধ ও শিশুপালের প্রবেশ।

জরা। যাজ্ঞসেনী হবে স্বয়ম্বরা
পাইয়াছি তার নিমন্ত্রণ
নিমন্ত্রিত মোরা পাঞ্চালের
এস মিত্র শিশুপাল যাই সভামাঝে।

শিশু। নিশ্চয় যাইতে হবে
কার না প্রার্থনা বল পাঞ্চালী রতনে!

ধৃষ্ট। নমস্কার চেদীপতি!
আসুন হে মগধ-ঈশ্বর।
সভামধ্যে করুন প্রবেশ এই দ্বারে। (উভয়ের গমন)

দ্রুপদ। সমাগত চেদীশ্বর! মগধ-ভূপতি!
বসুন—বসুন দোঁহে রত্ন সিংহাসনে।

জরা। (বসিয়া) কোথা' কন্যা তব, রাজা?
কোথা' সেই যাজ্ঞসেনী রমণী-রতন?

শিশু। অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা কোথা সে পাঞ্চালী
নিমন্ত্রিত মোরা যার শুভ স্বয়ম্বরে?
আন রাজা, কন্যারে তোমার
নয়ন ভরিয়া হেরি রূপরাশি তার।

দ্রুপদ। অবিলম্বে যাজ্ঞসেনী আসিবে সভায়
ক্ষণকাল করুন অপেক্ষা।

বৃদ্ধ কর্ণাটরাজের প্রবেশ।

কর্ণাট। (বৃদ্ধবৎ) কৈ—কোন্ দিকে স্বয়ম্বর সভা?

ধৃষ্ট। এই পথে আসুন, রাজন!
ওই স্বয়ম্বর সভা বিরাজে সম্মুখে।

কর্ণাট। পাঞ্চাল রাজপুত্র! অশক্ত নিতান্ত আমি
করে ধরি ল'য়ে চল সভার ভিতরে।
বাসনা ছিল না হেথা আসিতে আমার
কেবল কন্যার লোভে এত দুর আশা
পরিশ্রম করিয়া স্বীকার।

ধৃষ্ট। আসুন—আসুন।

(হস্ত ধরিয়া সভায় প্রবেশ)

জরা। কেবা এই বৃদ্ধ? হেথা কেন আসে?

কর্ণাট। আমি কর্ণাটের রাজা
আসিয়াছি স্বয়ম্বরে বিবাহ করিতে।
শুনিলাম যাজ্ঞসেনী পরমা সুন্দরী
সেই লোভে হেথা আগমন।

সকলে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)

কর্ণাট। আপনারা সব হাস্‌ছেন যে? আমায় উপহাস কর্‌ছেন না কি?

জরা। না—না, উপহাস কর্‌ব কেন? হাসি পেয়েছে তাই হাস্‌ছি মাত্র।

কর্ণাট। এ হাস্যের কারণ?

শিশু। কারণ—স্বয়ম্বর সভায় আপনার ন্যায় পক্ককেশ—হীনদন্ত বৃদ্ধের আগমন।

কর্ণাট। কেন, দন্ত নাই ব'লে কি ক্ষতি হ'য়েছে? কেশ পক্ক হ'লে কি তাকে স্বয়ম্বর সভায় আস্‌তে নাই?

শিশু। না, বৃদ্ধ বিবাহের অযোগ্য। কেন না, সে সুন্দরী কিশোরীর মনোনীত হ'তে পারে না।

কর্ণাট। কিন্তু জানেন—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য।

জরা। কিন্তু বিবাহং ত্যজ্য—

কর্ণাট। মহাশয়! আমি বৃদ্ধ ব'লে উপেক্ষা কর্‌বেন না। শিবও তো বৃদ্ধ—গৌরী তাকে বিবাহ ক'রেছিলেন কেন? আর দন্তহীন হ'লেও আমি সুপক্ক কদলী, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি অনায়াসে ভোজন কর্‌তে পারি। তা' ছাড়া বৃদ্ধ ভীষ্মদেব, ঐ বৃদ্ধ আচার্য্যও যখন এসেছেন, তখন আমার আশায় দোষ কি? আর বৃদ্ধ হ'লেও আমি হীনবীর্য্য নই।

শিশু। দেখা যাবে লক্ষ্য ভেদের সময়।

ভীষ্ম। স্থির হ'ন্ সবে
বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন।
ওই আসে দ্রুপদ-কুমারী—
হের কন্যা পার যদি কর লক্ষ্যভেদ।

সখীগণ পরিবৃতা হইয়া পুষ্পমাল্য হস্তে
দ্রৌপদীর প্রবেশ।

ধৃষ্ট। সমাগত রাজগণ প্রতি মম নিবেদন
যে পারিবে ভেদিবারে ওই মৎস্য চক্ষু
পাইবে সে দৌপদী বনিতা
একে একে সবে লক্ষ্যভেদে হও অগ্রসর।

"জয় হোক্ পাঞ্চাল ভূপতির" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণগণ
সহ ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ।

দ্রুপদ। আসুন হে বিপ্রগণ! প্রণমি চরণে (প্রণাম)
করুন সকলে আসন গ্রহণ।
(ব্রাহ্মণগণের উপবেশন)

ধৃষ্ট। অনর্থক বিলম্ব কিসের আর
লক্ষ্যভেদে হও অগ্রসর
ওঠ—কে অগ্রে আসিবে ?

দুর্য্যো। বীর্য্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সকলের
তিনিই উঠিবে অগ্রে লক্ষ্য ভেদিবারে।

দ্রুপদ । তাহ'লে তো ভীষ্মদেব উঠিবেন আগে ।
কিন্তু তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী
অনিচ্ছুক চিরদিন দার পরিগ্রহে ।

দুর্যো । মম প্রতিনিধি রূপে
লক্ষ্যভেদ করিবেন তিনি ।

ধৃষ্ট । নহে অগ্রে তাহা, হ'তে পারে পরে
অগ্রে তুমি নিজে হও অগ্রসর ।

দুর্যো । উত্তম ।

(সদর্পে অগ্রসর হইয়া ধনুঃ ধারণ করত জলে লক্ষ্য
করিয়া শরক্ষেপ ও ব্যর্থ মনোরথে লজ্জিত
বদনে উপবেশন)

সকলে । হাঃ—হাঃ—হাঃ !

(করতালি ও হাস্য)

দুঃশা । কি ? উপহাস কৌরব রাজনে ?
আচ্ছা, আমি এর লব প্রতিশোধ ।

(অগ্রসর—লক্ষ্যভেদে প্রয়াস ও ব্যর্থ মনোরথে
স্বস্থানে উপবেশ)

শকুনি । এইবার তবে উঠিল সুবলাত্মজ ।

(অগ্রসর হইয়া ধনু ধরিয়া শরক্ষেপ করিতে গিয়া
কম্পিত দেহে ভূপতন)

ধর ধর মোরে—কে আছ কোথায় ?
অন্ধকার চারিধার—মস্তক ঘূর্ণিত ।
উঃ ! লক্ষ্যভেদ এত কষ্টকর ?

(দুর্যোধন ও দুঃশাসন ধরিয়া তুলিল)

কর্ণ। এইবার আমি কর্ণ, হব অগ্রসর।

কর্ণাট। আমি কি পাব না তবে লক্ষ্য বিঁধিবারে ?

কর্ণ। আচ্ছা, আপনিই হ'ন অগ্রসর
ধরি ধনু, জ্যা আরোপিয়া—
করুন নিক্ষেপ শর মৎস্য চক্র ভেদে।

কর্ণাট। বেঁচে থাক বাবা অঙ্গরাজ !

(অগ্রসর ও জ্যা আরোপণ করিতে করিতে "ধর—ধর" বলিয়া উল্টাইয়া পতন)

সকলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ !

(হাস্য ও করতালি)

কর্ণ। সকলেই অপারগ যদি,
তবে সূর্য্য পুত্র কর্ণ সুনিশ্চয়
করিবে এ লক্ষ্যভেদ সবার সমক্ষে।

(ধনুঃ গ্রহণ)

দ্রৌপদী। সূর্য্যপুত্র নহে কর্ণ
সুতপুত্র বলি খ্যাত চরাচরে,
বিঁধিলেও মৎস্য চক্ষু
গলে তার বরমাল্য দিবে না দ্রৌপদী।

কর্ণ। উঃ ! অসহ্য এ অপমান বালিকার মুখে।
হা পিতা ভাস্কর !

(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ)

আচ্ছা—এ দর্পের লব প্রতিশোধ।
প্রতিহিংসা বহ্নি জ্বালিয়া হৃদয়ে
উপেক্ষিত কর্ণ চলিল এখন

ত্যজি' এই বিবাহের সভা।
সখা! নগর প্রান্তরে তব তরে
অপেক্ষায় রহিব নিশ্চয়।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। পাঞ্চাল রাজন! এইবার যদি
কোনরূপ বাধা নাহি থাকে কারো
দুর্য্যোধন পক্ষ ল'য়ে তবে
পারি আমি লক্ষ্যভেদে হ'তে অগ্রসর?

দ্রুপদ। পারেন।

ভীষ্ম। তবে শোন রাজা, বারতা আমার
পণবদ্ধ আমি মাতা সত্যবতী পাশে
কৃতদার হব-না জীবনে,
সেই হেতু কহিতেছি সভ্য সভা মাঝে
পারি যদি আমি লক্ষ্য ভেদিবারে
*তবে মম পণলব্ধা কন্যা যাজ্ঞসেনী—
দুর্য্যোধনে সম্প্রদান করিব কৌতুকে
অন্য মত ইথে কিছু আছে কি রাজন?

দ্রুপদ। নাহি ইথে অন্য মত কোন।

ভীষ্ম। স্মরি' তবে শ্রীহরি চরণ
লক্ষ্যভেদে ভীষ্ম অগ্রসর।

(গমন পূর্ব্বক ধনুঃ ধারণ)

সহসা শিখণ্ডীর প্রবেশ।

(দেখিয়া) ব্যর্থ মনোরথ—
সম্মুখে শিখণ্ডী আসি দিল দরশন।

আছে মম পূর্ব্ব পণ
অমঙ্গল দেখি যদি কভু
তবে অস্ত্র না ধরিব
হয় যদি মরণ আসন্ন।
তাই শিখণ্ডীরে হেরি
ত্যজি' ধনু বসিনু স্বস্থানে।

(উপবেশন)

ধৃষ্ট। আর কেবা আছে বীর এ সভায় ?
নিজ তরে কিংবা কারু পক্ষ ল'য়ে
পার যদি কেহ ; লক্ষ্যভেদ কর ?
নতুবা বুঝিব বীর নাই এ সভায় কেহ।

জরা। মহাবীর শিশুপাল আর জরাসন্ধ
সভা মাঝে বিদ্যমান থাকিতে এখনো
বীর শূন্য নহে এই স্বয়ম্বর সভা
আচ্ছা—আমিই ভেদিব লক্ষ্য সর্ব্বজন পাশে।

(অগ্রসর—প্রয়াস ও ব্যর্থ মনোরথে উপবেশন)

সকলে। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! (হাস্য ও করতালি)

শিশু। এইবার আমি করি লক্ষ্যভেদ দেখহ সকলে।
পরমা সুন্দরী রত্ন এই যাজ্ঞসেনী
শিশুপাল করিবে সংগ্রহ।
(অগ্রসর—প্রয়াস ও ব্যর্থ মনোরথ)

ধৃষ্ট। ছিঃ-ছিঃ ! ক্ষাত্রবৃত্তিধারী সবে
হেন বীর কেহ নাই এই সভামাঝে
পারে যেবা লক্ষ্য ভেদিবারে ?

দ্রোণ ।　　পুত্র সম প্রিয়তম তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন !
যেহেতু জনক তব সুহৃদ আমার ।
পারি আমি লক্ষ্য ভেদিবারে
ক্ষাত্রবৃত্তিধারী দ্বিজ ভরদ্বাজ সুত ।
কিন্তু সখার কুমারী মম দুহিতা সমান,
নহে মোর বিবাহের যোগ্যা ।

ধৃষ্ট ।　　প্রয়োজন বোধে—তব পণলব্ধা কন্যা
যারে ইচ্ছা পার সমর্পিতে ।
আমি চাই দেখিবারে শুধু
বীর কেহ আছে কি না সভার ভিতর ?
ভীষ্মদেব দৈব নিবন্ধনে হ'লেন নিরস্ত
অঙ্গরাজ অসম্মানে তেয়াগিল সভা ।
শিশুপাল, জরাসন্ধ, রাজা দুর্য্যোধন,
দুঃশাসন, সুবল-নন্দন
সকলেই লক্ষ্যভেদে অসমর্থ যদি
তবে কি এ পাঞ্চালীর হবে না বিবাহ ?
পার যদি কর লক্ষ্যভেদ
পণলব্ধা কন্যা দিও যারে ইচ্ছা হয় ।

দ্রোণ ।　　তবে শোন পণ, দ্রুপদ রাজন !
পারি যদি মৎস্য-চক্র ভেদ করিবারে
পণলব্ধা কন্যা মম দিব দুর্য্যোধনে ।
(ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্যভেদে উদ্যত)

ধৃষ্ট ।　　এইবার দ্রোণ বীর হ'ন্ অগ্রসর
সুনিশ্চয় চক্রভেদ করিবেন উনি ।

দ্রোণ। (জল মধ্যে দৃষ্টি ও স্বগত)
অপরূপ—অপরূপ দৃশ্য !
বিশ্বরূপ জগতের কর্ত্তা নারায়ণ
করিছেন ছিদ্রপথে চক্র বিঘূর্ণন !
কার সাধ্য এ লক্ষ্য ভেদিতে পারে ?
পারিত এ কার্য্য—
মম শিষ্য পার্থ যদি থাকিত জীবিত।
কিন্তু হায়, হত তারা কূট জতুগৃহে !
যা' হয় তা' হ'ক্—আমি লক্ষ্য না বিঁধিব
অনর্থক হাস্যাস্পদ হইতে সভায়। (ধনুত্যাগ)

ধৃষ্ট। ধনু ধরি চক্রভেদ তরে
পুনঃ তাহা ত্যজ কেন পিতা ?

দ্রোণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন ! দৈবলীলা হেরি চক্র পথে
নিজ জ্ঞানে নিরস্ত হইনু আমি।
এ কার্য্য আমার সাধ্যের অতীত
অনর্থক কেন হব অপ্রস্তুত ?

ধৃষ্ট। সর্ব্বনাশ ! তাহ'লে কি উপায় পিতা ?

দ্রোণ। উপায় সে সর্ব্বোপায় কর্ত্তা নারায়ণ
চক্র পাশে উপবিষ্ট যিনি চক্র ধরি।
শোন ধৃষ্টদ্যুম্ন ! মম উপদেশ
বেদব্যাস প্রবর্ত্তিত এই পণ প্রথা
ব্যর্থ না হইবে কদাচন।
নিশ্চয় এ অবনীতে আছে হেন বীর
সকলের শ্রেষ্ঠ কেহ দৈববলশালী

যে পারিবে লক্ষ্যভেদ করিতে হেলায়,
ক্ষত্রিয়ের কন্যা হ'তে পারে ব্রাহ্মণ-ঘরণী
সভা সমাগত ব্রাহ্মণ সকলে
পারে যদি কেহ লক্ষ্য ভেদিবারে
তার তরে করহ আহ্বান।

ধৃষ্ট। বেশ—তাই হ'ক্—
বীর ক্ষত্রগণ অসমর্থ যদি লক্ষ্যভেদে
তবে আমি জানাই সকলে
বিপ্রগণ মধ্যে কেহ যদি পার
লক্ষ্য ভেদি' লাভ কর পাঞ্চাল-নন্দিনী।
কৈ—কেহ না উঠিল বিপ্রসভা হ'তে ?
বুঝিলাম ক্ষীণ প্রাণ ব্রাহ্মণের
নাহি শক্তি পারে ওই লক্ষ্য ভেদিবারে।
নির্ব্বীর এ স্বয়ম্বর সভা
শোন সবে পুনঃ কহি উচ্চকণ্ঠে
যে-কেহ, যে কোন জাতি
বীর শ্রেষ্ঠ থাক যদি হেথা
লক্ষ্য ভেদ কর—পাবে যাজ্ঞসেনী।

অর্জ্জুন। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি)
দাদা!

যুধি। ইচ্ছা হয় লক্ষ্যভেদে ?
আচ্ছা ভাই, হও অগ্রসর।
পার যদি কর তবে পাণ্ডবে প্রকাশ।
জানুক্ কৌরবগণ—

জানুন্ গুরু দ্রোণাচার্য্য আর পিতামহ
মৃত নহে জতুঃগৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।

অর্জ্জুন। (যুধিষ্ঠির, ভীম ও ব্রাহ্মণগণকে
প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন)

ভীষ্ম। (স্বগত)
কেবা ওই পুরুষ প্রধান
সমুত্থিত দ্বিজ-সভা হ'তে ?
আজানু লম্বিত বাহু, সিংহ সম গ্রীবা,
বিশাল নয়ন—সুবিস্তৃত বক্ষঃ
বীরাকৃতি কে এ ব্রাহ্মণ ?
আহা, প্রিয়তম মম অর্জ্জুনের সনে
যেন এই মূরতির র'য়েছে সাদৃশ্য।
(প্রকাশ্যে) আচার্য্য !

দ্রোণ। (জনান্তিকে)
দেখিয়াছি কৌরব-ঈশ্বর !
অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পার্থ সম যেন !
নিশ্চয় এ ছদ্মবেশী বিপ্র অর্জ্জুন আমার।
ভগবান্ ! অনুমান সত্য যেন হয়
বেঁচে থাকে যেন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
মিথ্যা হ'ক্ মৃত্যুবার্ত্তা তাহাদের সব।

অর্জ্জুন। (ধৃষ্টদ্যুম্নকে) রাজপুত্র !
আমি পারি এ লক্ষ্য ভেদিতে।

ধৃষ্ট। সত্য যদি পার—হও অগ্রসর ওহে বিপ্রবর !
আর যদি রাজকন্যা লাভে

লুব্ধ চিত্তে হয় এ বাসনা,
ক্ষান্ত দাও তবে—
হইও না বৃথা হাস্যাস্পদ।

অর্জ্জুন।　অগণন রাজগণ বিরাজে সভায়
এঁদের সমক্ষে কেবা বল, রাজপুত্র!
অকারণে হাস্যাস্পদ হইবারে চাহে
নাহি থাকে সামর্থ যদ্যপি?

ধৃষ্ট।　বেশ—বেশ, তবে হও অগ্রসর
কর ক্ষিপ্রগতি মৎস্যচক্র ভেদ
দেখাও সভাস্থ রাজন্য নিকরে
ক্ষত্রাপেক্ষা আছে বীর ব্রাহ্মণ সমাজে।

অর্জ্জুন।　(ধনুঃ ধরিয়া শরদ্বয় যোজনা করিলেন)
যাও রে যুগল শর!
বন্দনা করিয়া এস অস্ত্রগুরু দ্রোণে
আর স্নেহাধার পিতামহে মম।　(শরক্ষেপ)

দ্রোণ।　আশ্চর্য্য কৌরব প্রধান!
পার্থ সম শর দ্বারা কে পূজে চরণ?

ভীষ্ম।　পার্থ—পার্থ—নহে অন্য কেহ
আমারেও বন্দিল শায়কে।

অর্জ্জুন।　হের—হের সর্ব্বজন,
লক্ষ্য রাখি নিম্নে জলোপরি
শ্রীহরি স্মরিয়া আমি
করি এই মৎস্যচক্র ভেদ।

(শরক্ষেপ ও লক্ষ্যবিদ্ধ করণ)

ব্রাহ্মণ। বিঁধেছে--বিঁধেছে—ব্রাহ্মণে লক্ষ্য বিঁধেছে।

রাজগণ। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা, বিশ্বাস না হয়।

অর্জ্জুন। নহি মিথ্যাবদী আমি—বিশ্বাস না হয়
দেখ তবে বিচারিয়া কেবা মিথ্যাবাদী?
এই আমি সবার সমক্ষে
ছেদিয়া চক্রের মৎস্য পাড়িব ভূতলে।

(শরক্ষেপ ও মৎস্যের পতন, সকলে একবাক্যে বলিল—হ'য়েছে—
হ'য়েছে। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি বরমাল্য দিতে আসিল—
অর্জ্জুন হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে নিবৃত্ত
হইতে বলিলেন)

শিশু। কিহে দ্বিজ! লক্ষ্য ভেদি' পণলব্ধা কন্যা
লইতে কি নাহি অভিপ্রায়?
তাই তারে মাল্য দিতে কর নিবারণ?

জরা। বোধ হয় তবে, বিপ্র নহে নারী প্রার্থী
অর্থলোভী দ্বিজ—অর্থ বিনিময়ে
দিতে পারে পণলব্ধা বালা।

দুর্য্যো। দিব অর্থ যত চাহ, দ্বিজ!
বিনিময়ে মোরে দেহ যাজ্ঞসেনী

অর্জ্জুন। শুন হে রাজন্যগণ! অর্থ বিনিময়ে—
পরমার্থ পথে কাঁটা দিয়ে
কে কোথায় করে বল পত্নীরে বিক্রয়?
কিবা অর্থ দিবে? কত অর্থ দিবে?

অর্থ রত্ন কিছুরি অভাব নাহি মোর
গুরুর কৃপায় আর দৈব-অনুগ্রহে ।
বাহুবলে পারি আমি কুবেরে জিনিতে,
ছার অর্থপ্রার্থী নহে এ ব্রাহ্মণ
হেন পত্নী দিয়া বিনিময় ।

জরা । দিব রাজ্য অর্দ্ধ অংশ করি
পাই যদি পাঞ্চালী সুন্দরী ।

শিশু । আমি দিতে পারি সর্ব্বস্ব আমার
পাই যদি রত্ন যাজ্ঞসেনী ।

দুর্যো । সর্ব্বস্ব দানিয়া বিপ্রে হই বনবাসী
দেয় যদি রত্ন যাজ্ঞসেনী ।

শিশু । ওহে দ্বিজ ! দিবে কি রমণী
রাজা হ'তে পাবে—
এমন কত কন্যা পাবে ?

অর্জ্জুন । সাবধান ছন্নমতিগণ !
এত স্পর্দ্ধা—এত গর্ব্ব কেন ?
সভা-মাঝে যা' বলিলে কুৎসিত বচন
প্রত্যুত্তরে তার শোন মম বাণী—
আমি দিব বাহুবলে—
ত্রিলোকের আধিপত্য,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—কুবেরের অমূল্য ভাণ্ডার,
সমুদ্র শুকায়ে শরজালে
মহামূল্য রত্ন দিব আনি'
তার বিনিময়ে দেহ সবে পত্নী নিজ নিজ ।

রাজগণ। লক্ষ্য ভেদি' হেন স্পর্দ্ধা ?
বধ যোগ্য তুই হ'লেও ব্রাহ্মণ।
বধ কর—বধ কর দুষ্টে,
কাড়ি' লও যাজ্ঞসেনী নারী।

অর্জ্জুন। কার সাধ্য হেন লবে যাজ্ঞসেনী ?
এতদূর দুরাশা যাদের
তাহাদের পাপমুখে আমি
শতবার করি পদাঘাত।

(মৃত্তিকায় পদাঘাত)

রাজগণ। কর রণ রাজগণ !
যাজ্ঞসেনী করহ হরণ

[সকলের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

দ্রুপদ। পুত্রগণ ! চল দেখি গিয়া ঘটে কি ঘটনা।

[সকলের প্রস্থান

ভীম। আমাদের ব্রাহ্মণের করে অপমান
হীন বুদ্ধি ক্ষত্র রাজগণ ?
চল তার করিগে সাহায্য।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

বৃক্ষ হস্তে ভীম ও গদা হস্তে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ করিতে
করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান। কর্ণসহ যুদ্ধ করিতে
করিতে অর্জ্জুনের প্রবেশ ও প্রস্থান। উভয়
পক্ষের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও
প্রস্থান বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। মহারণ করে বৃক্ষ অস্ত্র ল'য়ে করে
ভীষণ মূরতি দ্বিজ একজন।
বিক্রমে সে ভীমের সমান—
অনুমান এই বৃকোদর।
শত্রু মম মরে নাই জতুগৃহে তবে
এখনো জীবিত তারা অক্ষত শরীরে?
হা হতভাগ্য দুর্য্যেধন!

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। সখা! সখা!
লক্ষ্যবেত্তা এই দ্বিজ নহে অন্যজন
নিশ্চয় অর্জ্জুন সখা, নিশ্চয় অর্জ্জুন।
হেন রণশিক্ষা
পার্থ ভিন্ন অন্য কেহ নাহি জানি আর

দুর্য্যো। সখা! সখা! আশ্চর্য্য ঘটনা!
মৃত শত্রু মম বাঁচিয়া উঠিল?
পৃথিবীতে এতদিন পরে

মোর বৈরী পাণ্ডবেরা হইল প্রকাশ।
কাজ নাই যুদ্ধে আর
চল ফিরে যাই হস্তিনায়
পাণ্ডব সংহার চিন্তা করি গিয়া স্থির।

[কর্ণ সহ প্রস্থান।

পঞ্চপাণ্ডব সহ দ্রুপদ, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।

দ্রুপদ। তোমরাই পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন
সুপ্রসন্ন ভাগ্য মোর আজি
তাই পার্থে পাই জামাতা রতন।
ধর্ম্মরাজ! দেহ অনুমতি
অর্জ্জুনের করে শুভক্ষণে
করি আজি মম কন্যা সমর্পণ।

যুধি। মাতৃ-আজ্ঞা বিনা মোরা
কিছু না করিতে পারি কেহ।
নাহি পেলে অনুজ্ঞা মাতার
পার্থ-করে কন্যাদান করিতে নারিবে।

দ্রুপদ। কোথায় জননী তব কহ ধর্ম্মরাজ?

যুধি। কুম্ভকার গৃহে বিরাজেন মাতা!
ভীমসেন! শীঘ্র করি ল'য়ে এস তাঁরে।

ভীম। যথা আজ্ঞা ধর্ম্মরাজ!

[প্রস্থান।

দ্রুপদ। নাহি জানি, কিবা তাঁর হবে অনুমতি ?
কতক্ষণে ফিরিবে বা অনুজ তোমার ?
শুভকর্ম্মে বিলম্ব না সয়—
কি জানি আবার যদি পলায়িত অরি
রণসাজে হয় উপস্থিত ?

যুধি। কোন চিন্তা নাই আর পাঞ্চাল ঈশ্বর !
পাণ্ডবের কাছে আর আসিবে না তারা।

দ্রুপদ। ওই আসে ভ্রাতা তব
সঙ্গে তার পাণ্ডব-জননী।

ভীম সহ কুন্তীর প্রবেশ।

যুধি। মা! মা! (পাণ্ডবগণ প্রণাম করিল)

কুন্তী। যুধিষ্ঠির! ভিক্ষায় এসে কি পেয়েছ, বাপ্ ?

যুধি। মাগো! পাইয়াছি এক অমূল্য রতন
পার্থ হ'তে হেন ফললাভ।

কুন্তী। এমন রতন যদি পেয়ে থাকে পার্থ
একা সে তা' কেন বা ভুঞ্জিবে ?
পঞ্চ ভাই সেই রত্ন লহ সম ভাগে।

যুধি। একি আজ্ঞা দিলে, মাতা ?
কি বলিতে কি বলিলে দেবী ?
সে রত্ন যে অন্য কিছু নয়—
লক্ষ্য ভেদি' পায় পার্থ পত্নী যাজ্ঞসেনী।

কুন্তী। যাই হ'ক্—বাক্য মম হবে না অন্যথা

যাজ্ঞসেনী পত্নী লহ পঞ্চজনে
সতী-বাক্য—মাতৃ-বাক্য করহ পালন।

ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। আমি ঋষি দ্বৈপায়ন
আমিও তাহাই বলি
পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হবে যাজ্ঞসেনী।

(সকলের ব্যাসকে প্রণাম)

দ্রুপদ। তব বাক্যে স্বয়ম্বরে পণ নিরূপণ,
তব বাক্যে মহাবীর জামাতা আমার,
পুনঃ তব বাক্যে মম কন্যা যাজ্ঞসেনী
আজ হ'তে পঞ্চপাণ্ডব-ঘরণী।

(দ্রৌপদীকে লইয়া পঞ্চপাণ্ডবের করে সম্প্রদান। দ্রৌপদী সকলের গলে মাল্য দিয়া প্রণাম করিলেন। সকলের শঙ্খধ্বনি—নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদন।

উলুধ্বনি করিয়া পুরমহিলাগণের প্রবেশ ও সমবেত গীতি।

গীত

দেলো মধুরে উলু উলু, কর্‌লো শঙ্খধ্বনি।
পাণ্ডব পাশে উজ্জ্বলবেশে ওই সে "যাজ্ঞসেনী।
বর-বধূ কিবা শোভিছে সুন্দর,
প্রেম পুলকে পুরিত অন্তর,
মঙ্গল কর হে জগদীশ্বর,
বরষি' অমোঘ আশীষ-বাণী।

যবনিকা